CMYK



थिविनी कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 23 Issue ● 23 January, 2022, Sunday ● ৯ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

We are glad to inform all dealers that,

CROMPTON GREAVES LTD has appointed us as AUTHORISED DISTRIBUTOR for whole Tripura for PUMPS, FAN and APPLIANCES divisions.









OUR CONTACT

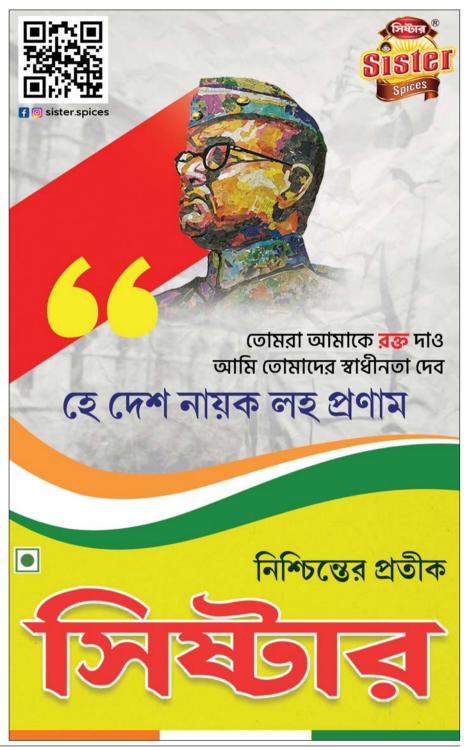
M/s SAYAK ENTERPRISE
Santipara, Agartala-1, Tripura

বামে বিরল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। এক বিরল রাজনৈতিক সৌজন্যতা দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজনৈতিক মতপার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত স্তরে সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য রাজনীতিতে এমন সৌজন্যতা বিরল হলেও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সেই বিরলের মধ্যে বিরলতম। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি মনে রেখেছেন মানিকবাবুর জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে একেবারে সিপিএম সদর



তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ,বর্তমান দফতরে গিয়ে মানিকবাবুকে প্রণাম করেছিলেন এবং শপথে আসার জানিয়েছিলেন। মানিকবাবুও বিপ্লব দেব'র শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় বসে ছিলেন। অবশ্য কমিউনিস্ট নেতা ও রাজ্য বিধানসভার বর্তমান বিরোধী বিপ্লববাবুর এমন সৌজন্যতা নতুন দলনেতা মানিক সরকারের কিছু নয়।ক'দিন আগেই বেসরকারি জন্মদিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব হাসপাতালে গিয়ে অসস্থ কুমার দেব জন্মদিনে বিরোধী কমিউনিস্ট নেতা তথা রাজ্যের দলনেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মাতা প্রাক্তন মন্ত্রী কেশব মজুমদা'র ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে তার সুস্বাস্থ্য শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করেছেন।





সোজা সাপটা

জনগণ বিভ্ৰান্ত

রাজ্যের জনগণ বিভ্রান্ত। রাজ্যের আমজনতা নাকি ঠিক বুঝতে পারছে না যে, আদতে গত ৪৬-৪৭ মাসে রাজ্যে কতজনের সরকারি চাকুরি হয়েছে। ঠিক কতজনের সরকারি সাহায্য মিলেছে। ঠিক কতজন বিভিন্ন সরকারি ভাতার আওতায় এসেছেন। প্রতিদিন আগরতলা শহরে কাজের সন্ধানে গ্রাম-পাহাড়ের মানুষের ভিড় বাড়ছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় হকারের সংখ্যা বাড়ছে। সন্ধ্যার পর তো হকারের ভিড়ে পথ চলা কঠিন। ৪৬-৪৭ মাসে রাজ্যে কতজন শিল্পে সরকারি সাহায্য পেয়েছেন? বরং ৪৬-৪৭ মাসে এক ধাক্কায় ১০৩২৩ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অনেক বেসরকারি কোম্পানি বোধজংনগর থেকে চলে গেছে। রাজ্যের অনেক ইট ভাটা আজ বন্ধ। তাহলে কর্মসংস্থান হলো কোথায় বা হচ্ছে কোথায় ? প্রতিদিন শহরে মোটর রিকশা, টমটম নামছে। শিক্ষিত বেকাররা বাধ্য হয়ে রিকশা চালাচ্ছেন। যাদের টাকার সংস্থান নেই তারাই হয়তো রাতে চুরির পেশায় নামছে। এশহরের মানুষের কাছে এখন বড় আতঙ্ক চুরি। ভিআইপি এলাকা থেকে শুরু করে সীমান্ত এলাকা। বাদ নেই কোন জায়গায়। চোরের দল বিন্দাসভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে চাষের জমি কমছে। কমছে মাছ চাষের পুকুর। ফলে একটা বড় অংশের মানুষ আজ কাজ হারাচ্ছে। কিন্তু বিকল্প কিছু নেই। নতুন চাষের জমি তৈরি করে দেওয়ার খবর নেই। খবর নেই নতুন নতুন পুকুর তৈরি করে দেওয়ার। ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দানে যে সমস্ত শর্ত রাখে তাতে ঋণ পাওয়া মুশকিল। রাজ্যের মানুষ আজ অসহায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি মন্ত্রী-আমলাদের ভাষণ শুনলে মনে হবে এরাজ্যে বেকার নেই, এরাজ্যে কোন সমস্যা নেই। এরাজ্যের সবাই যেন মহাসুখে আছে। বাস্তব কি তাই? প্রশ্ন জনমনেও।

বামে বিরল সৌজন্যতা

দাসের প্রয়াণের খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন তার বাড়ি। ব্যবস্থা নেয়নি। তাদেরকে অচ্ছুত বলে ঘোষণাও সামাজিক মাধ্যমে শোক জ্ঞাপন করেছেন। বিজন ধরের করেনি। ফলে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালে, তাদের মত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের আইপিএফটি বিধায়ক তার বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করে আইপিএফটি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। অবস্থান নিয়ে সরকারের বারোটা বাজানোর চেষ্টা যদিও বিধানসভার অধ্যক্ষ এখনো তার বিধায়ক পদ খারিজ করেননি।। সেই বৃষকেতু দেববর্মার জন্মদিনেও স্কার্যক্রম। মানিকবাবুর নেতৃত্বে সিপিআইএম ফের ঘুরে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ'র জন্মদিন ৪ ডিসেম্বর তাকে কোন শুভেচ্ছা জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। বিধায়ক আশিস কুমার সাহা এবং বিধায়ক। বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফের বামরাজ কায়েম থাকাকালীন সময়ে আশিস দাস'র জন্মদিনেও তাদের শুভেচ্ছা জানাননি বিপ্লববাবু। মুখ্যমন্ত্রীর এমন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিপিএমের প্রধান নেতা মানিক মনোভাব নিয়ে দলেই এবার সমালোচনা শুরু হয়েছে। দলের একাংশ কার্যকর্তা বলছেন, এই মুহূর্তে সুদীপ রায় বর্মণ , আশিস কুমার সাহা এবং সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে ক্ষমতাসীন বিজেপির মতপার্থক্য, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য শুরু হলেও না কেন? এটা ঘটনা, যে পরিস্থিতিতে রাজ্যে বিজেপি এখনো তারা বিজেপি বিধায়ক এবং দলের কার্যকর্তা। সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সময়ে সদীপ রায় বর্মণ দল এখনও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। নেতৃত্বাধীন তুণমূল কংগ্রেস যদি বিজেপিতে যোগদান স্দীপবাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির না করতো, তাহলে বিজেপির নিজস্ব সাংগঠনিক প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে জানানোর পর ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করা দলের সভাপতি মানিক সাহা প্রকাশ্যেই বলেছেন, তিনি আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে সুদীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন। এতে পরিষ্কার সুদীপবাবুরা তাদের পুরো সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে হয়ে যায়, সুদীপবাবু এখনো বিজেপির নেতা এবং ছিলেন বলেই সমস্ত বাম বিরোধী ভোট এক জায়গায় বিধায়ক। দলীয় স্তবে মতপার্থক্য থাকলেও পড়েছে এবং বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই যায়নি এখনো। কথা বলার যে সুযোগ রয়েছে তা থেকে বের করে দিয়েছেন অথচ সৌজন্যতা মানিকবাবুর কথা থেকেই স্পষ্ট। যদিও বিজেপি সম্পর্কে দেখিয়েছেন সিপিআইএম নেতা মানিক সরকারের সুদীপবাবুরা এই মুহূর্তে কি মনোভাব পোষণ করছেন সঙ্গে। দলের সংস্কারপন্থী নেতৃত্বও বলছে, তারা এখনও তা পরের বিষয়।কিন্তু দলের বিধায়ক থাকা অবস্থাতেই বিজেপি, এখনও তারা অন্য কোন দলের সঙ্গে যুক্ত মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্যান্য মন্ত্রী-নেতারাও নন। ফলে দলের মুখ্যমন্ত্রী যদি সিপিআইএম নেতাকে সুদীপবাবুদেরকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার দেখিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পারেন, সৌজন্যতা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাননি। দলের একাংশ প্রশ্ন দেখাতে পারেন, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে উদারতা তুলছেন, কমিউনিস্ট নেতা মানিক সরকার যদি প্রকাশ করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে দলের বিধায়ক যাদের শিষ্টাচা'র পর্যায়ে পড়তে পারেন ,তাহলে সুদীপবাবুরা সঙ্গে তাঁর এবং তাদের সাময়িক মতপার্থক্য রয়েছে তাদের নয় কেন ? তারা তো এখনো প্রকাশ্যে দল বিরোধী ক্ষেত্রে সেই সৌজন্যতা দেখাতে পারেন না কেন?

• প্রথম পাতার পর সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম কোনো বক্তব্য রাখেননি। দলও তাদের বিরুদ্ধে কোনো সঙ্গে সাক্ষাত করলে, কেউ অবাক হয়ে যাবেন, অন্তত প্রকাশ্যে এমন কোন বিষয় নেই। মানিক সরকার'রা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিজেপি সরকারের বিরোধী চালাচ্ছেন এবং এটাই বিরোধী দলের রাজনৈতিক দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আগামী নির্বাচনে সিপিআইএম ফের ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক গুটি সাজাতে শুরু করেছে। মানিকবাবুদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য করা। দলীয় সূত্র প্রশ্ন তুলছে, বিপ্লববাবু যদি তার প্রধান সরকারকে রাজনীতির ঊর্ধের্ব উঠে এবং উদারতা দেখিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পারেন, তাহলে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সুদীপবাবুর অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল, তার সঙ্গে সেই সৌজন্যতা দেখাতে পারছেন সুদীপবাবুদের সঙ্গে দলের চোখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে সুদীপ রায় বর্মনকে তার রাজনৈতিক সৌজন্যতার গন্ডি

সরকারি অতিথিশালায় অনুপ্রবেশকারী!

• তিনের পাতার পর সংলগ্ন চিকিৎসার পর নাতি জীবন্ত প্রথমে কয়েকদিন আগে আমবাসা বাজার জগন্নাথপুর এডিসি ভিলেজস্থিত তার বাড়ি আমবাসা থানাধীন ৫ থেকে একজন বাংলাদেশি কট্টর সরকারি জনজাতি অতিথিশালায় আশ্রয় নেয়। সেখানেই শুক্রবার এদের মধ্যে বচসা হয় যার জেরে দাদু নাতিকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। রক্তাক্ত নাতির চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এসে দাদুকে আটক করে পুলিশে খবর দিলে, পুলিশ গিয়ে দাদু অরুণকে থানায় তুলে আনে, সেই সাথে দমকলের গাড়ি গিয়ে আহত বাংলাদেশি নাতিকে ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌছে দেয়। অতঃপর

মাইল এলাকায় বলে জানায়। কিন্ত পুলিশি জেরায় তা টেকেনি। সে স্বীকার করে তার বাড়ি বাংলাদেশে। এরপর পুলিশ দু'জনকেই গ্রেফতার করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি অতিথিশালাটি জনজাতি কল্যাণ দফতরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। একটি সরকারি দফতরের অধীনে থাকা অতিথিশালায় একজন ভিনদেশি অনুপ্রবেশকারী কিভাবে আশ্রয় পেল সেটা অত্যন্ত উঠতে বাধ্য। কিন্তু পুলিশ ততটা উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে মাত্র পরিশ্রম করবে কি না এটাই বড় প্রশ্ন।

উগ্রবাদী ধরা পড়ার পরও কোন বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া একটি সরকারি অতিথিশালায় একজন বাংলাদেশি কিভাবে আশ্রয় পেল, কোন্ সরকারি কর্মচারী তাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে এই দাদু-নাতি (!) এখানে ঘাঁটি গেড়ে থাকার রহস্যও উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় জেলা সদরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন

সংস্থাকে চাপ

• **তিনেরপাতারপর** সাক্রমের বিধায়ক হয়ে গোটা জেলা শাসন ব্রহছেন তিনি। মন্ত্রীর চেয়েও বেশি ক্ষমতা ভোগ করছেন তার কাছে নিদিষ্ট কোনও দফতর নেই বটে, কিন্তু দক্ষিণ জেলার সমস্ত দফতরগুলোই তার দফতর। এখানে মিড-ডে-মিলেও তারনজরদারি। খেলার আসরেও তার তৎপরতা।ঠিকেদারি কাজেও তার হুকুম, জেলার জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষেশুধুইশংকর রায়।অন ক্যামেরায় হুমকি। অফক্যামেরায় কিহতে পারে তা একমাত্র এই সংস্থাণ্ডলো এবং শংকরবাবু নিজে জানেন।

পাঁচ নম্বর!

 তিনের পাতার পর কার্ডে প্রচুর ভুল ছিল। পরে শিক্ষকদের বলির পাঁঠা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কে ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি, কারা বোর্ডের কাজের দায়িত্বে আছেন এসব জানাতে। শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা বিপ্লবের চেহারা এরকমই।

লড়বেন অখিলেশ

 আটের পাতার পর থেকেই চাইছিলেন যাতে তিনি নির্বাচনে লড়েন। তাঁরা জানিয়েছিলেন, সম্মিলিতভাবে চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর এক মাস পরই এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে অখিলেশ জানান, দল চাইলেই তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর একের পর এক মন্তব্যে মোটামুটিভাবে তাঁর নির্বাচনে লড়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর নির্বাচনি দুর্গ গোরক্ষনাথ থেকে প্রার্থী হওয়ার পর অখিলেশ যাদবের উপর নির্বাচনে লড়ার চাপ বেড়েছিল। এবার অখিলেশ এবং আদিত্যনাথ - দু'জনেই নিজ নিজ দুর্গ থেকে নির্বাচনে লড়াই করছেন। অখিলেশ যাদব বর্তমানে আজমগড়ের সাংসদ।

বিশালগড়ের পুলিশ

 তিনের পাতার পর
 দেয় এভাবে ফোন করে তাকে বিরক্ত করলে মোবারক হোসেনের পিঠের চামড়া তুলে নেবে সে। এরপরই মোবারক হোসেন বিষয়টি বিজেপির গোলাঘাঁটি মণ্ডলেও জানায়। উল্লেখ্য, মোবারক হোসেন বিজেপির গোলাঘাঁটি মণ্ডলের সদস্য। বিষয়টি নিয়ে তিনি এসপি'র দ্বারস্থ হবেন বলেও জানা গেছে। তবে একাংশ পুলিশ আধিকারিক এরকমভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকাপয়সা নিয়ে রাজ্য সরকারের বদনাম করতে উঠে-পড়ে লেগেছে বলে গোলাঘাঁটির বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, পুলিশ আধিকারিক হিসেবে ওই ব্যক্তি তার চাকরির জন্য বেতন পান। এরপর বিপদে পড়ে কোনও মানুষ পুলিশের দ্বারস্থ হলে নানারকম প্রলোভন কিংবা ভয় দেখিয়ে এভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা শুধু অন্যায় নয় শাস্তিযোগ্য অপরাধও। দলীয় তরফে তারা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেবেন বলে জানা গেছে।

নরকঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ২২ জানুয়ারি ।। মানব কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে চম্পকনগরের হরিভক্ত পাড়া এলাকায়। এই এলাকার জঙ্গলেই শনিবার বিকালে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কাল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ এবং ফরেনসিকের টিম। জিরানিয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নরকঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, খুন করে এই মাঝবয়সী কোনও পুরুষকে হরিভক্ত পাড়ার জঙ্গলে ফেলা হয়েছিল। এই জঙ্গল

বিশ্ব ব্যাঙ্ক

• আটের পাতার পর দিয়েছিলেন

মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

रेक्षिण पिरायिष्टलन, अना

ক্ষেত্রগুলিতে অপ্রয়োজনীয় খরচ

বাঁচিয়ে বা নতুন প্রকল্পের

পরিকল্পনায় কড়াকড়ি করেও

সামাজিক প্রকল্পগুলি চালিয়ে নিয়ে

যাওয়া হবে। সে সময়ই বিশ্ব ব্যাঙ্কের

কাছে ঋণের আবেদন জানানো

হয়েছিল। সে সময় সামাজিক

সুরক্ষার প্রশ্নে বিধবা, বিশেষভাবে

সক্ষম মহিলাদের জন্য রাজ্যের

পদক্ষেপ এবং কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর

মতো মহিলাদের ক্ষমতায়ন

প্রকল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

ভূমিকার প্রশংসাও করেছিল বিশ্ব

ব্যাঙ্ক। আগস্টে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে

ঋণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করার

বার্তা দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে।

এবার রাজ্যের কাছে সেই চিঠি এল।

মেয়ের ধর্ষককে

• আটের পাতার পর আদালত

চত্বরে আতঙ্ক ছড়ায়। দিলশাদকে

গুলি করার পরই ঘটনাস্থল থেকে

চম্পট দেন ভগবত ও তাঁর ছেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভগবত এবং

তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করা

হয়েছে। ২০২০-র ১২ ফেব্রুয়ারি

ভগবতের নাবালিকা মেয়েকে

অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগ

ওঠে দিলশাদের বিরুদ্ধ।

২০২১-এর ১২ মার্চ হায়দরাবাদ

থেকে দিলশাদকে গ্রেফতার করে

পুলিশ। উদ্ধার করা হয় ভগবতের

মেয়েকে। তারপরই দিলশাদকে

জেল হেফাজতে পাঠানো হয়।

মাস দুয়েক আগেই জামিনে মুক্তি

সম্ভাবনা কমছে

সদরের পাশাপাশি মহকুমাতেও

ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। সেখানেও

টিসিএ-র আধিপত্যের থাবা।

ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

ক্রিকেট। ক্রিকেটারদের

ক্যারিয়ারও অসুরক্ষিত হয়ে

পড়েছে। আর রাজ্য ক্রিকেটের

সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ব্যক্ত

আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট নিয়ে।

একটা প্রশাসনিক অস্থিরতা

জিইয়ে রেখে ক্রিকেটকে ধ্বংস

করার পথে এক কর্মকর্তাকে দেখা

যায় টিসিএ-র কর্মকাণ্ডে সামিল হতে। যদিও আর কাউকে দেখা

যায় না। প্রশ্ন, ওই ক্লাব কর্তা কি

নিজের প্রভাব খাটিয়ে ক্লাব

ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে

টিসিএ-কে রাজি করাতে পারে

নাং মনে রাখতে হবে টানা

ক্রিকেট বন্ধ থাকলে টিসিএ-র

• আটের পাতার পর আগেই

বলেছেন উৎপলের সঙ্গে তিনি

কথা বলছেলেন। দুটি বিকল্প

আসনের প্রস্তাবও বিজেপির পক্ষ

থেকে দেওয়া হয়েছিল। সেই

প্রস্তাব উৎপলের মেনে নেওয়া

উচিৎ বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও বলেছেন, বিজেপির

রাজ্য ও শীর্ষ নেতৃত্ব মনোহর

পারিকরের পরিবারকে যথেষ্ট

সম্মান করে বলেও দাবি

কেরছেন। তাই উৎপলের

বিদ্রোহ করা ঠিক নয়। অন্যসূত্রের

খবর ইতিমধ্যেই আম আদমি

পার্টির প্রধান অরবিন্দ

কেজরিওয়াল উৎপল পারিকরের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে

তিনি বলেছেন উৎপল চাইলে

আপ-এর প্রার্থী হয়ে ভোটে

লড়াই করতে পারেন। মনোহর

পারিকরকে তিনি সম্মান করেন

বলেও জানিয়েছেন। একই সঙ্গে

মনোহর পারিকরের সঙ্গে

বিজেপি খারাপ ব্যবহার করেছে-

ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে

বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পেয়েছিলেন তিনি।

• নয়ের পাতার পর



দিয়ে সাধারণত মানুষের যাতায়াত কম। শনিবার বিকালে গ্রামের সংগ্রহে গিয়ে কঙ্কাল দেখতে পান।

খবর দেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের।খবর যায় চম্পকনগর

আদর্শগত সংঘাত, কংগ্রেসের

বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতির

সুভাষচন্দ্র বসু যেভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন, তা আজও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সুদক্ষ পরিচালনা থেকে শুরু করে থেকে পালিয়ে যাওয়া, সাবমেরিন যাত্রায় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া, বারে বারে ছদ্মবেশ ধারণ করে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া সব কাজেই নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু ছিলেন অগ্রগণ্য, এমনকি মহাত্মা গান্ধির মতো এক দেশবরেণ্য নেতার বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। একসময় ভারতের তরুণ সমাজের নয়নমণি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু।নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের শেষ দিকটা আমরা জানি না। অনেকে বলে থাকেন, বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। অনেকে বলেন, শেষ পর্যন্ত তাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ব্রিটিশরা নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু সাইবেরিয়াতে রুশদের হাতে বন্দি

জীবনী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এর

নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু কে ছিলেন? নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু ছিলেন একজন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তি নেতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু হলেন এক উজ্জ্বল ও মহান চরিত্র যিনি এই সংগ্রামে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু নেতাজি নামে সমধিক পরিচিত। ২০২১ সালে ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার জন্মবার্ষিকীকে জাতীয় পরাক্রম দিবস বলে ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্র পরপর দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত

প্রকাশ্য সমালোচনা টীকা এবং বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হয়। সূভাষচন্দ্র মনে করতেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের নীতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এই কারণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্ৰ ফরওয়ার্ড ব্লক নামক একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের সত্বর ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এগারো বার কারারুদ্ধ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এর বিখ্যাত উক্তি "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও তার মতাদর্শের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; বরং এই যুদ্ধকে ব্রিটিশদের দুর্বলতাকে সুবিধা আদায়ের একটি সুযোগ হিসেবে দেখেন। যুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি লুকিয়ে ভারত ত্যাগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও জাপান ভ্রমণ করেন ভারতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার জন্য সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে। জাপানিদের সহযোগিতায় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠন করেন এবং পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই বাহিনীর সৈনিকেরা ছিলেন মূলত ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং ব্রিটিশ মালয়, সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত মজুর। জাপানের আর্থিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় তিনি নির্বাসিত

শৈশবকাল: ভারতে অন্যান্যরা তার ইস্তাহারকে বছরের এক বালক। ইওরোপীয়ান

পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশের সন্দেহ কঙ্কালটি এক এসপিও জওয়ানের বাবার। ওই ব্যক্তি হরিভক্ত পাড়ায় ঘুরতে বেড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এটা দুই বছর আগোর। এরপর থেকে ওই ব্যক্তির কোনও খবর নেই। কঙ্কালটি ওই লোকের হতে পারে। তবে কিভাবে এই মৃত্যু কোনও কিছু বলতে পারছেন না কেউ। অনেকের বক্তব্য, খুন করে জঙ্গলে দেহ রাখা হয়েছিল। নাহলে গভীর জঙ্গলে একজন ব্যক্তি কেনই বা যাবেন ? হরিভক্ত

পাডারও কোনও নাগরিক বহুদিন ধরে নিখোঁজ নেই। এই কঙ্কাল ঘিরে রাতে জঙ্গলে ভিড় জমে যায়। গভীর রাতে ফরেনসিকের টিম এবং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট ছটে যান। জানা গেছে, কঙ্কালের আশপাশে কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি যেটা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত যাবে। এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। উদ্ধার কঙ্কাল একজন পুলিশের বলে মনে করছেন বি**শে**ষজ্ঞরা।

শ্রদাঞ্জলি

রিয়েলপোলিটিক (নৈতিক বা আদর্শভিত্তিক রাজনীতির বদলে ব্যবহারিক রাজনীতি)-এর নিদর্শন বলে উল্লেখ করে তার পথপ্রদর্শক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেছেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেস কমিটি যেখানে ভারতের অধিরাজ্য মর্যাদা বা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে মত প্রদান করে, সেখানে সূভাষচন্দ্রই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত দেন। জওহরলাল নেহরুসহ অন্যান্য যুবনেতারা তাকে সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ মতবাদ গ্রহণে বাধ্য হয়।ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি ও তার জীবন রক্ষায় কংগ্রেস নেতাদের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তি বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তাকে কারারুদ্ধ করে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়। নিষেধাজ্ঞা ভেঙেনেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে ফিরে এলে আবার তাকে কারারুদ্ধ

সবচেয়ে আগে চিন্তা করতে হবে। এল ১৯০৯ সাল সুভাষ তখন বারো

এই খবরে সুভাষ অত্যন্ত আনন্দিত

শিক্ষাজীবন :

এবার নেতাজী সূভাষচন্দ্র বসু এলেন র্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে এখানে ভরতি হবার পর তাঁর মানসিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই স্কুলে ভারতীয় বাতাবরণ ছিল নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস নতুন করে ফিরে পেলেন। প্রাথমিক স্তবে তাঁকে মাতৃভাষা বাংলা শেখানো হয়নি। গোড়ার দিকে বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট ভালো ফল করেছিলেন। কঠিন কঠোর পরিশ্রম করে বাংলা ভাষা শিখলেন। প্রথমবার বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলাতে সবচাইতে বেশি নম্বর পেলেন। শুধু তাই নয়, নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তখন থেকেই সুভাষের অনুরাগ ছিল। আক্ষেপ করে পরে বলেছেন 'স্কুলে খেলাধুলার কোনো পরিবেশ ছিল না। তাই আমার মনের একটা সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে।'

রাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ওড়িয়া এবং বাহালি দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যস্ত বন্ধুত্বপূর্ণ।

সুভাযের মা --- বাবা উদার মনোভাবাপন্ন হওয়াতে সুভাষ ছিলেন প্রগতিপন্থী। তখন থেকেই নানা সমাজসেবামূলক কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সুভাষের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিলেন, তিনি হলেন প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। তিনি এক আদর্শবাদী মানুষ শিক্ষকতাকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ছাত্রদের মনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নৈতিকতার প্রতি আকর্ষণ না থাকলে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না। ছাত্রজীবন থেকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিরাগের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তার ছাত্রজীবনের এই বিরাগ ক্রমশঃ বিদ্বেষে পরিণত হয়ে ওঠে।

এই সময় একদিন সুভাষ জানতে পারলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক বিবেচনা করে ইংরাজ সরকার সরকারী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দ্য লাস্ট আর্টিফিশিয়াল লাইট সোর্স

 আটের পাতার পর হস্তক্ষেপ ছাড়া সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ কক্ষপথে চলমান থাকা কৃত্রিম উপগ্রহও একই পরিণতি বরণ করবে। মঙ্গলের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কিছু রোভার। এসব রোভার সৌরশক্তি বা তেজস্ক্রিয় উৎস ব্যবহার করে সচল থাকে। কিউরিওসিটি রোভারের কথাই ভাবুন। এটি পাঠানো হয়েছিল ২০১১ সালে। পাওয়ার সোর্স হিসেবে এতে প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে উৎপন্ন তাপশক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এই উৎস ব্যবহার করে এটি প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত সচল থাকতে পারে। যদি না অন্যান্য অংশ আগেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে যায়। স্পেস ক্রাফটণ্ডলো মানুষবিহীন মহাবিশ্বের শেষ আলোক বর্তিকা হবার দৌড়ে বেশ শক্ত প্রার্থী। কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায়। এরাও লাস্ট সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল হতে পারে না। কারণ এদের মধ্যে লাইট থাকলেও সেগুলো জ্বালানোর কোন কারণ নেই। রোভারগুলো আলো ব্যবহার করে নমুনা সংগ্রহের সময়ে এবং সেগুলোর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। আর মানুষের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা পাওয়ার পরই নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তাই এক শতাব্দী পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকার সামর্থ্য থাকার পরও মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলে নিজে থেকে আলো জ্বালানোর কোনো কারণ নেই এগুলোর। অর্থাৎ, নিভৃতেই এরা অপেক্ষা করবে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য। ৬. কৃত্রিম আলোর বিস্ময়কর উৎস হলো চেরেনকভ রেডিয়েশন। যখন কোন স্বচ্ছ মাধ্যমে আলোর চেয়ে বেশি বেগে কোনো চার্জিত কণা (যেমন, ইলেকট্রন) চলমান থাকে, তখন এক ধরনের বিকিরণ (ফোটন) উৎপন্ন হয়। সেটাই চেরেনকভ রেডিয়েশন। কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ নিয়ে চলতে পারে না। তাহলে ইলেকট্রন কীভাবে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলবে ?আসলে কোনো কিছুর বেগ আলোর চেয়ে বেশি হবে না। এ সিদ্ধান্তটি একটি শর্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর সেটি হলো, চলাচলের মাধ্যমটি হতে হবে শূন্য মাধ্যম। অর্থাৎ, শূন্য মাধ্যমে কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারবে না। কিন্তু অন্য কোনো মাধ্যমে (যেমন, পানি) আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা কণার অস্তিত্ব থাকতে পারে। ফোটন (আলো) যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের কারণে এর গতিবেগ কমে যায়। জলেতে ফোটন প্রতি সেকেন্ডে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার কিলোমিটার বেগে চলে। অন্যদিকে, শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার। বেটা পার্টিকেল বা ইলেকট্রন শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের খুব কাছাকাছি বেগ নিয়ে চলে। অর্থাৎ, শূন্য মাধ্যমে একই স্থান থেকে যাত্রা শুরু করলে ফোটন সামান্য এগিয়ে থাকবে ইলেকট্রনের তুলনায়। কিন্তু যদি বেটা ইলেকট্রন আর ফোটন একই সঙ্গে জলের ভেতর দিয়ে চলে, তাহলে ফোটনের গতিবেগ কমে যাবে। কিন্তু ইলেকট্রনের গতিবেগ একই থাকে। অর্থাৎ, ইলেকট্রনটি জলেতে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা শুরু করবে। আর তখনই উৎপন্ন হবে চেরেনকভ রেডিয়েশন। তবে কখনোই তা আলোর সর্বোচ্চ বেগ সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটারের সমান হবে না। ৭. ১৯৩৪ সালে রাশিয়ান পদার্থবিদ পাভেল চেরেনকভ এই বিকিরণ আবিষ্কার করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি নোবেল পুরষ্কার পান এই আবিষ্কারের জন্য। এখন আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে। জলেতে ভেতরে কেনই-বা চেরেনকভ রেডিয়েশন উৎপন্ন হবে? জল এক ধরনের ডাই ইলেকট্রিক মাধ্যম। অর্থাৎ, এতে পোলারাইজেশন হয়। যখন চার্জিত কণা (ইলেকট্রন) জলের মধ্যে দিয়ে আলোর চেয়ে বেশি বেগে যায়, তখন সেটির বিদ্যুৎক্ষেত্র জলের পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রনগুলোকে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাবিত ইলেকট্রনগুলো আবার একইভাবে প্রভাব বিস্তার করে জলের অন্য পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোকে। এভাবে প্রভাবিত হওয়া অণু পরমাণুণ্ডলো আবার ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসে ফোটন নিঃসরণের মাধ্যমে। এটাই চেরেনকভ রেডিয়েশন। সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে সুপারসনিক প্লেনের সনিক বুমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সুপারসনিক প্লেনগুলো শব্দের চেয়ে বেশি বেগে পরিভ্রমণ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা শব্দের চেয়ে কম বেগে গতিশীল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা অন্যান্য স্বাভাবিক প্লেনের মতই শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। কিন্তু যখন এরা সুপারসনিক গতিতে চলতে শুরু করে তখন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাবার পর আমরা বেশ জোরে একটি শব্দ শুনতে পাই। যার নাম সনিক বুম। চেরেনকভ রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন হল সুপারসনিক প্লেনের মতো এবং উৎপন্ন বিকিরণকে তুলনা করা যায় সনিক বুমের সঙ্গে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রিঅ্যাক্টরের কোর এবং স্পেন্ট ফুয়েল পুলের জলে নীল রঙের আলো দেখা যায় চেরেনকভ রেডিয়েশনের কারণে। রি অ্যাক্টরের ফুয়েল রডগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন বেটা ইলেকট্রনগুলো বের হতে না পারে। কিন্তু রড থেকে উৎপন্ন হওয়া গামা রশ্মিগুলোকে আটকানোর সামর্থ্য নেই ফুয়েল রডের দেয়ালের। এই গামা রশ্মিগুলো কম্পটন ইফেক্টের মাধ্যমে কোর এবং স্পেন্ট ফুয়েল পুলে উৎপন্ন করে ইলেকটুন। এগুলোই পরে চেরেনকভ রেডিয়েশন তৈরি করে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন তেজিস্ক্রিয় বর্জ্যেও থাকে এদের অস্তিত্ব। যেমন, সিজিয়াম-১৩৭ গলিয়ে কাঁচের সাথে মিশ্রিত করে ঠাণ্ডা করে সলিড ব্লকে রূপান্তর করা হয়। তারপর বিশেষভাবে তৈরি কন্টেইনারের মধ্যে স্থাপন করা হয় যেন সহজে এবং নিরাপদে পরিবহণ করা যায়। অন্ধকারে এই ব্লকগুলোও নীল বর্ণের চেরেনকভ রেডিয়েশন বিকিরণ করে। সিজিয়াম-১৩৭ এর অর্ধায়ু ত্রিশ বছর। এর মানে হল যে, মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলও প্রায় দুই শতাব্দী পরেও এই বিকিরণ অব্যাহত থাকবে। অবশ্য তীব্রতা অনেকাংশেই কমে যাবে। মানুষ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পরেও কংক্রিট ভল্টের ভেতরে অত্যস্ত বিপদজনক পারমাণবিক বর্জ্য থেকে আসা চেরেনকভ রেডিয়েশনই হবে লাস্ট সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল লাইট।



কয়েকজন লোক জঙ্গলে লাকড়ি

 তিনের পাতার পর নেতাজী হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে

ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাডি আমাদের কাছে নেতাজী সুভাষ মৃত্যুঞ্জয়। আমরা বিশ্বাস করি, এমন

মহাত্মা মানুষের মৃত্যু নেই। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় বেঁচে আছেন এক উজ্জ্বল দীপশিখা হয়ে। মুক্তিকামী জনগণের প্রাণসত্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী— বা নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু এর আত্মজীবনী বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এর জীবন রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বদান করে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমার) যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নাৎসি ও অন্যান্য যুদ্ধবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন; এমনকি কেউ কেউ তাকে নাৎসি মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অভিযুক্ত করেছেন। তবে

নেতাজী সূভাষচন্দ্র বসুর

ছোটোবেলায় সুভাষ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। সবসময় মা বাবাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল আকাশচুম্বী। পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কলে ভর্তি করা হয়েছিল। স্কলটি ব্রিটিশ ধারায় পরিচালিত এইজন্য দেশি স্কুলগুলিতে পাঠরত সঙ্গীদের তুলনায় সুভাষচন্দ্র ইংরাজি ঘেঁষা শিক্ষায় এগিয়ে ছিলেন। এই ধরনের স্কুলে পড়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য লাভ করানো হয়। সূভাষ হয়ে উঠলেন নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক। সঠিক আচার ব্যবহার শিখলেন কাজে পরিচ্ছন্নতা এল তা সত্ত্বেও সাহেবী স্কুলের পরিবেশ তার ভাল লাগতো না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে তাকে একটা কৃত্রিম জগতের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। স্কুলের চার দেওয়ালের বাইরে বিশাল ভারতবর্ষ পড়ে আছে। সেই ভারতের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর নিরন্ন তাদের কথা

মিশনারী স্কুল ছাড়ার সময় হয়েছে হয়েছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর

নেতাজী সুভাষ বসু ছিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী জনগণের প্রাণসত্তা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-এর জীবন ছিলো ত্যাগে শুল্র, গৌরিক দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের 'জনগণ মন অধিনায়ক। নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসু ছিলেন ভারতবর্ষের সমগ্র মুক্তিপাগল জনগণের জাগ্রত আত্মার সোচ্চার কণ্ঠ। শুধু ভারত নয় , সমস্ত পৃথিবীর সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে নেতাজী সূভাষচন্দ্র বসু এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। • এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যের

পূর্ণরাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

বিপ্লব কুমার দেব উনার বক্তৃতায়,

২০৪৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য কোন্ পথে

এগোবে, সেই নিয়ে বক্তৃতা

রেখেছেন। একদিকে রাজ্যবাসীর

মধ্যে আগামীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার

হাতছানি, অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন

সরকারি দফতরে লাগামহীন

অমনযোগী মনোভাব। স্বাস্থ্য ও

পরিবার কল্যাণ দফতরের

ওয়েবসাইটে যক্ষ্মা রোগ নিয়ে

সর্বশেষ যে তথ্য দেওয়া আছে, তা

২০১৩-১৪ অর্থ সাল পর্যন্ত। গত

৫ বছরে হু হু করে যক্ষ্মা রোগীদের

সংখ্যা রাজ্যে বেড়েই চলেছে।

২০১৬ সালে রাজ্যে যক্ষ্মা রোগে

আক্রান্ত হন ২০১১ জন। ২০১৭

সালে এই রোগে নতুন করে

আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায়

২০৪৪-এ।তার পরের বছর অর্থাৎ

২০১৮ সালে সারা রাজ্যে নতুন করে

২৬৪৪ জন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত

হয়েছেন। তার পরের বছর ২০১৯

সালে রাজ্যে যক্ষ্মা রোগে মোট

প্রত্যেকটি তথ্য স্পষ্টত বলে দেয়

বেড়েই চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে

অবাক করার বিষয় হলো, রাজ্যের

সালে রাজ্যব্যাপী যক্ষ্মা রোগে ওয়েবসাইটে। যক্ষ্মা বিষয়ক রাজ্যে

আক্রান্ত হয়েছেন ২৫৩৭ জন।এই যেসব কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার

যে, রাজ্যে যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা নাম ডা. রমেন কুমার বর্মণ। গত

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং স্বাস্থ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

দফতরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র নানা গাইডলাইন প্রয়োগের

কলকাতা-আগরতলা ফ্লাইট তুলে নিচ্ছে এয়ার ইভিয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আসে, কলকাতায় ফিরে যাবার ৭৪৩/এআই৭৪৪ কলকাতা-**আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** ২৫ সময়ে সেটি এআই৭৪৪ হয়ে যায়। জানুয়ারি থেকে এয়ার ইন্ডিয়া কলকাতা ও আগরতলা'র মধ্যে

কলকাতা থেকে ছাডে নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে, আগরতলা থেকে ফিরে



প্রতি বছর বাড়ছে যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা

দফতরের ওয়েবসাইটেও চরম উদাসীনতা

একটি ফ্লাইট বাতিল করেছে, ফেব্রুয়ারি মাসের পুরোটাই এআই ৭৪৩ ফ্লাইট চালাবেন না বিমান সংস্থাটি। এআই ৭৪৩ নম্বরের ফ্লাইট কলকাতা থেকে আগরতলায়

দফতরের যে প্রধান ওয়েবসাইট

তাতে যক্ষ্মা রোগ সংক্রান্ত সর্বশেষ

যে তথ্য দেওয়া আছে, সেটি

২০১৩-১৪ সালের। রিভাইজড

ন্যাশনাল টিউবার কিউলসিস

প্রোগ্রাম

রাজ্যভিত্তিক প্রোগ্রাম অফিসারের

বেশ বহু মাস ধরেই তিনি রাজ্য জুড়ে

যক্ষ্মা নিবারণের কাজ করছেন।

আরএনটিসিপি বিষয়ক তথ্যের নাগরিকদের সামনে নেই।

ক্ষেত্রে গত ৬/৭ বছরে কিছুই নতুন সরকারের তরফে স্বাস্থ্য দফতরের

বিজ্ঞাপনে বিভ্ৰান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্ৰকাশনী' দেখে পাৰুল প্ৰকাশনী-র বই কিনুন যায় এগারোটা পঁচিশে। এয়ার ইন্ডিয়ার স্টেশন ম্যানেজার সজয় ঘোষ চিঠি দিয়ে কর্মচারী ও এয়ারপোর্টকে জানিয়েছেন যে,

বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এআই

ক্ষেত্রেও তিনি ভূমিকা রেখেছেন।

কিন্তু সার্বিকভাবে রাজ্যের যক্ষ্মা

নির্মূলীকরণে কী পদক্ষেপ গৃহীত

হচ্ছে বা প্রতিবছর কি হারে

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ইত্যাদি

বিষয়গুলো বোঝার মতো সঠিক

আগরতলা-কলকাতা ফ্রাইটটি ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফব্রুয়ারি পর্যন্ত চালানো হবে না। বছর দুই আগে আগরতলার এয়ারপোর্ট থেকে একটি সংস্থা পরিসেবা চালু করেও কিছুদিনের মধ্যেই তা গুটিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝেই ফ্লাইটও তুলে নেওয়া হয় এই বিমানবন্দর থেকে। এয়ার ইন্ডিয়া'র আচমকা এই সিদ্ধান্তে আগে থেকে টিকিট কেটে রাখা মানুষজন অসুবিধায় পড়বেন নিশ্চিত। যাদের যেতেই হবে, তাদের বেশি টাকা দিয়ে এখন টিকিট কিনতে হবে। আর যারা কলকাতা থেকে নিজের রাজ্যে ফিরবেন তাদের সমস্যা হবে সবচেয়ে বেশি। খবর লেখার সময় ২৫ জানুয়ারির কলকাতা থেকে আগরতলা আসার টিকিটের দাম দেখাচ্ছে প্রায় চার হাজার টাকা করে।

নানাভাবে রাজ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করার

জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে।

কিন্তু সেসবের কোনও প্রকৃত

খতিয়ান রাজ্যবাসীর সামনে ধরা

পড় ছে না। রাজ্যের রাজ্যের

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য

দফতরের প্রধান সচিবের ছবির

সঙ্গেও যখন ২০১৩-১৪ সালের

সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায়, তখন নিঃ

সন্দেহে রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির একটি

নমুনা ধরা পড়ে। এ বিষয়টিকে বাদ

রেখেও, অন্য যে বিষয়টি আরও

প্রাসঙ্গিক তা হলো, প্রতি বছর

নীরবে এবং নিভূতে যক্ষ্মা রোগীদের

সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। গত

দু'বছরে রাজ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত প্রায়

৫ হাজার মানুষ। গত ৫ বছরে

আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭৮৫ জন,

অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার। এই

প্রেক্ষিতে যক্ষ্মা রোগ নিয়ে আরও

ব্যাপক প্রয়োজন। প্রয়োজন

দফতরের উচ্চ আধিকারিকদের,

শুধুমাত্র আরএনটিসিপি প্রোগ্রামের

আধিকারিক ও কর্মীদের উপর সব

দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে, উনারা

নিজেরাও সেই দায়িত্ব ভাগ করে

তবে স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে

যখন মুখ্যমন্ত্রীর ছবির পাশে ২০১৩

সালের তথ্য দিয়ে 'এচিভমেন্ট'

কথাটি উল্লেখিত, তখন একথা

মানতেই হবে যে, দফতরের সংশ্লিষ্ট

আধিকারিকরা যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ

সালে যদি সর্বশেষ তথ্য আপলোড নির্মূল করার জন্য প্রচার প্রয়োজন।

মাধ্যমিক বিজ্ঞানে পাঁচ নম্বর! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

অমরপুর, ২২ জানুয়ারি।। মাধ্যমিক

পরীক্ষার টার্ম-ওয়ান পরীক্ষায়

বিজ্ঞান বিষয়ে পাঁচটি প্রশ্ন ও

সেসবের জন্য দেওয়া উত্তর নিয়ে সমস্যা থাকায়, যে পরীক্ষার্থীরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদেরই পাঁচ নম্বর দেওয়ার জন্য পরীক্ষকদের বলেছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদবলে একটি সূত্র জানিয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে অড কুয়েশ্চন পেপারে ২ নম্বর প্রশ্ন নিয়ে সমস্যা আছে, ইভেন কুয়েশ্চন পেপারে ১, ৪, ১৪, ১৭ এবং ১৮ নম্বরের প্রশ্ন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে খবর, সেসব প্রশ্নে যে পরীক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তারাই নম্বর পাচ্ছেন। তবে উত্তর যা হোক না কেন, না দিলে নম্বর পাওয়া যাবে না। ১৮ জানুয়ারি থেকে খাতা দেখা শুরু হয়েছে। পরীক্ষকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল প্রথমে, সেখানেও অদ্ভত সব ব্যাপার ছিল। অবসরে যাওয়া , '১০৩২৩' শিক্ষক এবং মৃত শিক্ষকের নাম ছিল। প্রতিবাদী কলম সেই খবর করার পর, পরীক্ষকদের তালিকা যাচাই করার ব্যবস্থা হয়। পুরানো কোনও তালিকা ধরে, যাচাই না করেই পরীক্ষকদের তালিকা করায় এই অবস্থা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ছিল। পড়ুয়াদের ভবিষ্যত নিয়ে এমনই সচেতন ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা। এইবারেই প্রথম মাধ্যমিক। এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পর্ষদ দুই ধাপে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই মত প্রথম ধাপের পরীক্ষা হয়েছে, তার খাতা দেখা চলছে। বোর্ড পরীক্ষায় বসতে গিয়ে পড়ুয়ারা এইবার ব্যাপক ঝামেলায় পড়েছিলেন, এই ফর্ম , ওই ফর্ম অনলাইনে সাবমিট হয়নি, এসব অজুহাত তুলে অনেকেই অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়নি প্রথমে। স্কুলে স্কুলে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলেও, ডিজিটাল বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি শিক্ষকদের। তবু অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও ফর্ম জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে পরীক্ষার আগের দিন সকলকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়। অ্যাডমিট কার্ড না পাওয়া পরীক্ষার্থীরা আগের দিন সকালেও জানতেন না তারা পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের আগে বলে দেওয়া হয়েছিল আগামী বছরে পরীক্ষ দেওয়ার জন্য। পরে আচমকা পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়ে বলা হয় নিজের স্কুল থেকে নথি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে দুই ঘন্টা আগে যেতে। জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষাই এইরকম দৌড়াদৌড়ি করে উৎকণ্ঠায় থেকে দিতে হয়েছে। বিভিন্ন আইইসি কর্মকাণ্ডও সে বছর বিষয়টি নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নন। । তাছাড়াও 🐞 **এরপর দুইয়ের পাতায়**

অতীতের কালো ছায়া 🗧



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাদের আক্রমণ করে দুস্কৃতিরা। অমরপুর, ২২ জানুয়ারি।। ব্যবসার ঘটনাস্থলেই মারা যান একভাই, অন্য দুই ভাই কোনওরকমে জন্য মাছ কিনতে বেরিয়ে খুন পালিয়ে আসেন যতনবাড়িতে। হয়েছেন এক ভাই, আরও দুই ভাই আহত। আহত দুই ভাইয়ের একজন পুলিশে খবর দেন। নতুন বাজার হাসপাতালে ভর্তি আছেন। হাসপাতাল থেকে জীতেন দাসকে অমর পুরের নতু নবাজারের আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে. লিটনকে রামভদ্রপাড়ায় তিন ভাই, সিতেন , সেখানেই চিকিৎসা করা হয়েছে। জীতেন ও লিটন দাস আক্রান্ত হন, ঘটনাস্থলেই মারা যান সিতেন দাস। অ্যাডিশনাল এসপি কান্তা জাঙ্গির বাকীরা কোনওরকমে পালিয়ে বলেছেন, তারা একজন খুন হয়েছেন শুনে ঘটনাস্থলে গেছেন। আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের राम পाতा ल नित्य आत्मन, তদন্ত চলছে, তদন্তে যা জানা যাবে, সিতেনের দেহ উদ্ধার করেন। পরে তা সাংবাদিকদের জানানো যতনবাড়ির আইটিআই'র কাছে হবে। হাসপাতালে শুয়ে জীতেন তাদের বাড়ি। মাছ বিক্রি করা দাস বলেছেন, "সাত-আট জন তাদের পেশা। ডম্বুর লেকের আমাদের আক্রমণ করে। মোটা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। মন্দিরঘাট থেকে মাছ কিনে নতুনবাজার, যতনবাড়িসহ অন্যান্য গুলি চালিয়েছে তারা। কারও জায়গায় সরবরাহ করতেন। সাথেই আমাদের কোনও ঝামেলা শেষরাতে তিনভাই বাইকে বাড়ি নেই।" জীতেন দুইজনকে চিনতে থেকে রওয়ানা দেন কিছু দূর পেরেছেন বললেও, নাম বলতে

বলে", তার দাবি। তার নাম না বলাও কিছু সন্দেহের তৈরি করেছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে খবর ছড়িয়ে পড়লে, মানুষ অমরপুর-করবুক সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ , স্থানীয় বিধায়ক কথাবার্তা বলে, সুষ্ঠ বিচারের আশ্বাস দিয়ে রাস্তা থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে আনেন। বিধায়ক রণজিৎ দাস নিহত ও আহতদের পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। অ্যাডিশনাল এসপি কারও নাম না জানালেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নয়ন চাকমা ও রণজিৎ তাঁতি নামে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। খুন কিংবা আক্রমণের কারণ জানা যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, বিজেপি সরকারের আমলে মানুষের জান-মালের কোনও নিরাপত্তা নেই। আইনের শাসন নেই।

চাননি। " তারা একেকরকম নাম যাওয়ার পরেই রামভদ্র পাড়ায় পুরস্কৃত অন্নদা স্পাইসেস



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ **জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাজ্যের অন্যতম ব্যবসায়ী সংস্থা অন্নদা স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি তথা 'লংতরাই গুঁড়ো মশলা' কোম্পানিকে স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ড-বেস্ট স্টার্ট আপ এন্টারপ্রেনিওর অ্যাওয়ার্ড (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইস) বিভাগে বিশেষভাবে পুরষ্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। সংস্থার পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন অন্নদা স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি তথা লংতরাই গুঁড়ো মশলার কর্ণধার রতন দেবনাথ।

সরকারি অতিথিশালায় অনুপ্রবেশকারী!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২২ জানুয়ারি ।। সরকারি অতিথিশালা থেকে এক বাংলাদেশি নাবালক সহ দুইজনকে গ্রেফতার করলো আমবাসা থানার পুলিশ। গত কয়েকদিন সরকারি অতিথিশালায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা ওই 'জনের মধ্যে বচসা এবং মারামারির জেরে আটক করার পর পুলিশ কেঁচো খুঁড়তে গেলে বেরিয়ে আসে আস্ত সর্প। থেফতারকৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নাবালকের নাম জীবস্ত ত্রিপুরা (১৭) পিতা লালনময় ত্রিপুরা। বাড়ি বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায়। অন্যজন হল অরুণ চাকমা (৫০) পিতা যাত্রামোহন চাকমা বাড়ি রইস্যাবাড়ি থানাধীন তুইচাকমা এলাকায়। শুক্রবার রাতে আমবাসা থানার পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। জানা যায়, অসম বয়সী এই দুইজন যারা নিজেদের দাদু-নাতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে তারা গত কয়েকদিন যাবৎ আমবাসা সদর এলাকা • এরপর দুইয়ের পাতায়

সাব্রুমের চেকপোস্টে শংকরের থাবা, ঠিকেদারি সংস্থাকে চাপ

করা হয়, নিঃসন্দেহে সেই বিষয়ক

কর্মকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য করা অত্যন্ত

দূরহ। ২০১৩-১৪ সালে ৫০ জন

মেডিক্যাল অফিসার এবং ৩০০ জন

প্যারামেডিক্যাল স্টাফকে ট্রেনিং

দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়,

২২ জানুয়ারি।। অনেকেই বলছেন সিভিকেটরাজ যেন পেয়ে বসেছে রাজ্যকে। নিগোসিয়েশন বন্ধে রাজ্য সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিলো, সরকার গঠনের পর এই উদ্দেশেই সরাসরি টেন্ডার প্রথা বাতিল করে দিয়ে ই-টেন্ডারিং শুরু হয়। কিন্তু নিগোসিয়েশন বন্ধ হয়েছে কি? ঠিকেদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকজনেরা বলেন, ই-টেন্ডারিং শুধু নিগোসিয়েশনের রনপ বদলে দিয়েছে। এছাড়া সবকিছুই আছে আগের মতো। ফলে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি থেকে যায় শুধুই কথার কথা। সিন্ডিকেটরাজও চলছে আগের মতোই কিংবা এর চেয়ে বেশি রূপ ও গন্ধ নিয়ে। বাম আমলে ক্যাডাররা মদত দিতেন। রাতের আঁধারে ফয়সলার অভিযোগও আসতো। কিন্তু এই আমলে ৫৬ ইঞ্চি বুকের পাটা দেখে সবকিছু চলছে রমরমিয়ে। নইলে একজন বিধায়ক সরাসরি কোনও ঠিকেদারি সংস্থার কাছে গিয়ে কিভাবে বলতে পারে যা কিছু করতে হবে তার অনুমোদন নিয়ে করতে হবে। তাও আবার ভিডিও ক্যামেরার সামনেই বলেছেন।

এবার ক্যামেরা বন্ধ করে তিনি আর শংকর বাবু নিজে নিজেই যেন মন্ত্রীর ক্ষমতাই ভোগ কর ছেন। নির্মাণের বরাত পাওয়া ঠিকেদারি কি কি বলেছেন তা না শুনলেও বাদলবাবুর সেই ক্যারিশ্মাকে লুফে সাক্রমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের আন্দাজ করা যেতেই পারে। নিয়ে নিজেকে দক্ষিণী বাদশা সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায় দলের

কাজ চলছে। কাজের বরাত হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছেন। পেয়েছে বহির্রাজ্যের ঠিকেদারি জেলা সভাপতি। ফলে সাক্রমের মূলত সেই কারণেই সাক্রম থেকে সংস্থা।কাজও চলছে।মুখ্যমন্ত্রী এই



বিধায়ক হলেও তিনি গোটা দক্ষিণ জেলাতেই ছড়ি ঘুরান। এককালে বাদল চৌধুরী যেভাবে অবিভক্ত দক্ষিণ জেলার মসীহা হয়ে উঠেছিলেন তার সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মধ্য দিয়ে, আসে না। কারণ, তিনি অঘোষিত

বিলোনিয়া সর্বত্রই ছড়ি ঘুরান তিনি। যেকোনও মন্ত্রীর চেয়েও যেন বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন। যে কারণে গোটা দক্ষিণ জেলা মন্ত্রী শূন্য থাকলেও শংকরবাবুর কিছু যায়

চেকপোস্ট এবং সেজ নিয়ে নানা স্বপ্নও দেখেন। এখান থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত পণ্য যাতায়াত নিয়ে নানা স্বপ্নও দেখেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদধন্য বিধায়ক শংকর রায় চেকপোস্ট সংস্থার কাছে গিয়ে জানিয়ে এসেছেন এখানে কোনও কাজ করতে হলে তার সঙ্গে কথা বলে করতে হবে। তার কথা ছাড়া কোনও কাজ হবে না। শংকরবাবু যে এমন নির্দেশ দিয়ে এসেছেন তার অনুগামীদের দিয়ে রেকর্ডও করিয়েছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচারও করেছেন। শংকরবাবু বুঝাতে চেয়েছেন এই জেলায় তিনি একমেবদ্বিতীয়ম্।এই ভিডিও দেখে অন্যান্য ঠিকেদাররাও যেন কাজ করার আগে তার পরামর্শ নেন। শংকরবাবুর পদধুলি মাথায় নিয়েই এখানে কাজ করতে হবে। এটা বিধায়ক শংকর রায়কে পাতা না দেওয়া ঠিকেদারি সংস্থাণ্ডলোর প্রতি একটা কড়া বার্তা দেওয়া। এবার এই সংস্থাগুলো শংকরবাবুকে ডাকার পর কি কি কথা হবে, শংকরবাবুর কি কি নিদেশ যাবে, কিভাবে কাজ করলে শংকরবাবু খুশি হবেন বা শংকরবাবুকে কিভাবে খুশি করতে হবে, এই সমস্ত বার্তা কিংবা নির্দেশ শংকরবাবু ভিডিও অন করে দেবেন। এতটাও অবুঝও নন তিনি। **● এরপর দুই**য়ের **পাতা**য়

দারোগার দায়িত্ব পালন করলে সব পুলিশ আধিকারিকই বিপদে পড়া মানুষের কাছ থেকে গলিয়ে পয়সা আদায় করে নেন এই কথা কোনওভাবেই সত্য নয়।তবে সৎ, পরোপকারী পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের এমনসব লোকজনেরাও আছেন যারা কসাইকেও হার মানিয়ে ফেলেন। অসহায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে আইনের নানা কথা বলে কিভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে আরও বেশি সর্বস্বান্ত করে তোলা যায় সেই চেষ্টাও জারি থাকে অনেকের। সম্প্রতি এমনই এক কাণ্ড ঘটেছে বিশালগড়ে। বিশালগড়ের গোপীনগরের বাসিন্দা মোবারক হোসেন বিপদে পড়ে থানায় এসেছিলেন কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। অভিযোগ জানিয়েও গেছেন।

বিশালগড়,২২ জানুয়ারি।। থানায় নামের এক পুলিশ অফিসার, তিনি অভিযুক্তদের থেফতারে এমনই অভিযোগ মোবারকের। তার অভিযোগ, রাজু ভৌমিক নামের ওই পুলিশ আধিকারিক



তাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে কুড়ি হাজার টাকাও দাবি করে। গোপীনগরের দরিদ্র কৃষক মোবারক হোসেন জানান, তিনি কুড়ি হাজার টাকা একসঙ্গে দিতে পারবেন না। অনেক কন্টে রাজু ভৌমিক নামের এক দারোগাবাবুকে বারো হাজার টাকা জোগাড় করে দেন।

উদ্যোগী হবেন। কিন্তু কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে বারো হাজার টাকা দেওয়ার পরও একজন অভিযুক্তও গ্রেফতার করেনি দারোগাবাবু। এরপরই মোবারক হোসেন এক আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। আইনজীবী জানিয়ে দেন এভাবে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারে না। এরপর অনেকদিন ধরেই মোবারক হোসেন রাজু ভৌমিক নামক বিশালগড় থানার ওই পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে টাকা ফেরত চান। কিন্তু পুলিশ অফিসার এবার আর ধরা দিতে চান না। শনিবার মোবারক হোসেন এই পুলিশ অফিসারের মোবাইলে ফোন করে তার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইলে রাজু ভৌমিক নামক

ওই পুলিশ অফিসার মোবারক

জানিয়ে • **এরপর দুই**য়ের পাতায়



সংক্রমণ গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ এখনো পর্যন্ত ওমিক্রণ ভ্যারিয়েন্ট জানুয়ারি।। সর্বত্র করোনা সংক্রমণের খবর নেই।কোভিডের সংক্রমণের বাডবাডন্তের মধ্যেই, সময়োপযোগী সঠিক ব্যবস্থাপনায় করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে রাজ্যে। বিভিন্ন স্থানে যখন লাগামহীন বাডছে করোনা সংক্রমণের হার, ঠিক তখনই ত্রিপরায় উল্লেখযোগ্যভাবে, করোনা সংক্রমণ নিম্নমখী। কয়েকদিনের করোনা সংক্রমণের তথ্য থেকে তা স্পষ্ট। গত ১৭ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী করোনা সংক্রমণের হার ছিল ১৪.৮৬ শতাংশ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই সংক্রমণের হার ছিল ১৮.৫৫ শতাংশ। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানেই, ২১ জানুয়ারির করোনা রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যব্যাপী করোনা সংক্রমণের হার প্রায় ৩.৫ শতাংশ কমে দাঁডিয়েছে ১১.১৬ শতাংশ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সংক্রমণের হার প্রায় ৭.৫ শতাংশ কমে দাঁডিয়েছে ১১.২৬ শতাংশ। একদিকে যেমন নেমে আসছে সংক্রমিত সংখ্যা অন্যদিকে বাড়ানো হয়েছে করোনা পরীক্ষার হার। করোনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সহজাত প্রবৃত্তি হলো, পরীক্ষার বা টেস্টিং এর সংখ্যা যতটা বাড়ে, ততই পজিটিভিটি রেটও বাড়তে থাকে। কিন্ত ত্রিপুরার ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষা বা টেস্টে এই সংখ্যা বাড়লেও, উল্টো কমেছে পজিটিভিটি রেট। রাজ্য সরকারের সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনার ফলে ত্রিপুরাতে

একদিনে নিষ্পত্তি ৭৭৯৮ মামলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।।

মহা-লোক আদালতে একদিনে

নিষ্পত্তি হলো ৭ হাজার ৭৯৮টি

মামলার। এর মধ্যে অধিকাংশই

ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত মামলা। শনিবার সরকারি ছুটির দিনে রাজ্যের সবক'টি জেলা এবং মহকুমা আদালতে মহা-লোক আদালত বসে। করোনা অতিমারির মধ্যে গত তিন বছরে এই প্রথম মহা লোক আদালতের আয়োজন করে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকার এই লোক আদালতের জন্যই ট্রাফিক চালান মামলাগুলিতে ন্যুনতম জরিমানা ৫০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা দিয়েছিল। এই সুযোগ নিতে অনেকেই এদিন লোক আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। রাজ্য জুড়ে ৬৬টি লোক আদালতের বেঞ্চ বসে। মামলা তোলা হয় ১৯ হাজার ৪০৫টি। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৬৪ টাকা আদায় হয়েছে। এর মধ্যে ট্রাফিক চালান মামলাগুলিতে ২০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা জমা পড়ে আদালতে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানিয়েছে, করোনা অতিমারির মধ্যে সব ধরনের সরকারি নির্দেশিকা মেনেই মহা লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। এই লোক আদালতে ট্রাফিক চালান, যান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ক্ষতিপুরণ মামলা-সহ ব্যাঙ্ক এবং বিএসএনএল তাদের মামলাগুলি নিয়ে অংশ নিয়েছে। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কগুলির জমে থাকা অনাদায়ী এক কোটি টাকার উপর ঋণ জমা পডে ছে। এই ধরনের লোক

প্রজাতন্ত্র দিবসে কঠোর নিরাপতা ব্যবস্থা

আদালত আগামীদিনগুলিতেও

করার চেষ্টা করা হবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জানুয়ারি।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও পালিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস। উত্তর জেলার মূল অনুষ্ঠান হবে ধর্মনগর বিবিআই ময়দানে। জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানটি যাতে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই নিরিখে পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে তল্লাশি অভিযান। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে সীমান্ত এলাকায় নিরাপতা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। প্রজাতস্ত্র দিবসের প্রাককালে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ, প্রশাসন এবং বিএসএফ জওয়ানরা। শনিবার ধর্মনগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা রোড মার্চ করেন। নেতৃত্বে ছিলেন পানিসাগর সেক্টর হেড কোয়ার্টারের ডিআইজি রাজীব দোয়া। এছাডাও এদিন ধর্মনগর রেলস্টেশনে পুলিশ, জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা তল্লাশি চালান। স্টেশনে আসা সবক'টি ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকাকরণের সাফল্যের স্থাপনেই আত্ম সন্তুষ্টিতে ভোগেনি ত্রিপুরা সরকার। গোটা দেশের সামনে আরও এক নজির স্থাপন করে, টিকাকরণের আওতায় না আসা ১৮ বছরের নিচে ছেলেমেয়েদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব অসুস্থ কৈশোর প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন রোগ প্রাদুর্ভাব থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করা বা সংক্রমিত ব্যক্তিদের এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে দৈহিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্য সরকার মিশন মুডে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বয়সসীমার প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক এই রাজ্যের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে বিভিন্ন রাজ্যগুলিও। স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে পাহাড়, নদী, নালা অতিক্রম করে এমনকি ফসলের জমিতে পর্যন্ত গিয়ে মানুষকে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে এসেছে তা গোটা ভারতে এক উজ্জল দ্ষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্প্রতি ১৫ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের টিকাকরণের অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে ত্রিপুরায়। ১৯ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত মিশন মুডে রাজ্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগে, এই বয়সের ছেলেমেয়েদের বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির ফলে অধিকাংশ স্কুল নির্দিষ্ট বয়সের

ছেলেমেয়েদের টিকাকরণ সম্পন্ন করে নিয়েছে। এই টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বলা বাহল্য, করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উন্নত রাজ্যগুলি যখন হিমশিম খাচ্ছে ঠিক তখনই ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কমার দেবের দিশা নির্দেশে. সাফল্যের ইতিবাচক নজির রাখছে ত্রিপুরা সরকার। করোনার প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকাকরণে সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছিল ত্রিপুরা। টিকাকরণ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, সঠিক ব্যবস্থাপনা, সবেতেই সময়ের আগে উদ্যোগ নিয়েছিলো ত্রিপুরা সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র স্বাস্থ্য দফতরের ওপর দায়ভার ছেড়ে না দিয়ে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে সরজমিনে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে গোটা রাজ্য চমে বেরিয়েছেন, তারই ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা এই সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে। সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। রাজ্যে গড়ে উঠেছে বাইশটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট। যা কোভিড রোগীদের সহায়তার পাশাপাশি গতানগতিক চিকিৎসা পরিষেবাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ অক্সিজেন প্ল্যান্ট হতে চলেছে ত্রিপরায়। গত ১৬ জানয়ারি তথ্য অনুসারে করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সৃস্থ হয়েছিলেন ১৪৩ জন। এক্ষেত্রেও মিলেছে সাফল্য। করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ১৭ জানুয়ারি ৪৯২ জন। ক্রমান্বয়ে ২০ জানুয়ারি ৮৭২ জন সুস্থ হয়েছেন। এক কথায় কোভিড মোকাবিলায় রাজ্যের জন্য স্বস্তির খবর বলা চলে।

বিপজ্জনক অবস্থায় ঢ্রান্সফমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ দফতরের খামখেয়ালীপনায় দুভেণির শিকার এলাকাবাসী। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। ঘটনা খোয়াই মহকুমার মধ্যগনকি থাম পঞ্চায়েতের তাঁতি পাড়ায়। এলাকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারটি একপ্রকার বিপদজ্জনক অবস্থায়

দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎ পরিবাহীর তারগুলো এলোমেলো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। প্রতিদিন ট্রান্সফর্মারের আশপাশ দিয়ে বহু মানুষের আনাগোনায় যেকোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না দফতরের আধিকারিকরা বলে অভিমত এলাকাবাসীদের। এই বিষয় নিয়ে এলাকাবাসী দফতরের কাছে অভিযোগ জানালেও টনক নডেনি আধিকারিকের।ফলে একপ্রকার ক্ষোভ দেখা দেয় এলাকাবাসীর মধ্যে। বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্বহীন মনোভাব যে শুধু মধ্যগনকিতেই সীমাবদ্ধ তা নয় গোটা খোয়াই মহকুমা জুড়ে একই



অন্ধকারে গোটা খোয়াই বাদ পড়ছে

না খোয়াই জেলা হাসপাতালও।

মোমবাতি জ্বালিয়ে চিকিৎসা

করতে হয় হাসপাতালের জরুরি

বিভাগের চিকিৎসকদের বিদ্যুৎ

দফতরে ফোন করেও টিকির

নাগাল পাওয়া যায় না দফতরের

কর্মীদের। কেন না দফতরের

কর্তব্যরত কর্মীরা ফোনলাইন

ইচ্ছাকৃত ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বলে অভিযোগ। ফলে বহুবার জনতার কেলানিও খেয়েছেন কর্মীরা বলে অভিমত এলাকাবাসীর। এখন দেখার সংবাদ প্রকাশিত হবার পর দফতরের অবস্থা। এক পসলা বৃষ্টিতে আধিকারিকদের টনক নড়ে কিনা।

জল সেচের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ জানুয়ারি।। সেচের জলের অভাবে ধুঁকছে শতশত কৃষক। বিগত কয়েক বছর ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন ক্ষকরা। অথচ দটি এলআই প্রজেক্ট থাকার পরও বিকল হয়ে থাকায় সংশ্লিষ্ট দফতর সংস্কারের কাজে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না বলে অভিযোগ। জানা যায়, ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোহনভোগ আরডি ব্লক সংলগ্ন গোমতী নদীর পাশে দৃটি এলআই প্রজেক্ট রয়েছে। গত সাড়ে তিন বছর ধরে পাম হাউসগুলি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনো হেলদোল নেই। কিন্তু স্থানীয় কৃষকরা বহুবার মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও'কে বলার পরও



অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তার ফলে বর্গা কৃষক প্রান্তিক কৃষক-সহ অন্যান্য চাষিদের চলতি মরসুমেও ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। যদি সেচের জলে উত্তোলন করে সম্প্রচার করা যেত তাহলে শত শত কানি কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো। কৃষকদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব এলআই প্রজেক্টণ্ডলি সংস্কার করে যেন কৃষি জমিতে জল সম্প্রচার করে দেয়া হয়। এদিকে দফতরের এখনো মনোভাবের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে চাষিরা। বর্তমানে ভীষন সমস্যায় রয়েছে কৃষকরা তারা চাইছে সংশ্লিষ্ট দফতর যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে এ প্রজেক্টগুলি দ্রুত সংস্কার করে দেওয়া হোক।

রাতে ইমার্জেন্সিতে নেই চিকিৎসক!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ জানুয়ারি।। আবারও বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার রাতে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে গিয়ে দেখা যায় কোন চিকিৎসক সেখানে নেই। অন্যান্য দিনেও মাত্র একজন চিকিৎসককে দিয়ে রাতে মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ। অনেক সময় এক সাথে কয়েকজন রোগী হাসপাতালে আসেন। ওই সময় রোগীদের পরিষেবা দিতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যান চিকিৎসক। কখনও কখনও ইমার্জেন্সি বিভাগে চিকিৎসক না থাকার ফলে রোগীর পরিজনরা হইচই শুরু করে দেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেছে। রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে যে চিকিৎসক দায়িত্বে থাকেন তাকেই দিতলের রোগীদেরও পরিষেবা দিতে হয়। তাই বিভিন্ন সময় রোগীর পরিজনদের ডাকে কিংবা নার্সের ডাকে চিকিৎসককে ইমার্জেন্সি বিভাগে দ্বিতলে ছুটে যেতে হয়। এতে করে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন চিকিৎসক-সহ অন্যান্যরা। তাই দাবি উঠছে রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে যাতে একাধিক চিকিৎসক রাখা হয়। তা না হলে রাতের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি এড়ানো সম্ভব হবে না। এখন যারাই রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে পরিষেবা নিতে আসেন তাদেরকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। কারণ চিকিৎসক যদি দ্বিতলে থাকেন, তাহলে তাকে পুনরায় ডেকে নিচে নিয়ে আসতে হয়। এতে করে অনেকটা সময় চলে যায়। সংকটাপন্ন রোগীর পরিজনরা এই অপেক্ষা সহ্য করতে পারেন না বলেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে একজন গর্ভবতী

গাঁজা বিরোধী অভিযান

পরিজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

মহিলাকে দেখার জন্য কর্তব্যরত

চিকিৎসককে দ্বিতলে ছুটে যেতে

হয়। অথচ ওই সময় ইমার্জেনির

সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আরও

কয়েকজন রোগী। চিকিৎসককে

পুনরায় নিচে নামতে অনেকটা

সময় লেগে যায়। এ নিয়ে রোগীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর/ফটিকরায়, ২২ জানুয়ারি।। পুলিশের সক্রিয়তা সত্ত্বেও রাজ্যে নেশার কারবার যেমন বন্ধ হচ্ছে না, ঠিক তেমনি আনাচেকানাচে গড়ে উঠেছে গাঁজা বাগান। প্রতিদিন পুলিশ একের পর এক বাগান ধ্বংস করছে। তারপরও সবকিছু ধ্বংস হচ্ছে না। শনিবার ফের কল্যাণপুর থানার পুলিশ, টিএসআর বাহিনীকে সাথে নিয়ে লক্ষ্মণচন্দ্র পাড়ায় এবং ছনখলায় গাঁজা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করে। ১০০০'র বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। যার বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা হবে বলে প্রলিশের ধারণা। একইভাবে পেঁচারথল থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা মাছমারা, করইছডা এবং যামিনী পাড়ায় প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। টানা ৩ ঘন্টা ধরে দুটি প্লটে ২০০০ রও বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। দুটি ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভাডিও কনফারেন্সে খোঁজখবর



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার সকালে ভিডিও কনফারেসে অ্যাসপিরেশনেল জেলাগুলির জেলাশাসকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অ্যাসপিরেশনেল জেলার জেলাশাসকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাসপিরেশনেল জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে এই ভিডিও কনফারেন্সে অংশ

নেন। তাছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ, অ্যাসপিরেশনেল জেলার জেলাশাসকগণ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, মুখ্যসচিব, নীতি আয়োগের সিইও সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অ্যাসপিরেশনেল জেলাশাসকদের বলেন, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দ্র সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে কাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে মিশনমুডে সরকারের গৃহিত সমস্ত

পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই পরিকল্পনাগুলির সঠিক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।এতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী মানুষের সাথে সচিব জে কে সিনহা।

জেলাশাসকদের ও প্রশাসনের আধিকারিকদেরকে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অ্যাসপিরেশনেল জেলাগুলির উন্নয়ন কর্মসূচির নিয়মিত পর্যালোচনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান

ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান



দানকৃত রক্ত ব্লাড ব্যাক্ষে নিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদানের মত মহৎ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন রাজ্যের সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি যদি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশাস্ত রক্ত না দিতেন তাহলে সেই মর্ডান ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি। সাথে ছিলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ভাষণ রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, কোন মান্য রক্তদানের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাজ এবং সমাজিক দায়িত্ব যেমন পালন করছেন, ঠিক তেমনি তিনি নিজেরও উপকার করছেন। বিভিন্ন সময় দেখা যায়

গেলে দাতার শারীরিক সমস্যার বিষয়টি ধরা পড়ে। তখনই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্তদাতাকে সমস্যা চৌধবী। শনিবার আগবতলা সমস্যাব কথা তাবও অজানা থাকতো। তাই রক্তদান করার মধ্য দিয়ে রক্তদাতারা নিজেদেরও সাহায্য করছেন। মন্ত্রী বলেন, চাহিদার তলনায় রক্তের জোগান কম। তাই ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। তিনি মর্ডান ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও বলেন, আগামী ৩ মাস পর আবার যেন শিবির করা হয়। কারণ, একজন

সস্ত মান্য ৩ মাস পর পনরায় রক্ত দিতে পারেন। এদিন এলাকার অনেক মানুষ রক্তদান করেছেন। তাদের সকলকে উৎসাহিত করেছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, মর্ডান ক্লাব কর্তৃপক্ষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুচ্চ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিনের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য অতিথিরাও ভাষণ রাখতে গিয়ে রক্তদানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মর্ডান ক্লাব কর্তৃ পক্ষের আয়োজনের প্রশংসা করেন। এলাকাবাসীর মধ্যেও এদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

অফারের নামে প্রতারণার অ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জানুয়ারি।। উদয়পুর একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন ক্রেতারা। শহরের ওই শপিং মলে কেনাকাটায় ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। শনিবার রাতে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা ওই শপিং মলে ভীড় জমান। তারা কেনাকাটার পর জানতে পারেন ৭৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক কেনাকাটায়। এ নিয়ে শপিং মলের কর্মীদের সাথে ক্রেতাদের বাগবিতন্ডা হয়। অফারকে কেন্দ্র করে শপিং মলে মানুষের ভীড় বেশি ছিল বলে অভিযোগ। এখন যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে, সেই জায়গায় শপিং মলের ভীড় প্রশাসনিক নির্দেশকে অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন ক্রেতারা অভিযোগ করেন, শপিং মল কর্তৃপক্ষ ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার প্রচার করে ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়েছে। অর্থাৎ তারা ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। তবে গোটা বিষয় নিয়ে শপিং মল কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের সাথে কিছুই বলেননি।

নতুন আক্রান্ত ৯৫৪, মৃত্যু ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। করোনার মৃত্যু মিছিল কিছুতেই থামছে না। নতুন করে আরও চারজন সংক্রমিত মারা গেছেন। সোয়াব পরীক্ষা না বাড়লেও শনিবার আরও ৯৫৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।সংক্রমিত ব্যাপকভাবে বাড় লেও বাজারগুলিতে ভিড় কমছে না। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ৫৪৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৭৮২জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এদের মধ্যে ১০২জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। অ্যান্টিজেন টেস্টে ৮৫২জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৫৩০জন। শনিবার পশ্চিম জেলায় নতুন করে ৩৬৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এছাড়া দক্ষিণে ১৪০, উত্তর জেলায় ১১৬, ঊনকোটি জেলায় ১০৫, ধলাই জেলায় ৯৪, সিপাহিজলা জেলায় ৩৯, খোয়াই জেলায় ২৭ এবং গোমতী জেলায় ৬৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ১৯৬জনে। এখন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে ৮৬১জন মারা গেছেন। রাজ্যে শনাক্ত হওয়া করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি চলে গেছে। এদিন সকাল পর্যস্ত এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯৭ হাজার ৩৭৬ জনে। অন্যদিকে, দেশে আবারও ২৪ ঘণ্টায় ৩ লক্ষের উপর পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। নতুন করে ৪৮৮জন সংক্রমিত মারা গেছেন। যদিও আগের দিনের তুলনায় এদিন সংক্রমিত কিছুটা কম ছিল। তবে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৫০জনে। দেশে এই মুহূর্তে শনাক্ত হওয়া পজিটিভ রোগী রয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রয়েছে মহারাষ্ট্রে। দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যায় অনেক উপরের তালিকায় রয়েছে কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট। দেশ জুড়ে প্রবীণদের বুস্টার ডোজ এবং কিশোরদের টিকাকরণ চলার মধ্যেই পজিটিভ রোগীও বেড়ে চলেছে।

ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর কৃষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। গরু তাড়াতে গিয়ে রেলের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক প্রবীণ। এই ঘটনা মনুঘাট এলাকায়। গুরুতর অবস্থায় রক্তাক্ত অমর সরকার (৬০)-কে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তার অবস্থা সংকটজনক। জানা গেছে, মনুঘাট এলাকায় রেললাইনের পাশেই কৃষি জমি রয়েছে অমরের। তিনি রেল লাইনের পাশে গরু তাড়াতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়েন রাস্তার পাশে। সংকট অবস্থায় তাকে প্রথমে মনুঘাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমবাসার কুলাই হাসপাতালে। কিন্তু কুলাইয়ে তাকে রাখা হয়নি। চিকিৎসকরা কুলাই থেকে পাঠিয়ে দেন জিবিপি হাসপাতালে। জিবিতেই এখন গুরুতর জখম অবস্থায় অমরের চিকিৎসা চলছে।

মকায় সন্দেহ প্রাক্তন অধ্যক্ষের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। ম্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশের উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিজেপি বিধায়ক রেবতী মোহন দাস। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে টানা দ্বিতীয়দিন নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে পুলিশের বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন শাসকদলের এই বিধায়ক। তিনি পুলিশের কাজের উপরই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সাংবাদিকদের কাছে। পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, পুলিশ থাকা কিংবা না থাকা সমান কথা। তিনি নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেই এক নেশা দ্রব্য ব্যবসায়ীকে আটক করে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছে। শনিবার প্রতাপগড় এলাকায় বিধায়ক রেবতী মোহন দাস দলীয় কর্মীদের নিয়ে নেশা বিরোধী

অভিযানে নেমেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যার পর এদিনও তিনি এই অভিযানটি করেন। বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালান। নম্ভ করেন দেশি মদের বোতলও।পরবর্তী সময়ে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশামুক্ত ত্রিপুরা চাইছেন। আমরা এই কারণে প্রত্যেকদিন নেশা বিরুদ্ধে অভিযান করবো। নেশার জন্য কারোর জীবন যাতে নষ্ট না হয় তার দিকে খেয়াল রাখবো। কিন্তু প্রাক্তন অধ্যক্ষ একের পর এক মদের লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেননি। যাবতীয় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আওতায় থাকা পুলিশের উপর। তিনি বলেছেন, পুলিশ কেন নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করে না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এমন পুলিশ থাকা, না থাকা এক কথা হয়ে দাঁডিয়েছে। পুলিশ না বের হলেও আমরা নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাবো। নেশার ব্যবসা বন্ধ করবোই। তবে সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষের পুলিশের উপর বিশ্বাস হারানো নিয়ে বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। কারণ বিরোধীরা বারবারই অভিযোগ তুলছেন পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। দলদাস হয়ে গেছে পুলিশ। সমাজদ্রোহীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুলিশ তাদের হয়েই কাজ করে। বিরোধীদের অভিযোগ রীতিমতো সত্য বলে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন শাসকদলের এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা শহরতলারি এই বিধায়ক। দলের বিধায়কই যখন পুলিশের উপর বিশ্বাস করেন না তখন সাধারণ নাগরিকদের কি অবস্থা হবে তা এই ঘটনায় পরিষ্কার। সাধারণ নাগরিকরা থানায় গিয়ে কি ধরনের বিচার পাবেন তা যথারীতি সন্দেহের ব্যাপার। গোটা রাজ্য

জুড়ে নেশার ব্যবসা বেড়েছে। প্রভাবশালী নেতার মদতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজেই সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে বলছেন। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি পুলিশকে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে নিৰ্দেশ দেন তাহলে ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সব ধরনের নেশা কারবারিদের জালে তুলে নিতে পারবে পুলিশ। এমনটাই অভিমত অনেকেরই। কারণ নেশা ব্যবসায়ীদের টাকা দিয়েই থানাগুলির রোজগার চলে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকী প্রভাবশালী নেতারা সরাসরিভাবে এই নেশার সঙ্গে যুক্ত। রাজ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গাঁজার চাষ হয় মোহনপুর মহকুমায়। সোনামুড়া মহকুমায়ও রীতিমতো হার মানিয়ে মোহনপুর নিরাপদ গাঁজা ব্যবসার স্থান হয়ে দাঁডিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয়

মোহনপুরে গাঁজা চাষে এগিয়ে এসেছে কুমারঘাট, কৈলাসহর, সাব্রুম, সোনামুড়া থেকেও অনেক বেআইনি ব্যবসায়ী। মুখ্যমন্ত্ৰী চাইলে এই ব্যবসা রাতারাতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সবকিছুর মধ্যেই শহরতলির বিধায়ক রেবতী মোহন দাস যেভাবে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নিজেই নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছেন তা স্থানীয় অনেকেই প্রশ্ন করছেন। সবাই চাইছেন নেশার ব্যবসা বন্ধ হোক। পুলিশ যদি নিজে থেকে এই ব্যবসা বন্ধ করতে অভিযানে না নামেন তাহলে সাধারণ নাগরিকরাও হতাশ হয়ে পড়ছেন। নেশামুক্তির নামে নেতারা বহু ভালো কথা বললেও বাস্তবে গত কয়েক বছরে খোদ আগরতলা শহরও নেশায় ডুবে যাচ্ছে। রাজ্যে নেশামুক্তির নামে মদের লাইসেন্স বেশ কয়েকটি দেওয়া হয়েছে।

ভিটেমাটি ছেড়েও নিরাপত্তাহীন বহু

কৃষক পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

তেলিয়ামুডা, ২২ জানুয়ারি।। দীর্ঘ

মাস ধরে ভিটেমাটি ছেড়েও

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন

ক্ষককুল। ঘটনা তেলিয়ামুডা

থানাধীন ব্রহ্মছড়া এলাকায়। ঘটনার

বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া

ব্লকের অন্তর্গত ব্রহ্মছড়া এলাকার

একটা অংশ জুড়ে প্রায় ৫০টি কৃষক

পরিবার কৃষি করে তাদের পরিবার

প্রতিপালন-সহ জীবিকা নির্বাহ

করেন। কিন্তু ব্রহ্মছড়া এলাকার যে

স্থানটিতে কৃষক পরিবারগুলো

তাদের ফসল ফলায়, পূর্বে কোনো

এক সময় ওই স্থানটিতে ছিল

ঘনবসতি। উল্লেখ্য, আজ থেকে

প্রায় ২০ বছর পূর্বে রাজ্যে

উত্থপস্থিদের দ্বারা বিভিন্ন

নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত

হয়েছিল, ফলে রাজ্যের বহু মানুষ

ভিটেমাটি ছাডা হয়েছিল। যা

এখনও সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিত্বের

মুখে সেই ভয়ানক অতীত শোনা

যায়। তৎকালীন সময়ে

আদালতের জন্য জমি পরিদর্শনে বিচারপতি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম/বিশালগড়, २२ জানুয়ারি।। জম্পুইজলা মহকুমা আদালত গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়। পরিদর্শনকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, মহকুমাশাসক সঞ্জিত দেববর্মা-সহ প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা। শনিবার দুপুরে বিচারপতি চম্পকনগর-উদয়পর সডকের পাশে সাংক্যা তহশিলের অন্তর্গত ৫ একর জমি পরিদর্শন করেন। সেখানেই আদালত নির্মাণ উঠে, তাহলে বিশালগড় পর্যন্ত করার উপযুক্ত সুবিধা আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। ওই এলাকায়

আদালত নির্মিত হলে সব অংশের নাগরিকদেরই সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জম্পুইজলা কিংবা টাকারজলা থানার বিভিন্ন মামলার অভিযুক্তদের এখন বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করতে হয়। এক্ষেত্রে জম্পুইজলার রাস্তা দিয়ে অভিযুক্তদের বিশালগড় পর্যন্ত নিয়ে আসা খুবই ঝুঁকিপুর্ণ। সেই কারণেই বিভিন্ন সময় অনেক মামলার অভিযুক্তদের জম্পুইজলা কিংবা টাকারজলায় না রেখে বিশালগড় থানাতে রাখা হয়। সেখানে রেখে অনেক অভিযক্তকে জেরা ও করেন পুলিশ আধিকারিকরা। যদি জম্পুইজলায় এখন আদালত গড়ে অভিযক্তদের নিয়ে আসার প্রয়োজন পড়বে না।

কর্মশালার মধ্য

দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **সোনামুড়া, ২২ জানুয়ারি।।** জাতীয় কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভূমিকা তাদের অবদান সেইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে দিনের-পর-দিন মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে সেই সকল দৃষ্টিকোণ কে সামনে রেখেই সোনামুড়া জেলা কংথেসের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সোনামুড়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবির ২২ ও ২৩ জানুয়ারি চলবে। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে জেলা স্তরের ১২০ জন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে আসন্ধ বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সম্পর্কেও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আগামী দিনে দলীয় সংগঠন কে কিভাবে মজবুত করা যায় সে বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বিল্লাল মিয়া, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

র গরু পাচার ঘিরে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কমলাসাগর, ২২ জানুয়ারি।। দিনদুপুরে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুই পাচারকারী গরু নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। তবে শেষ পর্যন্ত গরুটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সেই সাথে আটক করা হয় দুই অভিযুক্তকে। ঘটনা মধুপুর থানাধীন কৈয়াঢেপা তালতলা এলাকায়। এই ঘটনার পর পুনরায় বিএসএফ'র ভূমিকা নিয়ে নাগরিকদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিন দুপুরে তালতলার আনোয়ার হোসেন তার দুটি গরু জমিতে নিয়ে যান। পরবর্তী সময় আনোয়ার হোসেন গরু দুটিকে জমিতে রেখেই বাড়ি চলে আসেন। কিন্তু কিছু সময় পর তিনি পুনরায় জমিতে গিয়ে দেখেন একটি গরু উধাও। এদিক-ওদিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও গরুটির হদিশ মেলেনি। পরবর্তী সময়



আনোয়ার হোসেনের কাছে জয়দুল হোসেন নামে এক যুবক ফোন করেন। ফোনে বলা হয় ১৩২ নং গেটের ওপারে গরুটিকে দেখা গেছে। এরপরই শুরু হয়ে যায় চিরুনী তল্লাশি। তল্লাশির পর পুরো ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়। তারা জানতে পারেন রাজীব দেব এবং উজ্জ্বল হোসেন নামে

তার যেভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে

তাতে যে কোন সময় দৰ্ঘটনা ঘটতে

পারে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী তার

অপেক্ষাকত অনেক নিচ দিয়ে

লাগানো হয়। এলাকাটি খুবই

ঘনবসতিপূর্ণ। অনেকেই জানিয়েছেন,

বিদ্যুৎ পরিবাহী তার একেবারে ঘরের

উপরেই ঝুলছে। তাই স্থানীয়রা খুবই

আতঙ্কে আছেন। তারা আশঙ্কা

করছেন কখনও যদি দুর্ঘটনা ঘটে

তাহলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে।

এমনিতেই ওই এলাকায় কাজ করতে

গিয়ে একজন বিদ্যুৎকর্মীরও মৃত্যু

উদ্ধার নাবালিকা

আটক অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নাবালিকাকে নিয়ে তারা উদয়পুর

দুই যুবক গরুটি চুরি করে ওপারে নিয়ে যায়। গরুর মালিক আনোয়ার হোসেন ঘটনা নিয়ে এলাকার মাতব্বরদের দ্বারস্থ হন। পরে তিনি মধুপুর থানায় গিয়ে দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘটনাটিকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। কিভাবে ওপার থেকে

হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন আরও

একজন। তাই দীর্ঘদিন ধরে

এলাকাবাসী দাবি জানিয়ে আসছেন

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী

তার যেন আরও উপরে উঠিয়ে

নেওয়া হয়। তা না হলে নিগম

কর্তৃপক্ষ বিকল্প কোন ব্যবস্থা করুক।

বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের কারণে

অনেকে ইচ্ছা থাকলেও বিল্ডিং-এর

উচ্চতা বৃদ্ধি করতে পারছেন না। তাই

এলাকাবাসী নিগম কর্তু পক্ষের

উদ্দেশে আর্জি জানিয়েছেন তাদের

সমস্যার সমাধান যেন দ্রুত করা হয়।

চলে আসেন। নাবালিকাকে

মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য

হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর

অভিযুক্তকে রাখা হয় আরকেপুর

মহিলা থানায়। অভিযুক্তেরও

মেডিক্যাল পরীক্ষার পর রবিবার

উদয়পুর আদালতে পেশ করা

হবে বলে মহকুমা পুলিশ

আধিকারিক জানিয়েছেন।

বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

গরুটিকে এপাড়ে নিয়ে আসা যায় তারও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী গরু পাচারকারীদের যন্ত্রণায় তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত দু'জনকে হাতেনাতে আটক করলেও তাদের

এখন সেটাই দেখার। শক্তি বৃদ্ধিতে

নজর তিপ্রা মথার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যে

বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পালাবদল শুরু হয়ে গেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে এডিসি এলাকায় তিপ্রা মথা ক্ষমতা দখল করার পর ধীরে ধীরে এডিসি এলাকাগুলিতে সিপিআইএম ও বিজেপি ত্যাগ করে মানুষজন তিপ্রা মথায় যোগদান করছে। মোহনভোগ আরডি ব্লকের অন্তর্গত দশর্থবাড়ি এডিসি ভিলেজের কলাখেত এলাকায় ৩০ পরিবারের ১৬৪ জন ভোটার সিপিআইএম ও বিজেপি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগদান করেছে বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। এদিনের যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক অমিয় নোয়াতিয়া, চড়িলাম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বিচিং দেববর্মা-সহ দলত্যাগীরা অন্যান্যরা। জানিয়েছেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রা মথাকে শক্তিশালী দলে পরিণত করবে। মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই দলে যোগদান করেছেন বলে এক ষাটোর্ধ প্রবীণ ব্যক্তি জানিয়েছেন।

তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়া এলাকার

একটা অংশে প্রায় ৫০টি কৃষক পরিবার তাদের ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল। যদিও তাদের মধ্য থেকে একটা অংশ অন্যত্র বাসস্থানের জন্য জায়গা ক্রয় করে স্থায়ী বসত বানাতে সার্থক হলেও কিন্তু বর্তমানে ওই কৃষক পরিবারগুলির একটা অংশ সরকারি ফরেস্ট রিজার্ভের জায়গায় বসবাস করছে বলে জানান ভিটেমাটি ছাড়া হওয়া এক কৃষক। বর্তমানে ব্রহ্মছড়ার ওই এলাকা থেকে ছেডে আসা বসতবাডির স্থানগুলোতে তারা কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু তাতেও নেই নিরাপত্তা, এমনটাই অভিযোগ ওই কৃষকদের। এলাকার একাংশ কৃষকরা অভিযোগ করে জানায় যে দীর্ঘ বছর পূর্বে ব্রহ্মছড়ার ওই এলাকাটিতে এলাকাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে একটি টিএসআর ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু মাস পূর্বে ওই টিএসআর ক্যাম্পটি আচমকা উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে তাদের অভিযোগ। জানা যায়, কৃষকরা দিনের বেলায় তাদের কৃষিক্ষেতে কাজ করে সন্ধ্যা নামতেই বাড়ি ফিরে যায়। আর রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা কৃষকদের কৃষিজ ক্ষেতের গাছগুলোকে নষ্ট করে দেয়। এলাকার কৃষকদেরকে একটাই দাবি যাতে অতিদ্ৰুত এলাকায় পুনরায় আবার ওই টিএসআর ক্যাম্পটি বসানো হয়। কৃষকরা আরো জানায় যদি পুনরায় ওই ক্যাম্পটি বসানো হয় তাহলে ভিটেমাটি ছাড়া হওয়া কৃষক পরিবারগুলো আবারো তাদের বাড়িতে ফিরে আসতে সাহস পাবে। এখন এটাই দেখার বিষয় আদৌ প্রশাসন এই অসহায় ক্ষকদের কথা চিন্তা করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা।

মারধর, দোকান

দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় আবারও নিরাপতা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁডিয়েছে। নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও যেভাবে একের পর এক হামলা, হুজ্জতির ঘটনা ঘটছে তাতে নাগরিকরা উদ্বিগ্ন। জানা গেছে, রাজনৈতিক কারণেই ওই ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙচুর করা হয়। ঘটনা শুক্রবার রাতে উদয়পর খিলপাডা এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর নাম শাহিন উদ্দিন। তার অভিযোগ. প্রতিবেশী হারুন মিয়া চৌধুরী এবং তার ভাই রোমান মিয়া চৌধুরী এই ঘটনার সাথে জড়িত। শাহিন উদ্দিন জানান, দুই ভাইয়ের সাথে তার

চড়িলাম, ২২ জানুয়ারি।। রাস্তায়

গড়াগড়ি খাচ্ছে পরিবহণ দফতরের

বিভিন্ন নথিপত্র। শনিবার সন্ধ্যায়

সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার

অফিস সংলগ্ন ননজলা এলাকায়

জাতীয় সডকের উপর প্রচর সংখ্যক

নথিপত্র পড়ে থাকতে দেখেন

স্থানীয়রা। কয়েকজন কৌতৃহলী

যুবক নথিপত্ৰগুলি হাতে নিয়ে

দেখেন সেগুলিতে পরিবহণ

দফতরের নাম লেখা আছে।

সেগুলি মূলত রুট পারমিটের জন্য

জমা দেওয়া আবেদনপত্র। প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তখনই কোন একটি বিষয় নিয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। খবর

উদয় পর. ২২ জান্যারি।। দু'পক্ষের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরবর্তী পেয়ে ব্যবসায়ী শাহিন উদ্দিন ব্যবসায়ীকে মারধর এবং তার সময় দুই ভাই মিলে শাহিন দোকানে ছুটে আসেন। তবে উদ্দিনকে বেধড়কভাবে পেটায়। ততক্ষণে তার দোকান চুরমার করে



পরে তিনি যখন দোকান গুছিয়ে বাডি চলে যান এরপর দৃষ্কতিরা তার আগের কোন ঝামেলা নেই। দোকানে চড়াও হয়। খিলপাড়া অভিযোগ দায়ের করেন। পলিশ শুক্রবার বিকেলে দোকানের বাজার সংলগ্ন দোকানটি ভেঙে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে এবং তদন্ত সামনে তাদের সাথে রাজনৈতিক - চরমার করে দেয় অভিযক্তরা। - করে যায়। এই ঘটনায় আবারও | হয়েছে।পলিশকেও এই ভীড সামাল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। দোকানের সব সামগ্রীও ছড়িয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দিতে গিয়ে কিছুটা চাপে পড়তে হয়।

রবহণ দফতরের বিভিন্ন নথি উদ্ধার

এভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আইনসঙ্গত নয়। অপ্রয়োজনীয়

দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘটনা জানিয়ে আরকেপুর থানায়

লোক আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

বিশালগড়, ২২ জানুয়ারি।। আবারও

বিদ্যৎ নিগমের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ

জানালেন সাধারণ নাগরিকরা।

গোলাঘাঁটি বিধানসভা কেন্দ্রের

কাঞ্চনমালা কর চৌমুহনি সংলগ্ন

বাজার পাড়া এলাকার উপর দিয়ে

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী

তার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। তখনই

এলাকার মানুষ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন

বিদ্যুৎ পরিবাহী তার নিয়ে কিছুটা

উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ,

তারা দেখেছিলেন বিদ্যুৎ পরিবাহী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জানুয়ারি।। শনিবার গোটা রাজ্যে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মহালোক আদালত। এদিন খোয়াইয়েও মহালোক আদালত বসে। বিভিন্ন ধরনের মামলার পাহাড কমানোর লক্ষ্যে মহালোক আদালত বসানো হয়েছিল। খোয়াইয়ে দেখা যায় কয়েক হাজার মানুষ এদিন লোক আদালতে আসেন। একটি সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ মামলা নিষ্পত্তির জন্য জড়ো হয়েছিলেন। আদালতে আসা মানুষের ভীড় রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। পুরো রাস্তা জুড়ে মানুষ দুই সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। সামাজিক দুরত্ব মানার কারণেই লাইন আরও বড

উদয়পুর, ২২ জানুয়ারি।। অবশেষে ৮ দিনের মাথায় অপহ্নতা নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তকেও আটক করা হয়। গত ১৫ জানুয়ারি উদয়পুর মহকুমার হীরাপুর থেকে ১৭ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ছাত্রীকে গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে অপহরণ করা হয় বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল তার মা-বাবা। আগরতলার জিবি এলাকার বাসিন্দা জামসেদ আলম ওই ছাত্রীকে পরবর্তী সময় চেন্নাই নিয়ে যায়। উদয়পুর মহিলা থানায় তার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পডলো? সেগুলী ইচ্ছাক্তভাবেই ফেলে দেওয়া কোনভাবেই করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩ সিপাহিজলা জেলার জেলা ধারায় মামলা রুজু করা হয়। পুলিশ পরিবহণ দফতরের সেই সব তদন্তে নেমে ওই নাবালিকাকে নথিপত্রগুলো রাস্তায় উদ্ধার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। মহকুমা হওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ পুলিশ আধিকারিকের কাছে লুকিয়ে আছে বলে মনে করা গোপন সূত্রে খবর এসেছিল যে, হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ ওই নাবালিকাকে নিয়ে জামসেদ করছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি আলম চেন্নাই থেকে বিমানে করে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে করা হয়েছে। যাতে করে

আসছে। সেই খবরের

পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার উদয়পুর

মহিলা থানার ওসি আলপনা

সরকারকে সাথে নিয়ে মহকুমা

পুলিশ আধিকারিক আগরতলা

বিমানবন্দরে আসেন। সেখান

বর্মণের এই সফর। এর আগে

CORRIGENDUM

Please read "End date of e-bidding as 27/01/2022 upto 3.00pm" instead of " End date of bidding on 11/01/2022 " and "Time and date of opening of tender on 28/01/2022 at 1.00pm" instead of 12/01/2022, 1.00p.m. All other terms & condition will remain same as original PNIT NO:- 25/AGRI/EE(WEST)/ 2021-22 dated 21/12/2021. Sd/- Illegible

ICA-C-3464-22

(Er. Nikhil Roy) Executive Engineer (West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala

"SHORT NOTICE INVITING QUOTATION"

Sealed quotations are invited by the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafide manufacturers/authorized distributors or suppliers), for supply of some medicines, IGM Hospital, Agartala. Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 27/01/2022 upto 4.30 P.M. and last date of bid submission is 28/01/2022 upto 4.30 P.M. & quotation will be opened on 29/01/2022 at 1.30 P.M. or on next working day at 12 noon, if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session. Sd/- Illegible

Medical Superintendent ICA-C-3466-22 IGM Hospital, Agartala.

থেকেই জামসেদ আলম এবং জাতীয় সড়কে এসে কিভাবে সরকারি নথিপত্র এভাবে রাস্তায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নষ্ট থেকেই জানা আছে।

কল্যাণপুর, ২২ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে তারা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। দলের দায়িত্বও পালন করেছেন দীর্ঘদিন। এখনও দু'জন জনপ্রতিনিধি। তবে যে দলের টিকিটে তারা গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, সেই দলের সাথে এখন দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের লক্ষ্য কি হবে তা স্থির করতেই বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা এখন গোটা রাজ্য চযে বেড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন না কেন তাদের অনুগামী এবং সমর্থকদেরও এতে সমর্থন প্রয়োজন।শনিবার দুই বিধায়ক কল্যাণপুরে পূর্বতন সহযোগি কার্তিক দেবনাথের বাড়িতে আসেন। সাথে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্যও।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সকাল থেকে কার্তিক দেবনাথের কার্তিক দেবনাথের বাড়িতে এসে কি হতে পারে তা নিয়েও এলাকা থেকে সুদীপ রায় বর্মণের উৎসাহী সমর্থকরা ভীড় জমাতে যায়। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আগামী দিনে রাজ্যের পরিস্থিতি আছে তা যাচাই করতেই সুদীপ

উঠছে, পরিবহণ দফতরের নথিপত্র নাকি চুরি করে আনা হয়েছিল? নথিপত্র সরকারি দফত রের

খোঁজখবর নেন। পরবতী সময় উপস্থিত অনুগামী এবং সমর্থকদের থাকেন। জাতি -উ পজাতি সব সাথে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি

বাড়িতে খোয়াই জেলার বিভিন্ন সবার স্বাভাবিক জীবন ধারার আলোচনা হয় বলে খবর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কল্যাণপুরের মাটিতে নিজের অংশের মানুষের উপস্থিতি দেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমর্থনের ভীত কতটা মজবুত

আবেদনপত্ৰ জমা দেওয়া নিয়ে

কোন ঝামেলা হলে অফিস কর্তৃপক্ষ

জানিয়ে দেবেন কোন আবেদনই

তাদের কাছে জমা পড়েনি! কারণ,

পারমিট প্রদান নিয়ে কি ধরনের

কারসাজি হয় তা রাজ্যবাসীর আগে



তিনি ধলাই, উত্তর এবং ঊনকোটি জেলা সফর করেছেন। সেখানেও ধাপে ধাপে অনুগামী এবং সমর্থকদের সাথে বৈঠক করেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সুদীপ রায় বর্মণ বিজেপি'র টিকিটে লড়াই করবেন না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তিনি কোন দলে যোগ দেবেন তা এখনও সরাসরি বলেননি। এদিনও তিনি কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুই বলতে চাননি সংবাদমাধ্যমের কাছে। এতটুকুই বলেছেন, ওই এলাকার অনুগামীরা অনেকদিন ধরেই আসার জন্য বলছিলেন। তাই তিনি সবার খোঁজখবর নিতে এসেছেন। যারা দীর্ঘদিন একসাথে লড়াই করেছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে।

Press Notice Inviting Auction No. 02/EE-V/AGT/PWD(R&B)/2021-22

Dated 19.01.2022

Memo No. F.TECH-4/Pt-X/EE-V/2021-22/ 9092-9156

Dated Act the 19th Jan 2022

No.V,PWD(R&B) , Agartala , Tripura(w). [2nd call]		iviei	110 NO.F. 1ECH-4/Ft-X/EE-V/2021-22/ 9092-913	D	ated. Agt. the 19"	Jan, 2022
bearing Registration no. TR01-1139(Maruti Gypsy, MG-410W) belonging to the office of the Executive Engineer, Division No.V,PWD(R&B), Agartala, Tripura(w). [2nd call]			Name of the Work	Reserve Price	Earnest Money	Time
	-	1	bearing Registration no. TR01-1139(Maruti Gypsy, MG-410W) belonging to the office of the Executive Engineer, Division No.V,PWD(R&B), Agartala, Tripura(w). [2nd	Rs. 20,800/-	Rs. 2080/-	15 (Fifteen) days

Tender forms can be had on or after 21.01.2022 from the office of the Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, Tripura on payment of Rs.500/- (Rupees One hundred fifty) only in cash (Non-Refundable) on any working days during office hours upto 04.02.2022. Important Dated:

- Issue of Tender Form: From 21.01.2022 to 04.02.22
- Date of Receipt of application for issue of tender Form: From 19.01.2022 to 02.02.2022
- Last Date of Dropping of Tender: 08.02.2022 up to 3.00 PM • Opening of Tender: 08.02.2022 at 3.30 PM (if Possible)

For details please contact to the Office of the 0/0 Executive Engineer, Agartala Division- V, PWD (R&B), Agartala.

For and an behalf of the Governor of Tripura.

Sd/- Illegible (Er. S.K. Nath) **Executive Engineer** Agartala Division No.V, PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

ICA-C-3452/22

বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ নতুন সংগঠনের আজ সূচনা

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ হিসাবে নতুন একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হতে চলেছে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সূভাষ চন্দ্র বসু'র জন্মদিনেই আগরতলা প্রেস ক্লাবে বেলা সাড়ে বারোটায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভাষায় করা, বাঙালি রেজিমেন্ট নতুন সংগঠনের ঘোষণা করবেন অধিষ্ঠাতা নির্মল রুদ্রপাল। মূলত বৰ্তমান প্ৰেক্ষিতে ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই জনজাগরণ মঞ্চ জনতার মতামতকে নিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ময়দানমুখী থাকবে। ভারত মায়ের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষ নির্মল রুদ্রপালরা ময়দানে চন্দ্র বসুকে ভারতরত্ব উপাধি থাকছেন। বিভিন্ন সময় বাঙালিদের দেওয়া, ১৯৮০ এবং ২০০০'র অস্তিত্ব রক্ষা করার বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কোনও সময়

ডিসেম্বরের গণহত্যার ঘটনায় সৃষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। বৈরী আক্রমণের কারণে যারা ভিটেমাটি ছাড়া তাদেরকে উদ্বাস্ত হিসেবে পুনর্বাসন দেওয়া ও ভূমির ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির পরীক্ষা বাংলা গঠন করা, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে বাংলা ভাষা ঘোষণার ব্যবস্থা করা, উত্তর-পূর্বে বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষায় ত্রিপুরা এবং অসমের বরাক উপত্যাকাকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গ রাজ্য করা ইত্যাদি দাবিতে এবার সময়ে বা কল্যাণপুরের ১২ নিয়েই বিভিন্ন সংগঠন প্রচার বাংলা ভাষাবাসীর মানুষরা তাদের

করছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বাঙালিদের যেসব বিষয়গুলো প্রায় পাথরচাপা সেগুলোকে নিয়ে এই সংগঠন হয়তো আগামীদিনে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সর্বভারতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে এই সংগঠন আন্দোলন তেজি করতে চায়। তাছাড়া মানুষের বিভিন্ন ইস্যুগুলো নিয়ে তারা এবার সরব হবে এই সংগঠনটি। আগরতলা রেলস্টেশনে বাংলা ভাষায় ঘোষণা না দেওয়ার বিষয়টি বহুকাল ধরেই চর্চিত বিষয়। সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা করার বিষয়টিও সমান

থাকলেও তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক কারণেই হোক কিংবা অন্যান্য কারণেই হোক সেই অর্থে কোন সংগঠন ইস্যু করে ময়দানে থাকতে চাইছে না। বাঙালিদের বিষয়গুলো নিয়ে এবার এই সংগঠন আন্দোলন তেজি করবে। আগরতলা রেলস্টেশন-সহ বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও কার্যত তা যেন পাথর চাপা পড়ে যাচ্ছে। আগরতলা রেলস্টেশনে বাংলা ভাষা ঘোষণার দাবি আমরা বাঙালি সংগঠনও বিভিন্ন সময় উত্থাপন করেছে। এবার নতুন এই সংগঠনটি বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার বিষয় নিয়ে উপেক্ষিতই থাকছে।

কিন্ধ রাজনৈতিক কারণে যারা বাঙালিদের দাবিকে উপেক্ষিত করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে ভোট পরিস্থিতিই অধিক গুরুত্ব পায়। কয়েকদিন আগে আগরতলায় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তির কাছে নতজানু হয়ে ক্ষেত্রে আগরতলা রেলস্টেশনের আমরা বাঙালি ব্যতিত অন্যান্য রাজনৈতিক দল কোনওদিন করতে পারেনি। আবার বাঙালি আবেগ নিয়ে কেউ কেউ প্রকৃত দাবিগুলো

'একা মোদির পক্ষে দেশ বদলানো অসম্ভব', দাবি

শিলচর, ২২ জানুয়ারি।। দেশকে হয়ে উঠছে। পড়াশোনা শেষ করে তিনি একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু তিনি একা কী করবেন ? দিনের শেষে তো তিনি একা। একজন মোদির পক্ষে গোটা দেশকে বদলানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন তাঁরই মতো আরও কয়েকজন আইকনকে। তাহলেই ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিলচবর অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিমন্ত ছিলেন প্রধান অতিথি। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''একজন মোদির পক্ষে দেশকে পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়। তাঁর মতো আরও অনেককে প্রয়োজন।" দেশকে সেরা বানাতে বেশ কয়েকজন মোদি প্রয়োজন. একথা বলার পাশাপাশি তিনি সমালোচনা করেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার। তাঁর মতে, স্বাধীনতার এত বছর পরও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরোদস্তর প্রভাব রয়েছে পশ্চিমি সংস্কৃতির। এর ফলে পড়ুয়ারাও স্বার্থপর হয়ে উঠছে। এবিষয়ে ঠিক কী বলেছেন



সমীক্ষায় বিশ্বে জনপ্রিয়তম নেতা নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।। বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নরেন্দ্র মোদিই।

ভারতের প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ মোদিকেই সমর্থন করেন বলে একটি সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে। সমীক্ষাটি চালিয়েছে আমেরিকা ভিত্তিক গ্লোবাল লিডার অ্যাপ্রুভাল ট্র্যাকার মর্নিং কনসাল্ট। রিসার্চ টিমের সার্ভে অনুযায়ী, বিশ্বের ১৩ জন নেতার মধ্যে মোদি ৭১ শতাংশের সমর্থনে একেবারে শীর্ষে রয়েছেন। তারপরেই ৬৬ শতাংশের সমর্থনে রয়েছেন মেক্সিকোর অ্যান্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর। ৬০ শতাংশের সমর্থনে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইতালির মারিও দ্রাঘি। ৪৮ শতাংশের চতুর্থ স্থানে জাপানের ফুমিও কিশিদা। সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে অপছন্দ করেন ২১ শতাংশ মানুষ। যা ১৩ জনের মধ্যে সব থেকে কম। ২০২০-র ২ মে ৮৪ শতাংশের পছন্দের তালিকায় ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সেই সময় ভারত-সহ সারা পৃথিবীতেই করোনা সবে তার খেলা দেখাতে শুরু করেছে। প্রায় একবছর পরে ২০২১-এর ৭ মে মোদির রেটিং কমে ৬৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় অবশ্য সারা দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ত্রস্ত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কানাডার জাস্টিন ট্রডো উভয়েই ৪৩ শতাংশের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বাইডেন রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে এবং ট্রুডো রয়েছেন সপ্তম স্থানে। ২৬ শতাংশের সমর্থনে সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছেন পার্টিগেট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের রেটিং তার কার্যকালের মধ্যেই কমে গিয়েছে। তিনি যে মাসে প্রেসিডেন্টের পদে বসেন, সেই সময় তার রেটিং ছিল ৫০ শতাংশ। তবে তারপরে গত আগস্টের মধ্যভাগ থেকে তাঁর রেটিং কমেছে, কেননা দেশে করোনায় মৃত্যু দিনের পর দিন বেড়েছে। পাশাপাশি আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের কারণও তাঁর রেটিং কমার পিছনে রয়েছে বলে মনে করছে সমীক্ষাকারী সংস্থা।

কংগ্ৰেসে অস্বত্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিজেপি-তৃণমূল কিংবা অন্যান্য আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। সুমন লস্কর। প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। বীরজিৎ সিন্হা পিসিসি সভাপতি হওয়ার পর কংগ্রেস ভবনের বৈঠকে তার উপর 'আক্রমণ' হয়েছে বলেও অভিযোগ। যদিও তিনি মার খেয়ে। বিষয়টি লোকলজ্জার ভয়ে কারোর কাছে কিছু বলেননি। কংগ্রেস ভবনে ধুন্ধুমার কাণ্ডের ঘটনার পর আর কংগ্রেস ভবনের কোনও কর্মসূচিতেই তাকে দেখা যায়নি। তিনি কোন পদে আছেন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। আবার কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাকে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে বীরজিৎ সিন্হা কংগ্রেসকে আগলে ধরে রাখলেও যারা কংগ্রেস ছেডে বিভিন্ন দলে চলে গেছে তাদের নিয়েও জোর চর্চা চলছে। কখন কে কংগ্রেসে ফিরে আসে তা হয়তো সময়েই জানা যাবে। তবে বীরজিৎ সিন্হা জানিয়েছেন, কংগ্রেসের দরজা খোলা। সকলেই আসতে পারেন। বীরজিৎ সিন্হা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কংগ্রেস নেতা বানায় আর অন্য দল নিয়ে যায়। বর্তমান শাসকদলের অনেকেই এমনকী মন্ত্রীদের অনেকেই কংগ্রেসের জন্যই মানুষ চিনতে পেরেছে। এই বিষয়গুলো তুলে ধরে বীরজিৎ সিন্হা যখন শাসকদলের দিকে আঙুল তুলে বরাবরই সরব, তখন সুমন লক্ষর দলের সুপ্রিমো সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখে আগ বাড়িয়ে অনেক কিছু लिएখছেন বলে কোনও কোনও মহল মনে করছে। আবার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি পীযৃষ কান্তি বিশ্বাস-সহ অনেকের কংগ্রেস ত্যাগের কারণ জানিয়ে সুমন লস্করের চিঠি ফাঁস হয়ে গেছে। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন,

পার্টি কিছুই করতে পারবে না। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার সাথে কংগ্রেসের আঁতাত, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তাপস দে, তেজেন দাস, পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যদের ফিরিয়ে আনা, নতুন মুখকে সামনে আনা, বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন সুমন লস্কর। টিডিএফ'র কেউই এই মুহূর্তে কংগ্রেসে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে কিসের ভিত্তিতে সুমন লস্করের এই চিঠি ? আবার বীরজিৎ সিন্হাদের ডিঙিয়ে এই ধরনের চিঠি প্রদান করার বিষয়টি কংথেসের অভ্যন্তরেই জোর চর্চা চলছে। কোনও কোনও মহল মনে করছে, বর্তমান কংগ্রেসের হাল ধরার মতো বীরজিৎ সিনহার শক্তি নেই তা সুমন লক্ষর বুঝাতেই দলের সুপ্রিমোকে চিঠি লিখলেন। যদিও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এখনও যে গোষ্ঠী কোন্দল ও লবিবাজি জোরদার আছে তা এই চিঠিও প্রমাণ করে। পিসিসি সভাপতিকে ডিঙিয়ে এআইসিসি-কে অবগত করার কংথেসে পুরোনো সংস্কৃতি এখনও জিইয়ে আছে। রাজনৈতিকমহল মনে করছে, এই ধরনের চিঠি দেওয়ার বিষয়টি কোনওভাবেই কংগ্রেসের শক্তি বাড়ানো নয়, উল্টো একাংশ নেতৃত্বের মধ্যে বিভাজন, ফাটল ধরিয়ে কংগ্রেস বিরোধী শিবিরকে সুযোগ করে দেওয়া। এটা ঘটনাও বটে, বর্তমান সময়ে কংথেসের মধ্যে বীরজিৎ সিন্হাকে হালকা করার জন্য কৌশল নেওয়া হয়েছে। আর তাতে করেই বীরজিৎ বিরোধী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাই কংখেস ঘুরে দাঁড়াবে। তাতে নতুন নতুন কৌশল নিয়ে

আমবাসায় প্রকট অসামঞ্জস্য

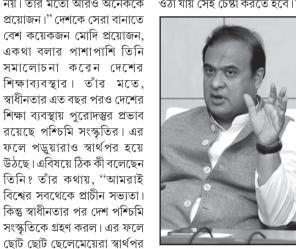


প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কম আসন সংখ্যা বিশিষ্ট কনফারেন্স আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। হলে গত বুধবার তিন শতাধিক কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে এই লোক নিয়ে সাংগঠনিক কর্মসূচি রাজ্যের সর্বত্র দিনের আলোর মত সম্পন্ন করেছে একটি সংগঠন। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসামঞ্জস্য। ধলাই যদিও এই সংগঠন শাসকদলের জেলা সদর আমবাসায় এই একান্ত অনুগত নাম ভারতীয় অসামঞ্জস্য একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকট। এখানে প্রশাসন একদিকে পথ চলতি সাধারণ মানুষের মুখে মাস্ক না থাকলেই জোরপূর্বক সংগঠনটির নেতৃবৃদ্দের দাবি কোভিড টেস্ট করায় কিন্তু টেস্টের ধর্মনগর থেকে সাক্রম অবধি গোটা সেই পজিটিভ ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, নিভূতবাসে আছে কিনা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সেই খবর আর রাখে না। এমনকী পজিটিভ ব্যক্তি নিয়মিত হাটবাজার সংগঠন মন্ত্রী অভিষেক কুমার ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে গেলেও আনন্দ, দিগন্ধর প্রসাদ'র মতো প্রশাসন বেখবর। আবার অপরদিকে হেভিওয়েট নেতৃবৃন্দরা। ছিলেন করোনা কারফিউর নাম করে সন্ধ্যা সাতটা বাজা মাত্র যে পুলিশ অর্থাৎ অতিথি এবং সদস্য মারমুখী হয়ে ফুটপাথ ব্যবসায়ী, পঞ্জীকরণে আসা যুবক-যুবতি অটোচালক, টমটম চালক সহ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে লোকের অংশগ্রহণে সভা হল লাঠিপেটা করে ঘরে ঢোকায়, সেই পঞ্চায়েতীরাজ ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশই আড়াইশত আসনের হল ঘরে তিনশত মানুষের জমায়েতকে ২৫০ থেকেও কম। যেখানে রাজ্য নিরাপত্তা প্রদান করে। এমনই এক সরকারের গাইডলাইন মোতাবেক চরম অসামঞ্জস্যের ছবি ধরা পড়েছে কোন হলসভায় উপস্থিতির সংখ্যা আমবাসার পঞ্চায়েতী রাজ ট্রেনিং সর্বোচ্চ হলের ধারণ ক্ষমতার এক সেন্টারে। যেখানে ২৫০ অপেক্ষা তৃতীয়াংশ হবে।কিন্তু রেলওয়ের এই

শ্রমিক সংগঠনটি হলের ধারণ ক্ষমতার ১৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে সভা করল প্রশাসনের নাকের ডগায়। কিন্তু প্রশাসন নির্বাক। জানা গেছে, আমবাসার এক নব্য কোকিল ছিল আর এক দর্নীতিগ্রস্থ প্যাক্স ম্যানেজার হচ্ছে রেলওয়ে গুডস গুদাম শ্রমিক সংঘ। গত বুধবার ছিল সংগঠনটির ওই কর্মসূচির হর্তা-কর্তা। যদিও কোন সম্পর্কের জেরে এরা রাজ্যস্তরীয় সদস্য পঞ্জীকরণ শিবির। রেলের শ্রমিক সংগঠনের এতবড দায়িত্বে তা কারো বোধগম্য হয়নি ফলাফলে পজিটিভ পাওয়ার পর রাজ্য থেকে তিন শতাধিক আর হওয়ার কথাও নয়। তবে যুবক-যুবতি অংশগ্রহণ করে। এই প্রশাসনের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ এখন আমবাসা জুড়ে জাতীয় প্রভারী মনোজ কমার. বিষয়বস্তু। আলোচনার পাশাপাশি এটা আলোচিত হচ্ছে যে. এই সভা যদি সরকার বিরোধী কোনও সংগঠনের হতো তবে রাজ্য ও জেলাস্তরের নেতারাও। পুলিশ কয়টা সুয়োমুটো মামলা ক ত জন কে টেনে-হিচঁড়ে নাজেহাল করতো। কিন্তু এরা যেহেতু সংঘ যুক্ত সুতরাং সাত খুন মাফ। কনফারেন্স হলে যার ধারণ ক্ষমতা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সুযোগসন্ধানী হয়ে পড়ছে তারা।' দেশের প্রাচীন গুরুকুল ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করে হিমন্তর দাবি, ওই ব্যবস্থাতেই সঠিক উন্নতি হত পড়ুয়াদের। সেই শিক্ষাব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনার দাবি জানান তিনি এদিকে অসমের পড়ুয়াদের আগামীদিনে উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার দাবি জানান হিমন্ত। তাঁর আক্ষেপ, ''সাধারণ প্রয়োজন মেটাতেও অসমকে অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়।আমরা ব্যবহারের চেয়ে বেশি রপ্তানি না করতে পারলে কখনও গুজরাট ও রাজস্থানের মতো শক্তিশালী রাজ্য হতে পারব না। তাই পড়ুয়াদের পড়াশোনা শেষ করেই চাকরি খোঁজার জন্য না দৌডে কী করে মালিক হয়ে ওঠা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে।"



'এখনও মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি', স্পষ্ট ভাষায় জানালেন প্রিয়াঙ্কা

সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ময়দানে অবতীর্ণ।

াঢরা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে। এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নে প্রিয়াঙ্কার মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য কংগ্রেসের মুখ উত্তরের পর জল্পনা ছডিয়েছিল, কে? উত্তরে তিনি বলেন, ''আপনি তিনিই বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কি অন্য কোনও মুখ দেখতে তর্ফে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার। পাচ্ছেন? সর্বত্র তো আমারই মুখ শনিবার সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "উত্তরপ্রদেশের মখ্যমন্ত্রীর মুখ আমি. এ কথা তা হলে তিনিই কি উত্তরপ্রদেশে বোঝাতে চাইনি। লাগাতার প্রশ্নে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ! অবশ্য

প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

লখনউ , ২২ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী-মুখ এখনও ঠিক হয়নি।" হাল্কা চালে ওই উত্তর দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে শুক্রবার লখনউয়ে কংগ্রেসের জানান, তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী তাঁকে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তরফে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি স্বাক্ষরেখা নির্ধারণ করে ইস্তাহার তবে উত্তরপ্রদেশে ভোটে তাঁর লডার বলে জানালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রকাশ এবং সাংবাদিক বৈঠক ছিল। সম্ভাবনা খারিজ করেননি প্রিয়াঙ্কা। সেখানে প্রিয়াঙ্কাকে প্রশ্ন করা হয়, দেখা যাচ্ছে!" কংগ্রেস নেত্রীর এই কথাতেই জল্পনা ছডায়। প্রশ্ন ওঠে হারিয়েছিলাম। শুক্রবার রাতেই প্রিয়াঙ্কা তাঁর কংখেসের মুখ-মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন, তিনি

হিসেবে ধরে নেওয়াটা ভল হবে।

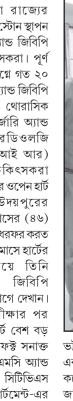


বিমানে যত খুশি ব্যাগ হাতে আর ওঠা যাবে না

नয়ा**দিল্লি, ২২ জানুয়ারি।।** একটা। ব্যাগ নিয়ে বিমানে সফর করার হাতে রাখা ব্যাগের সংখ্যা বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য ব্যুরো অব সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস) একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে চলা কোনও বিমানে যাত্রীরা একটির বেশি ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠতে পারবেন না। যাত্রীদের এই বিষয়ে জানিয়ে দিতে বিমানের টিকিটেই 'একটি হাত ব্যাগ নীতি' জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে সব বিমান সংস্থাকে। এত দিন মহিলাদের সঙ্গে থাকা 'লেডিস ব্যাগ'-কে হাত ব্যাগ হিসেবে ধরা হত না। এখন গোনা হবে। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যাত্রীরা গড়ে দু'তিনটি ব্যাগ হাতে করে বিমানে উঠছেন। কিন্তু এর ফলে বিমানে ওঠার আগে স্ক্রিনিংয়ের জন্য বাডতি সময় লেগে

তার বেশি নয়। বিমানে ওঠার সময় অনুমতি দেওয়া যাবে। বাকি ব্যাগ লাগেজ হিসেবে বিমানে তুলতে হবে। নিয়মে বলা হয়েছে, চেকিং বা স্ক্রিনিংয়ের জন্য যাওয়ার আগে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত ব্যাগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে বিমানসংস্থাকে। এর জন্য বাড়তি কর্মী নিয়োগ করে যাত্রীদের সতর্ক করতে হবে। এই নীতি কার্যকরে কেন্দ্র এতটাই জোর দিতে চাইছে যে, বিমান সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে বিমানের টিকিট থেকে বোর্ডিং পাশে 'এক যাত্রী, এক ব্যাগ'-এর কথা ছাপতে হবে। এ ছাডাও বিমানবন্দরে হোর্ডিং, ব্যানার, বোর্ড, স্ট্যান্ডি লাগিয়ে এর প্রচার করতে হবে। চেক-ইন কাউন্টার সেটিকেও একটি ব্যাগ হিসেবে থেকে যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গা সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন থাকা চাই। কেন্দ্ৰ চাইছে, যতটা আগে সম্ভব যাত্রীদের নতুন নীতির কথা জানাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, বিমানবন্দরে আসার পরেও যাতে যাত্রীরা হাতে থাকা ব্যাগের যাচ্ছে।তাই যাত্রী পিছু একটি করেই সংখ্যা কমাতে পারেন।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন স্থাপন করলো এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। পূর্ণ রাজ্য দিবসের প্রাক লগ্নে গত ২০ জানুয়ারি এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর) ডিপার্টমেন্ট-এর চিকিৎসকরা সাফল্যের সঙ্গে প্রথমবার ওপেন হার্ট সার্জারি করেছেন। উদয়পুরের বাসিন্দা মাধবী রানী দাসের (৪৬) শ্বাসকন্ত ছিল। তার বুক ধরফর করত ও বুকে ব্যথা হত। গত মাসে হার্টের এই সমসাগুলি নিয়ে তিনি এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখান। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তার হার্টে বেশ বড় ধরনের এট্রিয়াল ডিফেক্ট সনাক্ত করেন। তারপর এজিএমসি অ্যাভ জিবিপি হাসপাতালের সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট-এর কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইনচার্জ কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ



ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি টিম গতকাল এই সার্জারি করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী এই জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়।

মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অভিষেক দেববর্মা। পারফিউসানিস্ট (হার্ট-লাং যন্ত্র পরিচালক) সুজন সাহু, ফিজিসিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সুদীপ্ত মন্ডল, স্ক্রাব নার্স জাহির সুরজিৎ পাল। সঙ্গে ছিলেন হুসেন, অর্পিতা সরকার, সৌরভ

শীল, মৌসুমী দেবনাথ, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রতন মন্ডল, জয়দীপ চক্রবতী, অমৃত মুড়াসিং, কোর্ডিনেটর অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার, কিষাণ রায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও। বর্তমানে রোগী

আইসিইউতে রয়েছে এবং উনার ত বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার সালের জুলাই মাসে সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট চালু হবার পর জিবিপি হাসপাতালে এমন জটিল অস্ত্রোপচার এই প্রথম। আর এজন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান প্রকল্পের অন্তর্গত হওয়ায় এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট দ্রুত চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডাঃ মঞ্জুশ্রী রায়, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেভেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী এবং কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য এই অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট চালুর ক্ষেত্রে আন্তরিক

দেব এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্টের উন্নতিতে আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব শ্রী জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও এক্স অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, জিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেভেন্ট সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাদের পাশাপাশি ব্লাড ব্যাঙ্ক আধিকারিক, ইলেকট্রিক সাব ডিভিশন, পূর্ত দফতরের কর্মীদের সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

২৩শে জানুয়ারি হতে ২৯শে জানুয়ারি

কন্যা রাশি ঃ রবি ও সোমবার—

মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ

বাড়বে। পরিবারে শাস্তির

বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে।

আপনি আপনার শ্রমের মর্যাদা

পাবেন। গৃহে নতুন আসবাবপত্র,

বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী

ত্রুর হতে পারে। মঙ্গল ও

বুধবার --- পাওনা টাকা আদায়

হবে। আটকে থাকা বিল পাশ

হতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে

সফলতা অনুভব হব। প্ৰেম

রোমাঞ্চ বিনোদন ভ্রমণে শুভ ফল

পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার—

সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ হতে

পারে। ভাই-বোনদের সাথে

হয়ে উঠতে পারে। ভাগ্যের মান

তুলা রাশি ঃ রবি ও সোমবার—

খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা

সমানতালে সংগঠিত হতে পারে।

শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে

পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব

বিরাজ করতে পারে। মঙ্গল ও

বুধবার --- আপনার মনোবল

অনেকগুণ বাড়তে পারে। আপনি

আপনার উদ্যম ও কর্মের প্রশংসা

পাবেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা

কোন কাজে সফলতা পাবেন।

বহস্পতি ও শুক্রবার --- ধন

উপার্জনের সকল পথই খুলে

কম-বেশি সফলতা বোধ হবে।

তবে শত্রুরা আপনার ইমেজ নস্ট

বিশেষ কোন উপকার সাধিত

ধারা অব্যাহত থাকবে। সকল

পাওনা টাকা আদায় হবে।

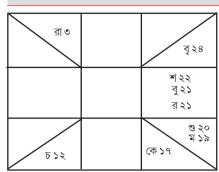
অনেকগুণ বাড়বে। শত্রা

আপনার ইমেজ নম্ভ করতে

চাইলেও সফলকাম হবেন না।

শনিবার--- বাণিজ্যিক সফলতা

৭০ শতাংশ।



অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমভলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। কণ্যায় চন্দ্র উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অবস্থানরত। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে। ধনুতে দেব সেনাপতি মঙ্গল মূলা নক্ষত্রে এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পূর্বষাঢা নক্ষত্রে। মকরে বালকগ্রহ বুধ ও গ্রহরাজ রবি উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে এবং ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ২৩শে জানুয়ারী হতে ২৯ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী, মোবাইল

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর

৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩, Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

মেষ রাশিঃ রবি ও সোমবার ---ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে সিংহ রাশিঃ রবি ও সোমবার— পুরাতন রোগ ব্যাধি চাঙ্গা হয়ে ধন উপার্জনের সকল পথই খোলা থাকবে। ব্যবসায় আলোর উঠতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। দুর্ঘটনা মুখ দর্শন হবে। যে কাজেই হাত ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ পেতে যানবাহন চলাচলে হবে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্ন। মঙ্গল পেতে পারেন। মঙ্গল ও ও বুধবার--- বিবাহ যোগ্যদের বুধবার — গুহে অতিথি সমাগম বিবাহের আলাপ আলোচনায় হতে পারে। ভাই-বোনদের কাছ অগ্রগতি হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার ভরপুর সাহায্য জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা সহযোগিতা পেতে পারেন। করবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন কর্মে সুনাম-যশ ও প্রতিপত্তি ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বাড়বে। প্রেম-রোমাঞ্চ বিনোদন ভ্ৰমণ শুভ ফল পাবেন। বৃহস্পতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার — দিন দুটি শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান ও শুক্রবার--- পারিবারিক কলহ করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয়, বাড়তে পারে। শত্রুরা আপনার সঞ্চয়ের খাতে থাকবে শূন্য। ইমেজ নম্ভ করতে চাইবে। ভূমি লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী, সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে দালালিতে বিনিয়োগ না করাই পারে। স্কিন ডিজিজ বাড়তে ভাল হবে। শনিবার —ভাগ্যলক্ষ্মী পরে। শনিবার --- ব্যবসায় নিত্যনতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার সাথে থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের সফলতা বোধ হবে। ভাগ্যের মান দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। ভাগ্যের ৬০ শতাংশ। মান ৬০ শতাংশ।

বৃষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। তাদের জন্যে গর্ববোধ হবে। তাদের উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ হবে। পিতামাতার কাছ থেকে ভরপুর সাহার্য্য ও অশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। মঙ্গল ও বুধবার --- শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। মামলা মোকদ্দমায় শ্রম ও অর্থ দুটোই ব্যয় হবে কোন সফলতা আসবে না। আপনি পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হলে অনেক কঠিন কাজেও সফলতা বোধ করবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — বিবাহ কার্যে কিছু না কিছু বাধার পারে। সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। হতে প্রেমিক - প্রেমিকা সতর্ক তার প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিন দুটি সহিত চলাফেরা কর ন। সহিত দিন দুটি অতিবাহিত শুভ ফল দেবে। শনিবার— গৃহ নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সফলকাম হবেন।শনিবার— শুভ মতামতকে গুরুত্ব দিন। পরিবারে অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ অধিক ভারি হয়ে থাকবে। না বুঝে কোন চুক্তি সম্পাদন ঘাতক বলে পরিগণিত হবে। ভাগ্যের মান ৬০

মিথন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— গুহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের হতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের মনোযোগ নম্ট হতে পারে। মঙ্গল ও ব্ধবার — প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে শুভ। শিক্ষার্থীদের মনোবল বাডবে। তাদের উচ্চ শিক্ষায় মনোমত ইউনিভার্সিটি পাবে। আপনি আপনার শ্রম ও মেধার পূর্ণ ফল পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার --- বাধা বিপত্তি ও যাবে। যে কাজেই হাত দেবেন অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে সাবধান থাকতে হবে। চোর, চিটিংবাজ ও অজ্ঞাত পার্টি থেকে করতে চাইবে। শনিবার ---সাবধানতা বাঞ্ছনীয় হবে। না বুঝে ভাই - বোনদের সাথে পূর্ণ কোন চুক্তি সম্পাদন ঘাতক বলে সহযোগিতা পাবেন। তাদের দ্বারা পরিগণিত হবে। শনিবার ---আপনার চারদিক থেকেই হবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। সফলতা বোধ হবে। ভ্রমণ যাত্রায় .বু**শ্চিক বাশি ঃ** রবি ও মন থাকবে এবং দূর ভ্রমণ ও সোমবার --- আপনার উন্নয়নের নিকট ভ্ৰমণ দুটোই শুভ ফল দেবে।ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। কাজেই সফলতা বোধ হবে। কর্কট রাশিঃ রবি ও সোমবার---ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনের আটকে থাকা কাজে অগ্রগতি সাথে কলহ বিবাদের মীমাংসা অব্যাহত থাকবে। মঙ্গল ও হয়ে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। বুধবার--- শুভ অপেক্ষা অশুভ ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ ফলের মাত্রা ভারি থাকবে। বাধা দর্শন হবে। সপরিবারে কাছে বিপত্তি ও দুর্দশা আসতে পারে। পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। মঙ্গল ও লটারী, ফাটকা, জুয়া, দালালি ও বুধবার --- গুহে কলহ বিবাদ কন্ট্রাকটরীতে বিনিয়োগ না উৎকট উৎকট ঝামেলা ঘটতে করাই ভাল হবে। বৃহস্পতি ও পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ শুক্রবার — আপনার মনোবল ও হয়ে উঠতে পারে।শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থবল চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি বৃহস্পতি ও শুক্রবার ---ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে উচ্চশিক্ষার দার খুলবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। শনিবার ---শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্বে বাধা আসতে পারে।

বাড়বে। ব্যবসায় মজুত মালের পরিমাণ বাড়বে এবং প্রচার প্রসার ও বাড়বে। ভাগ্যের মান ৬৫

ধনু রাশি ঃ রবি ও সোমবার— বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মস্থানে শান্তি বিরাজ করবে। কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। মঙ্গল ও বুধবার --- পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। গৃহ শাস্তি বজায় থাকবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— আপনার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। হাত বাডালেই সফলতা বোধ হবে। কর্মে হয়রানিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। পাওনা টাকা আদায় হবে। শনিবার— খরচ, দুশ্চিন্তা বাড়বে। কর্মে হয়রানির শিকার হতে পারেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

মকর রাশিঃ রবিও সোমবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। আপনার বুদ্ধির প্রখরতা বাড়বে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। মঙ্গল ও বুধবার --- কর্মক্ষেত্রে সুনাম-যশ প্রতিপত্তি বাড় বে। পদোন্নতির রাস্তা খুলবে। শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। বেকার যবক-যুবতিগণ সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে পারেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার---চারিদিক থেকে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। দূর থেকে কোন শুভ সংবাদ শ্রবণ হতে পারে। পিতা মাতার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। শনিবার---প্রেমিক - প্রেমিকা সতর্ক তার করলে ভাল হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে শাস্তি পেতে গেলে জীবনসাথীর সম্ভাবনা আছে। চিকিৎসায় ব্যয়ভার বাড়তে পারে। ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ।

কন্ত রাশিঃ রবি ও সোমবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। দিন দু'টিতে সমস্যা আসলেও উত্তরণের রাস্তা থাকবে। আপনার বুদ্ধি ও মেধার দ্বারা সমস্যা প্রতিহত করতে পারবেন। মঙ্গল ও বুধবার --- ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার দ্বারে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণের যোগ আছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— বেকার যুবক-যুবতির কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পেয়ে আনন্দবোধ করবেন। কর্মে সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি বাড বে। কর্ম ক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। শনিবার --- সর্ব কাজেই সফলতা বোধ হওয়ায় মনে আনন্দ জাগবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজে সফলতার মুখ দেখতে পাবেন।ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। মীন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— বিবাহকার্যে আলোর সন্ধান পাবেন। এই সময়ে যাদের বিবাহ হবে। তাদের বিবাহের পর ভাগ্যের উন্নতি হবে। এমন কি পরিবারে নতুন মুখের আগমন ঘটতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নস্ট করতে চাইবে। এ সময়ে কোন নতুন কাজে হাত দিলে সমস্যা আসতে পারে। চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— বাধা বিপত্তি কেটে শুভাবস্থা ফিরে পাবেন। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। রাজ্যে বা বহির্রাজ্যে ভ্রমণের সুযোগ আসবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ফল পাবেন। শনিবার — কর্মক্ষেত্রে আনন্দ বোধ হবে। কর্মে সুনাম ও সুস্থিতি ফিরে পাবেন। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকগুণ বেড়ে যাবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

বটতলায় ব্যবসায়ী সংঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। হাওড়া মার্কেট ব্যবসায়ী সংঘের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংঘের তরফে জানানো হয়েছে। ২১জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি রতন কুমার দত্ত, সম্পাদক প্রাণেশ দেবরায়, কোষাধ্যক্ষ বিষ্ণু পাল।

প্রয়াত হরেন্দ্র প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি হরেন্দ্র কুমার দত্ত প্রয়াত হয়েছেন। গত ২০ জানুয়ারি সকাল ৮টায় ধর্মনগরস্থিত মেয়ের আবাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছে ৮২ বছর। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক দুলাল দেব। এদিকে টিইউসিসি'র তরফে তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলা হয়েছে, রাজ্যের মেহনতি মানুষের আন্দোলনের সাথে হরেন্দ্র কুমার দত্ত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি। বাম গণতাম্ব্রিক আন্দোলনের অপুরণীয় ক্ষতি হলো তার মৃত্যুতে। সংগঠন

সদর কংগ্রেসের নতুন কমিটি

সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

মনে করে শ্রমিক শ্রেণি হারালো

তাদের এক প্রিয় নেতাকে।

টিইউসিসি রাজ্য কমিটি শোকাহত

পরিবার পরিজনদের প্রতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। সদর জেলা কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন করা হলো। জেলা সভাপতি সুব্রত সিং জানিয়েছেন, এবারের এই কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সুব্রত কর, হারাধন সাহা, প্রদীপ কুমার সিন্হা, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, প্রদীপ সিংহ, ভবানন্দ ভৌমিক, পীযূষ আচার্য, দিলীপ তিওয়ারি, সুকান্ত ভৌমিক, প্রণব চৌধুরী, সঞ্জীব দেববর্মা। সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেব, সিদ্ধার্থ দাস, রাজেশ সিংহ, অমলেশ দেব, দুলাল দে, সঞ্জীব কুমার রায়, সুদীপ্ত নন্দী, চন্দন মালাকার। সম্পাদক হিসেবেও একাধিক নাম রয়েছে। ৬০ জনের কমিটির ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্রমিক নং ৮-এ কারোর নাম নেই। এই সময়ের মধ্যে সদর জেলা কংগ্রেসকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সুব্রত সিং'রা আশাবাদী এই শহরে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা হবে। বিভিন্ন সময় সদর জেলা কংগ্রেসের অনেক নেতাই কংগ্রেস ছেড়ে অন্যান্য দলে শামিল হয়েছেন। তাদের কংগ্রেস ত্যাগের পর নতুনভাবে সদর জেলা কংগ্রেসকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এই

স্বাভাবিক হলেই কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে। ଆଡବାଜା କଟନ খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ 7085917851 গোয়ায় তৃণমূল দফতরে

রাজধানী পানাজির তৃণমূল দফতরে

নিরাপতারক্ষীদের মারধরের

পাশাপাশি তৃণমূল নেত্ৰী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া

পোস্টার ছেঁড়া হয় বলে দলের

তরফে জানানো হয়েছে। হামলায়

কয়েক জন পুলিশকৰ্মী জড়িত

ছিলেন বলেও তৃণমূল দাবি

করেছে। তাঁদের মারে কয়েক জন

নিরাপত্তারক্ষী জখম হন বলেও

অভিযোগ। ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই

অভিযোগ।

হামলা, কমিশনে নালিশ

পর এবার আর এক বিজেপি শাসিত কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে

রাজ্য গোয়ায় ভোটের আগে তৃণমূলের তরফে। হামলার

আক্রান্ত তৃণমূল। শুক্রবার রাতে নেপথ্যে গোয়ার শাসকদল বিজেপি

দুষ্কৃতিরা হামলা চালায় বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল

দফত রের

নতুন কমিটি খুব শীঘ্রই সাংগঠনিক

বৈঠক অনুষ্ঠিত করে জনগণের

দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন

সংগঠিত করবে। ইস্যুভিত্তিক

আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে সদর

জেলা কংগ্রেস করোনা পরিস্থিতি

থাকতে পারে বলে দলের তরফে

সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন,

"জাতীয় স্তরে এখন নরেন্দ্র মোদির

বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী মুখ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ওরা ভয়

পেয়েছে। তৃণমূলের উপর ক্রমশ

আঘাত নেমে আসছে।" গত

অক্টোবরে মমতার গোয়া সফরের

ঠিক আগে সেখানে তৃণমূল

নেত্রীর ছবি দেওয়া ব্যানার ও

হোডিং ছেঁড়ার অভিযোগ

উঠেছিল বিজেপি-র বিরুদ্ধে।

বিষয়টি। কারণ সিজিএসটি বিষয়ক তিনটি শাখা থেকে ঠিকেদারদের ডেকে পাঠিয়ে কিংবা নোটিশ দিয়ে চরম হয়রানি করা হচ্ছে। আবার 'তদন্তের' বিষয়টিও কোনও কোনও মহল থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা সমস্যায় পড়েছেন তাদের কথাগুলো দফতরের প্রধানদের কাছে তুলে ধরারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অভিযোগ, বহির্রাজ্য থেকে আগত কিছু আধিকারিক সিজিএসটি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, যে তিনটি শাখা ক্রমাগত তাদেরকে সমস্যা তৈরি করছে সেই ক্ষেত্রেও

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পুরণ করা যাবে। সংখ্যা ৪১৩ এর উত্তর

3	8	9	6	4	7	5	2	1
5	1	7	8	2	9	3	4	6
2	4	6	1	3	5	9	8	7
3	7	1	4	9	8	2	3	5
1	5	8	3	1	2	6	7	9
9	3	2	7	5	6	4	1	8
1	6	4	5	7	3	8	9	2
7	2	5	9	8	4	1	6	3
3	9	3	2	6	1	7	5	4

ক্যামেরা সত্ত্বেও রাবার চু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা / চুরাইবাড়ি, ২২ জানুয়ারি।। নৈশ প্রহরী এবং সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকা সত্ত্বেও দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত সাধারণ নাগরিকরা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে চোরদের ছবি ধরা পড়লেও এখনও পর্যন্ত তাদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ বাহিনী। ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজনগর ব্লকের রাজনগর পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের রাজনগর-আনন্দবাজার রাবার প্রয়োজন সমিতির গোডাউন অবস্থিত। রাতের অন্ধকারে তিনজন যুবক ওই গোডাউনে প্রবেশ করে ৩ হাজার কেজি রাবার শিট চুরি করে নিয়ে যায়। তারা গাড়ি করে রাবার শিটগুলি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেছে। ঘটনার সময় নৈশকালীন প্রহরী গভীর ঘুমে



ম্যানেজার দেবাশিস নাথ জানান।

আচ্ছন্ন ছিলেন বলে সমিতির সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা ৭ লক্ষ টাকার রাবার শিট

নিয়ে গেছে বলে তার দাবি। ঘটনার পরদিন সমিতির সভাপতি সমরজিৎ নাথ সম্পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশও অভিযোগ হাতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে সিসি ক্যামেরায় চোরদের ছবি দেখা গেলেও কেন পুলিশ তাদেরকে এখনও ধরতে পারলো না? নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এ ধরনের দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। এই সমিতির আওতায় আছেন প্রায় ২০০ জন রাবার চাষি। তাদের প্রত্যেকের রাবার ওই গোডাউনেই রাখা হয়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া রাবার শিট-সহ চোরদের জালে তুলতে না পারায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

নেশামাক্ত কেন্দ্রে যুবকের ডপর অমানুষিক অত্যাচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি করেছেন, চিকিৎসার সময় তার নাতির উপর রড দিয়ে ।। নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি যুবকের উপর অমানুষিক ব্যাপকভাবে পেটানো হয়েছে। দিব্যেন্দু এবং বিধান অত্যাচারের অভিযোগ এনে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন দেববর্মা মিলে একটি রড এবং প্লাস্টিক পাইপ নিয়ে ঠাকুরমা। অসুস্থ নাতিকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নাতির মাথা এবং ডান পায়ে ব্যাপকভাবে আঘাত করে। নামে রড দিয়ে পিটিয়ে পা থেঁতলে করে দেওয়া হয়। যে কারণে এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নাতি হাঁটতে মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরানো হয়। এই ধরনের নির্মম পারে না। মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। যে কারণে অত্যাচারের অভিযোগ এনে পূর্ব থানায় লিখিত তিনি নাতিকে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে ধলেশ্বর ১১নং রোড এলাকার 🛮 এনেছেন। এখন নাতির কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়। এই বাসিন্দা। তিনি জানান, তার নাতি নেশায় আসক্ত হয়ে ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ডুকলি পড়েছিল। এই কারণে চিকিৎসার জন্য তাকে ডুকলি এবং বড়জলা এলাকায় দুটি বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্র এলাকায় নেশামুক্তি কেন্দ্র জীবন জ্যোতি ফাউন্ডেশনে রয়েছে। এখানে অনেককেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি ভর্তি করানো হয়। এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক করানোহয়।অথচ এই দুটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে কয়েকদিন দিব্যেন্দু দাস। প্রত্যেক মাসে ছেলের চিকিৎসার জন্য ৭ সর সরই রোগীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যস্ত দিতেন তিনি। এছাড়া চলছে। সরকারি তরফ থেকেও এই কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার জন্য যখন যা বলা হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে। ঠিকভাবে খোঁজ খবর নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ গত বছর ৩০ জুলাই তার নাতিকে জীবন জ্যোতি রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসকও ফাউন্ডেশনে ভর্তি করিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ থাকেন না। এমন অভিযোগ বহু রয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বের হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আগরতলা, ২২ জান্য়ারি ।। এক তরুণীর ঝলস্ত মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনা শহরতলির পশ্চিম নোয়াবাদী এলাকায়। মৃতার নাম রীনা বেগম (২৬)। এই ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে। শনিবার সকালে রীনাকে তার ঘরেই সিলিং রীনা মানসিক অসুস্থ ছিলেন।

থেকে তিনি এখনও নিখোঁজ। এই রহস্য যখন উদঘাটন হয়নি, এর মধ্যেই শনিবার সকালে মিললো রীনার দেহটি। স্থানীয়রা রীনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দেয়। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া তবে তার মৃত্যুর কারণ তারা

কারণও খঁজে পাচ্ছেন না স্থানীয় নাগরিকরা। এই মৃত্যুর পেছনে অনেকে রহস্য দেখতে পার ছেন। তারা চাইছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক।তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। এদিকে বোধজংনগর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার যায়। এলাকাবাসীরা জানান, দুই বুঝতে পারছেন না। পুলিশ করে জিবিপি হাসপাতালে

বছর আগে রীনার মা বাড়ি থেকে বলছে এটা আত্মহত্যা হতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জিএসটি নিয়ে ঠিকেদার দের বিস্তর নালিশ, জরুরি

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। পড়েছে। এদিনের বৈঠকে ঠিকেদারদের সংগঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জিএসটি বিষয়ক বর্তমান চরম জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে। সিজিএসটি অফিস থেকে ঠিকেদারদের বিভিন্নভাবে চরম হয়রানি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে জিএসটি প্রদান বা অন্যান্য ট্যাক্স প্রদান বিষয়ক যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিজিএসটি'র বিষয়ক যে সমস্যা চলছে তা নিয়ে আলোচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাতে করে সরকারের বিগতদিনের কাজকর্মের সাথে বর্তমানের কাজকর্মের মধ্যে জিএসটি সংক্রান্ত

কারণেই ঠিকেদাররা 'মহাসংকটে স্বীকৃত ঠিকেদাররা বারবার সমস্যার আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে তারা জিএসটি পেমেন্ট করার জন্য সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ, সিজিএসটি'র অফিসারদের একটা মহল হোটেল বা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে অধিক ট্যাক্সের ভয় দেখাচ্ছেন। তাতে করে তারা সমস্যায় পড়েছেন। বহির্রাজ্য থেকে আসা কিছু অফিসার টাকার বিনিময়ে 'বেআইনি' কাজ করছেন বলে অভিযোগ। আবার বাঁকা পথে টাকা না পেয়ে তারা ঠিকেদারদের চরম হয়রানি করছেন। চলমান এই পরিস্থিতি নিয়েই এদিন অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে প্রত্যেক সদস্যরাই তারা তাদের মতো করে বিষয়গুলো উত্থাপন করে সকলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরিজনদের হাহাকার। রক্তের জন্য মৃত্যুর ঘটনা এই সময়ে সমাজকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দাবি রাখেন, সকলের স্বার্থে বিষয়টির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা লাটে উঠেছে বলে অভিযোগ তার। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির করা এবং সরকারের প্রচেষ্টার কথাও বলেছেন তিনি। রোগীদের দুরবস্থা কাটিয়ে রক্তের সংকট দূরীকরণে ভূমিকা পালনের আহ্বান রাখেন। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে হেলদোল নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। তার পাশাপাশি তিনি এও বলছেন, যারা করোনায় মৃত্যু হলো তাদের ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণার পরও তাদের প্রদান করা হচ্ছে না। সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এও বলেছেন, জিবি, টিএমসি-সহ বিভিন্ন জায়গায় আরটিপিসিআর

বিনামূল্যে করার দাবি

জানান তিনি।

মুখ খুললেন গোপাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। জিবি-সহ ত্রিপুরার সমস্ত হাসপাতালগুলোর রক্ত সংকট নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি নিজেই বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্ত সংকটে ভুগছে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো। যে কোনও গ্রুপের রক্তের জন্য কোনও সংকটাপন্ন রোগী ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলেই বলে দেওয়া হয় এই সময়ের মধ্যে তাদের কাছে রক্ত মজুত নেই। তিনি এও বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোর পরিকাঠামো অনেক দুর্বল। দীর্ঘ বছর ধরে ত্রিপুরায় তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু এই বর্তমান সরকারের সময়



বাদ দিলে বিগত দিনে এমন

ক্যান্সার হাসপাতালের মতো

রোগীদের রক্ত সংকট। রোগীর

রক্ত সংকট দেখা দেয়নি।

জানা এজানা

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্ৰ

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর টার্বাইন

এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন

এদের প্রতিনিয়ত দেখ-ভাল

করতে না হয়। কারণ এগুলো

মাটি থেকে অনেক উচ্চতায়

থাকে। তাই ঘন ঘন মেরামত

বা সংস্কার করা বেশ কঠিন।

কিছু কিছু উইন্ডমিল মানুষের

পারে। যেমন, ডেনমার্কের

১৯৫০ এর দশকে। কোনো

উইন্ডমিলগুলো কমপক্ষে ৩

কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই

এদের কয়েকটি কয়েক দশক

পর্যন্ত সংস্কার ছাড়াই চলতে

জল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অবশ্য

এতো বেশি দিন টিকতে পারবে

না। সংস্কারের অভাবে কয়েক

বছরের মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটির

কারণে বন্ধ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ

উৎপাদনের অন্যতম প্রধান

মুডে চালানো হয়, তাহলে

একবার লোড করা জ্বালানি

বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাওয়া

হতে পারে যে, এরাই হয়তো

আর্টিফিশিয়াল লাইট। কিন্তু

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত

পরিমাণ জ্বালানি লোড করা

থাকলেও এগুলো মনুষ ছাড়া

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে নানান

প্যারামিটারগুলো যদি আগে

বাইরে চলে যায়, তাহলেই চালু

থেকে নির্ধারণ করা সীমার

হয়ে যায় সিস্টেমগুলো।

এই ঘটনার নাম স্ক্র্যাম

র্ড অ্যাক্স ম্যান)।

কন্ট্রোল রড কোরের মধ্যে

পড়ে বন্ধ হয়ে যায় রিঅ্যাক্টর।

(SCRAM-সেফটি কন্টোল

এনরিকো ফার্মির তৈরি করা

রিঅ্যাক্টরে (শিকাগো পাইল)

কোনো স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা

রিঅ্যাক্টর কোরের উপরে দড়ি

হয়েছিল কন্ট্রোল রড। পার্শেই

একটি কুঠার হাতে অপেক্ষা

করতেন একজন পদার্থবিদ।

অবস্থা বেগতিক দেখলেই তিনি

দড়ি কেটে দিয়ে কন্ট্রোল রড

নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেন ফিশন

চেইন বিক্রিয়া। মূল কথা হলো,

উপস্থিতির কারণে সামর্থ্য থাকা

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর পক্ষে লাস্ট

সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল লাইট

৫. এবার আসা যাক স্পেস

প্রোবগুলোর দিকে। মানুষের

তৈরি যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে

এগুলোই সম্ভবত সবচেয়ে

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের

হঠাৎ করে নাই হয়ে যায়,

কক্ষপথ সংকুচিত হয়ে

তাহলে এদের অধিকাংশের

পৃথিবীতে আছড়ে পরবে।

জিপিএস স্যাটেলাইটগুলো

পরিভ্রমণরত থাকার কারণে

সময়। কিন্তু পরিশেষে চাঁদ এবং

এরপর দুইয়ের পাতায়

টিকে থাকবে বেশ কিছুটা

সূর্যের প্রভাব এবং মানুষের

বৃহৎ ব্যাসার্ধের কক্ষপথে

জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী,

সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার।

এদের মধ্যে সচল রয়েছে সাড়ে

চার হাজারের মতন। মানুষ যদি

টেকসই। ২০২২ সালের

কোরের মধ্যে ফেলে দিয়ে

সেফটি সিস্টেমগুলোর

সত্ত্বেও পারমাণবিক

হওয়া সম্ভব নয়।

ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে

দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা

বিশ্বের প্রথম নিউক্লিয়ার

খুব বেশি দিন চলবে না।

আধুনিক পারমাণবিক

সেফটি সিস্টেম থাকে।

বিদ্যৎকেন্দ্রের নির্দিষ্ট

বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। কারণ

হবে দ্য লাস্ট সোর্স অফ

পারমাণবিক

সম্ভব। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে

দিয়ে প্রায় অনন্তকাল ধরে

উৎস। এদের যদি লো পাওয়ার

৩. পারমাণবিক

চলতে পারে। নিঃসন্দেহে

বছর পর্যস্ত বাইরের

পারবে।

ধরনের সংস্কার ছাড়া প্রায় ১১

বছর চালু ছিল সেটা। আধুনিক

হস্তক্ষেপ ছাড়া দীর্ঘ সময় চলতে

গেডসার উইন্ডমিলের চালু হয়

বাতাস চালিত

मा लाम् আর্টিফিশিয়াল লাইট সোর্স

মার্ভেল সিনেমাটিক |ইউনিভার্স-এর সুপার ভিলেন থানোসের কথা মনে আছে? সে অন্যান্য ভিলেনের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। মহাবিশ্ব শাসন করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তার। বরং সে মহাবিশ্বকে বাঁচাতে চেয়েছিল অদ্ভুত উপায়ে। সে মহাবিশ্বের জীবন্ত বস্তুর সংখ্যা নামিয়ে আনতে চেয়েছিল ঠিক অর্ধেকে। যেন মহাবিশ্ব ভারসাম্যপূর্ণ হয়। যেন অভাব এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পায় মহাবিশ্ব। এখন কল্পনা করুন, প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে আগমন ঘটল অন্য এক থানোসের, যে কিনা মোটেও আসল থানোসের মতো নয়। মহাবিশ্ব বা পৃথিবীর ভারসাম্য নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তার একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে সব মানুষ সরিয়ে দেয়া। আর সেটা সে করতে পারে ইনফিনিটি স্টোন ব্যবহার করে এক তুড়িতেই। ইনফিনিটি স্টোন এক ধরনের ম্যাজিক্যাল পাথর, আশ্চর্য এক ক্ষমতা এই আছে পাথরের। এর সবগুলো টুকরোকে কেউ একত্রিত করতে পারলে সে যা খুশি করার ক্ষমতা অর্জন করে। তর্কের খাতিরে ধরে নিন, এই অনাদর্শিক থানোস সফল হলো। সে পৃথিবী থেকে গায়েব করে দিলো সব মানুষ। হঠাৎ করে সব মানুষ 'নাই' হয়ে গেলে কি অবস্থা হবে পৃথিবীর? রাস্তায় চলতে থাকা গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অন্যের সাথে ধাক্কা খাবে। আকাশ থেকে প্লেনগুলো টপাটপ করে পড়ে যাবে মাটিতে। কলকারখানাগুলো থেমে যাবে। ভয়ংকর এক নিস্তন্ধতা নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে। কৃত্রিম আলোর উৎসগুলোর কী হবে? মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর কৃত্রিম আলোগুলো কি জ্বলবে অনন্তকাল? নাকি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যাবে সব কিছু? তখনই যদি বন্ধ না হয়, তাহলে মানুষের অনুপস্থিতিতে কত দিন পর্যন্ত জ্বলবে সেগুলো? সব শেষে বন্ধ হবে কোন্ উৎসটি ? ১. বেশিরভাগ কৃত্রিম আলোর উৎস খুব দ্রুতই বন্ধ হবে মূল

পাওয়ার গ্রিড থেকে আসা বিদ্যুতের অভাবে। বিশ্বজুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। আর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ক্রমাগত জ্বালানি সরবরাহ করতে হয়। মানুষের অভাবে সেগুলো দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাবে। কয়লা এবং তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ হবে সবার আগে। অন্যগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ মূল পাওয়ার গ্রিডের সাথে সংযুক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ছাড়াও

অন্যান্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন ডিজেল জেনারেটর। অনেক দুর্গম জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয় এগুলো ব্যবহার করে। একবার জ্বালানি লোড করলে কয়েক মাস পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে এগুলো। তাই মানুষ বিলোপ হলেই বেশ কিছুটা সময় এদের মাধ্যমে কৃত্রিম আলো বেঁচে থাকবে পৃথিবীর বুকে। আরও আছে জিও-থার্মাল প্ল্যান্ট। এগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা তাপের উৎসকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করে বিদ্যুৎ। তাপশক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া ছাড়া এগুলোর কার্যপ্রণালী অন্যান্য সাধারণ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতই। প্রতি ছয় মাস অন্তর এদের গিয়ার বক্স, মোটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংস্কার করতে হয়। তবে মানুষের অনুপস্থিতিতে এগুলো কোন ধরনের সংস্কার ছাড়া কয়েক বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যেতে পারে। ২. আর আছে নবায়নযোগ্য

ফাইল না আনার 'অপরাধে' দুই অফিসারকে মার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর!

আনার 'অপরাধে' দুই সরকারি আধিকারিককে নিজের দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে চেয়ার দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেশ্বর টুডু'র বিরুদ্ধে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার বারিপদায়। বীরেশ্বর জলশক্তি এবং উপজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সাংসদ। গত বছরের জুলাইয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বারিপদায় দলীয় কার্যালয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করেন মন্ত্রী। ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট-এর যুগ্ম অধিকর্তা অশ্বিনী কুমার মল্লিক এবং সহ-অধিকর্তা দেবাশিস মহাপাত্রকে ওই কার্যালয়ে ডেকে পাঠান তিনি। অভিযোগ, পর্যালোচনা বৈঠকের সময় প্রয়োজনীয় ফাইল না পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন বীরেশ্বর। দুই আধিকারিকের কাছে জানতে চান ফাইল কেন আনা হয়নি। এর পরই কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দুই আধিকারিককে মারধর করেন এমনকি চেয়ার দিয়েও আঘাত করা হয়। এই ঘটনায় সহ-অধিকর্তার হাত ভেঙে যায় এবং যুগ্ম অধিকর্তার বিভিন্ন জায়গায়

ভুবনেশ্বর, ২২ জানুয়ারি।। নির্দিষ্ট কয়েকটি ফাইল না আঘাত লাগে। দু'জনকেই বারিপদার পিআরএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দুই আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বারিপদা টাউন থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৫, ২৯৪ এবং ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সর্বভারতীয় এর সংবাদমাধ্যমকে আধিকারিক দেবাশিস বলেন, ''মন্ত্রী বলেন আমরা প্রোটোকল ভেঙেছি। আমরা তাঁকে বোঝানোর চেম্টা করেছিলাম যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হয়েছে তাই আনা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি তাতে রেগে যান এবং আমাদের মারধর করতে শুরু করেন।" যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী। পাল্টা তিনি বলেন, "ওঁরা দু'জনে আমার কাছে এসেছিলেন। আমরা আধঘণ্টা আলোচনা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ৭ কোটি টাকা কী ভাবে খরচ করা হয়েছে তার ফাইল আনতে বলেছিলাম ওঁদের। কিন্তু ওঁরা এখন আমার বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। যদি আমি ওঁদের মারতাম, তা হলে আমার কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরা সম্ভব হত না।"

মেয়ের ধর্ষককে আদালতের সামনেই গুলি করে হত্যা

লখনউ, ২২ জানুয়ারি।। মেয়ের ধর্ষককে আদালতের গেটের সামনে গুলি করে হত্যা করলেন প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে। মৃতের নাম দিলশাদ হুসেন (২৫)। তিনি বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা। মাস দুয়েক আগে জামিন পেয়েছিলেন দিলশাদ। অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলায় ফের শুক্রবার গোরক্ষপুর আদালতে এসেছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, আদালতের গেটের সামনে আইনজীবীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন দিলশাদ। তখন দুপুর সওয়া একটা। দিলশাদের আইনজীবী আসার আগেই সেখানে পৌঁছন প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান ভগবত নিশাদ এবং তাঁর ছেলে নন্দলাল। অভিযোগ, এর পরই নিজের লাইসেন্স করা বন্দুক থেকে দিলশাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেন ভগবত। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে

এরপর দুইয়ের পাতায়

বাংলাকে ১০০০ কোটি ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক

পড়েন দিলশাদ। এই ঘটনায়

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গের সুসংহত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা) অর্থ সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো উন্নয়ন কর্মসূচিতে এটি বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলে মনে করছেন বিশেষভারো। প্রথম তৃণমূল সরকারের সময় থেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য। সরকারের দাবি- বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী বা হালে লক্ষ্মীর ভাভার মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথে সহায়ক প্রকল্প। এতে যেমন মহিলাদের আয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব, তেমনই তা নারী শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতি, বাল্যবিবাহ রোধ বা সামগ্রিক অর্থনীতি সচল করার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নীলবাড়ির লড়াইয়ে জিতে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠনের পরেই সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর পথে হাঁটার বার্তা

এরপর দুইয়ের পাতায়



জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে নেতাজি'র মূর্তিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ। কলকাতায় শনিবার।

মধ্যরাতে মা হওয়ার খবর দিলেন প্রিয়াঙ্কা, সারোগেসির মাধ্যমে এল তাঁদের সন্তান

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি।। বিচ্ছেদের জল্পনায় পাকাপাকি দাড়ি টানলেন প্রিয়াঙ্কা। নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে খশির খবর শোনালেন নিক জোনাস, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। মধ্যরাতে নিজের ইনস্টাগ্রামে মা হওয়ার খুশির খবর ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। জানিয়েছেন, সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান এল নিয়াঙ্কার কোলে। সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন তারকা দম্পতি। একই সঙ্গে অনুরোধ, আপাতত তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাডতি কৌতৃহল দেখানো যেন বন্ধ করেন সবাই। সুস্থ, সুন্দর সন্তান আসুক তাঁদের দাম্পত্যে। এটাই আপাতত নিয়ঙ্কার ইচ্ছে। প্রিয়াঙ্কার নামের পাশ থেকে জোনাস পদবি সরতেই জল্পনায় মেতে উঠেছিল আন্তর্জাতিক



বিনোদন মহল। ছড়িয়েছিল নিক-প্রিয়াঙ্কার বিচ্ছেদের গুঞ্জনও। তার মধ্যেই আভাষে-ইঙ্গিতে মাতৃত্বের কথা একাধিকার জানিয়েছেন অভিনেত্রী। অনুরাগী মহল থেকে সমালোচকেরা বুঝে উঠতে পারেননি, এভাবে খুশির খবর দিতে চলেছেন জোনাস দম্পতি। গত বছর বিয়ের তিন বছর উদযাপন করেছেন তারকা দম্পতি। প্রণয় থেকে পরিণয়, প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল সমালোচনার ঝড়। নিকের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় প্রিয়াঙ্কা। ফলে, এই বিয়ে আদৌ টিকবে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল সব মহলেই। নিয়াঙ্কা কিন্তু কোনও বিরূপ মন্তব্য কানে তোলেননি। বদলে রাজস্থানের উমেদ ভবন রাজবাড়িতে ধুমধাম করে হিন্দু মতে বিয়ে সারেন। পরে আবার খ্রিস্টান মতে বিয়ে করেন গির্জায় গিয়ে। তাঁদের নিয়ে যত কটাক্ষের পরিমাণ বেড়েছে ততই যেন তাঁরা শক্ত করে ধরে থেকেছেন একে অন্যের হাত। পথ চলেছেন নিজেদের মর্জিতে। তারই ফসল সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সদ্যোজাত। নিয়াঙ্কা যেন আবারও প্রমাণ করে দিলেন, বয়স নিছকই সংখ্যামাত্র। চাইলে যে কোনও বয়সেই বেঁধে থাকা যায়।

রেশনের দোকানেই এলপিজি সিলিভার

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।। খুব

পাওয়া যাবে ভর্তুকিযুক্ত পাঁচ

শীঘ্রই রেশনের দোকানে

কিলোগ্রামের এলপিজি

সিলিভার। দেশের রেশন

ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে ও ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দিতে ওই উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্ৰ আগামী দিনে রেশন দোকানগুলির গুরুত্ব বাড়াতে চাল, গমের পাশাপাশি ডাল ও ভোজ্য তেল পাওয়া যাবে। দু'বছর আগে রেশন দোকান থেকে এলপিজি গ্যাস দেওয়ার পরিষেবা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বন্টন মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিলেন রেশন ডিলারেরা। নীতিগতভাবে কেন্দ্র সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বলে আজ জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বন্তর বসু। তিনি বলেন, "রেশন দোকান থেকে সরকার ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করার বিষয়ে রাজি হয়েছে। প্রথমে সরকার ভর্তুকি শূন্য সিলিভার বিক্রি করা কথা বললেও, রেশন দোকানে গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে সংগঠন ভর্তুকিযুক্ত সিলিভার বিক্রি করার উপরে জোর দেয়। যা মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। তবে ওই সিলিভারের দাম কত হবে তা চূড়ান্ত করেনি কেন্দ্র।" আগামী দিনে রেশন দোকানে চাল ও গমের সঙ্গেই মুগ, মুসুর ও তুর ডাল ও সরফের তেল পাওয়া যাবে। বর্তমানে প্রতি কুইন্টাল চাল বা গম তুললে ৭০ টাকা পান এক জন রেশন ডিলার। যা দিয়েই দোকানের খরচ, কর্মচারীদের বেতন মিটিয়ে থাকেন রেশন দোকানের মালিকেরা। মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে প্রতি কুইন্টাল পিছু আয় ২৫০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিল রেশন মালিকেরা। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বন্টন মন্ত্রকের সচিব সুধাংশু পাণ্ডের সঙ্গে বৈঠকের পরে বিশ্বন্তর বসু জানান, ''আগামী অর্থবর্ষ থেকে াডলারদের আয় বাডাতে সরকার রাজি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বরান্দের ভিত্তিতেই ঠিক হবে আগামী দিনে কুইন্টাল পিছু

কত টাকা পাবেন ডিলারেরা।"

করোনা-মুক্তির পর বুস্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৩ মাস

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।। দু'টি টিকা নেওয়ার পরে যাঁরা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা সতর্কতামূলক বুস্টার টিকা নিতে চাইলে নেগেটিভ রিপোর্ট আসার ৩ মাস পরে তা পাবেন।শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব তথা ন্যাশনাল হেল্ফ মিশনের প্রধান বিকাশ শীলের পাঠানো ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, সাধারণ টিকাকরণের ক্ষেত্রেও আগের নিয়ম বহাল থাকছে। অর্থাৎ, করোনা আক্রান্তরা সুস্থ হওয়ার ৩ মাস পর টিকা নিতে পারবেন। প্রথম টিকা নেওয়ার পরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলেও দ্বিতীয় টিকার জন্য সুস্থ হয়ে ওঠার পরে ৩ মাস অপেক্ষা করতে হবে। করোনার টিকাকরণের জন্য 'ন্যাশনাল এক্সপার্ট গ্রুপ অন ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর কোভিভ-১৯' (এনভ্যাক)-এর সুপারিশের ভিত্তিতেই বুস্টার টিকার ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি থেকে দেশে ১৫-থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রেও করোনা-মুক্তির তিন মাস পরে টিকা দেওয়ার নীতি বহাল থাকবে।

মুম্বহয়ের বহুতলে ভয়াবহ আগ্নকাণ্ড, মৃত অন্তত সাত

মম্বই. ২২ জানয়ারি।। মম্বইয়ের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ১৫ জন, তবে তাঁদের মধ্যে দু'জন আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে রয়েছে দমকলের ৩১টি ইঞ্জিন। শনিবার সকালে মম্বইয়ের তারদেও এলাকার গান্ধী হাসপাতালের বিপরীতে ২০তলা বিশিষ্ট 'কমলা' বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। সকাল ৭টা নাগাদ ১৮তলায় আগুন লাগে। মম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকর সংবাদমাধ্যমকে জানান, ছ'জন প্রবীণ ব্যক্তির অক্সিজেন সাপোর্টের প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি এও জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে তবে এখনও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া। সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিক সূত্রে খবর, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নায়ার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের, কস্তুরবা হাসপাতালে এক জনের এবং ভাটিয়া হাসপাতালে একজনের। এই ঘটনার একটি ভিডিও টুইট করে গর্জে উঠলেন বিজেপি নেত্রী প্রীতি গান্ধী। তিনি লিখলেন, 'আবারও অজুহাত দেখানো হবে, ভুলভাল কারণ দেখানো হবে এবং জীবন চলতে থাকবে। শহরটাকে বাঁচাতে চাইলে কঠোরতম রাজনৈতিক ইচ্ছে শক্তির দরকার। একজন মুম্বইকর হিসেবে এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যন্ত্রণা দেয়।'

যাদবগড় থেকে লড়বেন অখিলেশ

লখনউ, ২২ জানুয়ারি।। আর জল্পনা নয়, আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অখিলেশ। একেবারে, "যাদব গড়" মৈনপুরী জেলার কারহাল আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। দলীয় সূত্রে কয়েকদিন আগেই এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এদিন, অখিলেশ যাদবের কাকা, রাজ্যসভার সাংসদ রামগোপাল যাদব এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁর ভাগ্নে রেকর্ড ভোটে জয়ী হবেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ ছাড়া, কারহাল আসনে প্রতিবারই সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ২০০২ সালে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। তবে, ২০০৭ সালে ফের কারহাল সপা-র হাতে ফিরে আসে। বর্তমানে এখানকার জয়ী প্রার্থী সোবরণ যাদব। কারহাল যাদব পরিবারের গ্রামের বাড়ি সাইফাই থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে। শুধু তাই নয়, এই বিধানসভা কেন্দ্র অবস্থিত মইনপুরী লোকসভা আসনের মধ্যে, যেখান থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মূলায়ম সিং যাদব পাঁচবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবার বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল নিয়ে জোট গড়ে লড়ছে সপা। তাদের নেতা অখিলেশ যাদব এই প্রথমবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন বলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জল্পনা চলছিল। গত নভেম্বরে অখিলেশ নিজে বলেছিলেন, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। এরপর দুইয়ের পাতায় তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা অবশ্য প্রথম

বিজেপি ছাড়ার কারণ জানালেন উৎপল পারিকর

আগেই বিজেপি ত্যাগ করলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর পারিকরের ছেলে উৎপল পারিকর। তবে এখনই তিনি কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লেখাচ্ছেন না। তবে নির্বাচনে তিনি একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেও জানিয়েছেন। বাবার কেন্দ্র পানাজি বিধানসভা আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবেই ভোট যুদ্ধে শামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবারই তিনি বিজেপি ত্যাগ করেন বলেও জানিয়েছেন। উৎপল পারিকর বলেছেন, গত ৩০ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে ছিলেন তিনি। নির্বাচনের সময়ও গেরুয়া শিবিরে থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্য দলকে সমস্ত কিছু বোঝানোর চেষ্টা তিনি করেছেন বলেও জানিয়েছেন। গত ৩০ বছর বিজেপির যেসব নেতা কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তাদেরও বিদায় জানিয়ে শুভকামনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, তিনি পানাজির সাধারণ মানুষের সঙ্গে সর্বদা উপভোগ করেন। সেই জন্যই তিনি এই কেন্দ্র থেকেই তাঁর বাবার

পানাজি, ২২ জানুয়ারি।। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের মতই বিজেপির হয়ে লড়াই করার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। উৎপল আরও বলেন তাঁর সামনে লড়াই বড়ই কঠিন। তাঁর বাবা পানাজি কেন্দ্র থেকে পাঁচবার বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি তাঁর বাবার সেই কঠিন লডাইয়ের দিনগুলি ভূলে গেছে বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন. গত উপনির্বাচনে বিজেপি কিছু অদ্ভত কারণ দেখিয়ে তাঁকে পানাজি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেনি। কিন্তু সেইসময় তিনি দলের কথা শুনে চুপ করেছিলেন। কিন্তু এবার আর তা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, তাঁর বাবার পাঁচবারের জয়ী কেন্দ্র থেকে যাঁকে গেরুয়া শিবির প্রার্থী করেছে তাঁকেও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সেই ব্যক্তি সুবিধেভোগী দল থেকে এসেছে। বাবার মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন উৎপল পারিকর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ

কোন্টা খাওয়া বেশি উপকারী জানেন?

রুটি এবং ভাত দুটোই আমাদের প্রায় রোজকার খাবার। বিশেষত বাঙালিদের ভাতের প্রতি টানটাই আলাদা। আরও একটু বেশি ভাত নিয়ে মাছের ঝোল দিয়ে মেখে খাওয়া, আহা, সে এক স্বর্গীয় স্বাদ। কিন্তু সমস্যা একটাই। ওজন বৃদ্ধি হোক বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, সবার আগেই ভাত খাওয়া কমাতে বলা হয়। পরিবর্তে রুটি খেতে হয়। কিন্তু ভাতের তুলনায় কি

রুটি খাওয়া ভালো? পুষ্টিবিদরা বলছেন, এর উত্তর হ্যা। ভাতের কার্বোহাইড্রেট হজম হতে খুব বেশি সময় নেয় না। ফলে খাওয়ার অল্প সময় বাদেই পেট খালি হয়ে যায়। আরও খিদে পায়। আর এই এক ঝটকায় এতটা ক্যালোরি খরচও হয় না। ফলে স্থূলত্বের সম্ভাবনা বাড়ে। রুটি খাওয়া সেই তুলনায় ভালো। তবে রয়েছে কিছু শর্তাবলী।

প্রথমত, সাদা ময়দার রুটি নৈব নৈব চ। রুটি খেতে হবে আটার। সেটা যত লালচে হবে, তত ভালো। অর্থাৎভূষি থাকা চাই। রুটির এই ফাইবার-ই আপনার পেটকে অনেকক্ষণ ভর্তি থাকবে। কিন্তু তুলনায় ক্যালোরি কম। দ্বিতীয়ত, ভাত খাচ্ছেন না বলে যথেচ্ছ রুটি খেয়ে নিলেন, এমনটা করলেও কিন্তু চলবে না। সীমিত পরিমাণেই খেতে

তৃতীয়ত, মিশ্র দানার রুটি, অর্থাৎমাল্টিগ্রেন আটার রুটি খেলে বেশ ভালোই উপকার পাবেন। তবে তেমনটা না পেলে সাধারণ আটার রুটিই খান। তবে ওজন বা সুগার নিয়ন্ত্রণে ভাত যে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে সেক্ষেত্রে পরিমাণ একেবারে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ভাতনা



কলকাতা ময়দানে আর সুভাষ ভৌমিক নেই

শনিবার সকালে থামলো 'বুলডোজার'

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি।। প্রয়াত হলেন সুভাষ ভৌমিক। প্রাক্তন এই ফুটবলার ও কোচ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে শনিবার শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ৭২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি। দীর্ঘ দিন ধরেই সুগার এবং কিডনির অসুখে ভুগছিলেন সুভাষ। গত প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে তাঁকে নিয়মিত ডায়ালিসিস নিতে হয়েছে। শেষ পর্যস্ত বুকে সংক্রমণ নিয়ে তিনি ভর্তি ছিলেন একবালপুরের একটি নার্সিংহোমে। ২৩ বছর আগে তাঁর বাইপাস সার্জারিও হয়েছিল।শুক্রবারই অসুস্থ সুভাষের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এগিয়ে এসেছিল তিন প্রধান এবং আইএফএ-ও। শুক্রবার বিকেলে সূভাষ ভৌমিকের ভবিষ্যৎ চিকিৎসার পরিকল্পনা নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী একটি জরুরি সভা ডেকেছিলেন। সেখানে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, মানস ভট্টাচার্যরা। এ ছাড়াও ছিলেন আইএফএ-র সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনবাগান ক্লাবের অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি কামারউদ্দিন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে দেবব্রত

সরকার। সূভাষের পুত্র অর্জুনও ছিলেন সেই সভায়। সেখানেই ঠিক হয়েছিল, অন্য হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিডনি প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা ছিল চিকিৎসকদের। কিন্তু আর সময় দিলেন না ময়দানের 'বলডোজার' ৷কলকাতা ময়দানে সভাষের অভিষেক হয়েছিল মাত্র ১৯ বছর বয়সে। প্রথম বড় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। মাত্র এক মরসুম সেখানে খেলেই যোগ দেন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগানে। সেখানে তিন বছর খেলে ফিরে আসেন লাল-হলুদে। তিন বছর পরে ফের সবুজ-মেরুনে। আরও তিন বছর সেখানে খেলার পরে তাঁকে ফের সই করায় ইস্টবেঙ্গল।এক বছর সেখানে খেলে ১৯৭৯ সালে অবসর নেন সুভাষ। ইস্টবেঙ্গলে তিনি খেলেছেন পাঁচ বছর (১৯৬৯, ১৯৭৩-৭৫, ১৯৭৯)। মোহনবাগানে খেলেছেন ছ' বছর (১৯৭০-৭২, ১৯৭৬-৭৮)। কোচ হিসেবে তিন দফায় ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। প্রথমে ১৯৯৯ থেকে ২০০০, তারপর ২০০২ থেকে ২০০৫ এবং ২০০৮ থেকে ২০০৯। মোহনবাগানের কোচ ছিলেন ২০১০ থেকে ২০১১ সাল পর্যস্ত। এ ছাড়াও ২০০৬ সালে মহমেডানে, ২০০৭-০৮ সালে সালগাঁওকারে এবং ২০১২-১৩ সালে চার্চিল ব্রাদার্সে কোচিং করিয়েছেন। তবে সবার আগে ১৯৮৬ সালে জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ

িহিসেবে শুরু করেন তিনি।

সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠে গেলেন সিন্ধু

সিডনি, ২২ জানুয়ারি।। সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠে গেলেন পিভি সিন্ধু। শনিবার সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ রাশিয়ার এভজেনিকা কোসেৎকায়া প্রথম গেমে হারার পর চোটের কারণে ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হন।তাই ফাইনালে উঠে যান সিন্ধ। ফাইনালে দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী খেলবেন মালবিকা বনসোদের বিরুদ্ধে, যিনি ইন্ডিয়া ওপেনে হারিয়েছিলেন সাইনা নেহওয়ালকে এর আগে ২০১৭ সালে প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত শেষ বার এই প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন সিন্ধ। শনিবার রাশিয়ার প্রতিপক্ষকে শুরু থেকেই শাসন করতে থাকেন তিনি। সহজেই প্রথম সেট ২১-১১ গেমে পক্রেউস্থকরে নেন।কিন্তু দ্বিতীয় সেটে লড়ার মতো ক্ষমতায় ছিলেন না এভজেনিকা। অবসর নিতে বাধ্য হন।মালবিকা ভারতেই আর এক খেলোয়াড় অনুপমা উপাধ্যায়কে ১৯-২১, ২১-১৯, ২১-৭ গেমে হারিয়েছেন।

মনমোহন স্মৃতি ভলিবল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় চতুর্থ মনমোহন দাস স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হলো। আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি কামালঘাট স্কল মাঠে এই আসর হওয়ার কথা ছিল। মূলতঃ খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা চিস্তা করে উদ্যোক্তারা এই আসর স্থগিত ঘোষণা করেছে। প্রতিযোগিতার পরবর্তী দিন-তারিখ পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস।

ভারতের মাটিতেই দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হতে পারে এ বারের আইপিএল, দাবি বোর্ড সূত্রের

আইপিএল হতে পারে ভারতের মাটিতেই। তবে করোনা সংক্রমণের কারণে তা হতে পারে তিনটি স্টেডিয়ামে। মুম্বই এবং পুণের তিনটি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বোর্ডের এক সূত্র এ কথা জানিয়েছেন। এটাও জানা গিয়েছে, দর্শকশূন্য হতে পারে এ বারের আইপিএল। আগামী ২৭ মার্চ থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা। তবে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা সিরিজের শেষ ম্যাচ হবে ১৮ মার্চ। বোর্ডের নিয়মানুযায়ী শেষ সিরিজ এবং আইপিএল শুরু হওয়ার মধ্যে ১৪ দিন বিরতি থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে ২ এপ্রিলও প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে াবোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে এএনআই জানিয়েছে, আপাতত ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, রেবোর্ন স্টেডিয়াম এবং ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি পুণের গাহুঞ্জের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার স্টেডিয়ামেও হওয়ার কথা রয়েছে

দবাই. ২২ জানুয়ারি।। এ বারের এই প্রতিযোগিতা। তবে একান্তই ভারতে করা না গেলে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে বিকল্প হিসেবে ভেবে রাখা হয়েছে। তবে আর একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আমিরশাহি নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় করা হতে পারে আইপিএল শেনিবার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ভার্চুয়াল বৈঠক। সেখানে বেশিরভাগ কর্তাই মুম্বই এবং পুণে-তে আইপিএল-এর ম্যাচ আয়োজন করার পক্ষে সম্মতি দেন। কারণ, সেখানে বিমানে করে কোথাও যাত্রার দরকার পড়বে না। পাশাপাশি, ম্যাচ আয়োজন করা হবে জৈবদুর্গে। যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজিই এই প্রতিযোগিতা ভারতে আয়োজন করতে আগ্রহী। মুম্বই এবং পুণেয় হলে আরও বেশি সুবিধা। কারণ উচ্চমানের স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ক্রিকেটারদের রাখার মতো প্রয়োজনীর পাঁচ তারা হোটেলও আছে প্রচুর পরিমাণে াবোর্ডের এক সত্ৰ বলেছেন, "যদি একান্তই এই

করা যায়, তা হলে আমিরশাহিই সেরা বিকল্প। কিন্তু অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজিই চাইছে এ বার অন্তত অন্য কোথাও আয়োজন করা হোক। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা পরবর্তী বিকল্প হতে পারে। পাশাপাশি, ভারতে হলে অন্তত প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধ পর্যন্ত কোনও দর্শকের প্রবেশাধিকার থাকবে না। পরে পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্টেডিয়ামে দর্শকদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।এ দিকে, শনিবারই আইপিএল নিলামের জন্য মোট ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ১২১৪ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। এর মধ্যে ভারতের জাতীয় দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটার ৬১ জন, বিদেশি এবং জাতীয় দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটার ২০৯ জন, সহকারী দেশগুলির থেকে ৪১ জন, দেশের হয়ে খেলেননি কিন্তু আইপিএল-এর অংশ ছিলেন এমন ক্রিকেটার ১৪৩ জন, দেশের হয়ে খেলেননি এমন ক্রিকেটার ৬৯২ জন।

দুই দিনব্যাপী ওপেন টেনিস শুরু



প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের টেনিস সেন্টারের উদ্যোগে শনিবার থেকে দুই দিনব্যাপী ওপেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্মসচিব খেলোয়াড় এতে অংশগ্রহণ করেছে।

টেনিস শুরু হলো। যার সমাপ্তি আগামীকাল। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসি-র ডিজিএম জিসি রো,

দিব্যেন্দু দত্ত, সদস্য গৌতম রায়, স্পোর্টস স্কুলের কাউন্সিল সচিব শোভেনজিৎ সিনহা, প্রবীণ খেলোয়াড ডি কে চাকমা। মোট ৩৫ জন

আইওএ-র ১৫ লক্ষ টাকা রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে খরচের দাবি উঠলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, চেক নিলেন এবং তা রাজ্যের নামে লক্ষ টাকার হিসাব বা খরচ নিয়ে। এত বছরে ত্রিপুরা রাজ্য আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরার ক্রীড়া উন্নয়নে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ) ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে যে ১৫ লক্ষ টাকার বিশেষ অনুদান দিয়েছে সেই টাকার ব্যাপারে রাজ্য ক্রীড়া প্রশাসন নাকি এখনও ঘুমে। যদিও কয়েক মাস আগেই দিল্লিতে আইওএ-র অফিসে আইওএ সচিব রাজীব মেহেতা ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের সচিব রূপক ১৫ লক্ষ টাকার চেক নিয়েছেন তাই দেবরায়-র হাতে ত্রিপুরার ক্রীড়া উন্নয়নে ১৫ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দিয়েছিলেন। রূপক দেবরায় ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের সচিব হলেও তিনি রাজ্য সরকারের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সুতরাং একজন কর্মী। তিনি যুবকল্যাণ ও এক্ষেত্রে ঘটনা সত্য। তবে রূপক ক্রীড়া দফতরের একজন জুনিয়র পিআই। সুতরাং রাজ্য সরকারের একজন কর্মী তথা জুনিয়র পিআই

সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো উচিত। কিন্তু ক্রীড়া প্রশাসন সূত্রে খবর, রূপক দেবরায় এখনও নাকি ওই ১৫ লক্ষ টাকার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে কোন তথ্য দেননি। ক্রীড়া প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, রূপক দেবরায় যেহেতু একজন সরকারি কর্মচারী এবং তিনি নিজে দিল্লিতে গিয়ে ত্রিপুরার হয়ে তার উচিত টাকার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া। যেহেতু পুরো ঘটনা দিল্লিতে হয়েছে এবং আইওএ থেকে ছবি সহ তা দেবরায় যদি ঘটনা সম্পর্কে তার দফতরকে না জানান তাহলে দফতর হয়তো বিষয়টি জানতে চেয়ে তাকে যখন আইওএ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার চিঠি দেবে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ১৫

যেহেতু ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে তাই ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের জানার অধিকার আছে যে, ওই ১৫ লক্ষ টাকা কিভাবে এবং কাদের জন্য খরচ হাতে দেওয়া হলেও টাকাটা ত্রিপুরার জন্য। সুতরাং এখানে রাজ্যের নাম এবং রাজ্যের স্বার্থ জড়িত। অবশ্য ক্রীড়া মহলের বক্তব্য, অতীতেও নাকি আইওএ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছে রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে ওই টাকা কোথায় খরচ করেছে বা আদৌ খরচ করেছে কি না তা জনগণের জানা নেই। আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিজেদের কোন অফিস বাড়ি পর্যন্ত তৈরি করেনি। সচিবের বাড়িতেই

বরান্দ টাকা সূতরাং এক্ষেত্রে রাজ্য ত্রিপুরার ক্রীডা উন্নয়নে আইওএ অলিম্পিকের উদ্যোগে রাজ্যে কোন খেলাধুলা যেমন হয়নি তেমনি কোন ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। অবশ্য রাজ্যের বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী নাকি দীর্ঘদিন ত্রিপুরা রাজ্য হবে। ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের অলিম্পিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তার হয়তো অনেক কিছু জানা। তবে রাজ্যের মানুষ চাইছে, ত্রিপুরার জন্য দেওয়া ১৫ লক্ষ টাকা যেন রাজ্যের খেলাধুলার জন্যই খরচ হয়। ব্যক্তিগত কাজে বা ব্যক্তিগতভাবে যেন ওই ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে না যায়। তবে ঘটনা হচ্ছে, গত ৪৬ মাসে বর্তমান রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে তাতে কিন্তু আশক্ষা থেকেই যাচ্ছে যে, আইওএ-র ১৫ লক্ষ টাকা রাজ্যের মানুষের কোন কাজে হয়তো আসবে না। কেননা অতীত থেকে নাকি এই আশঙ্কাই ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক। এছাড়া তৈরি হচ্ছে বর্তমান সময়ে।

থাকায় মাঠে সেই স্ফুর্তি এবং উত্তেজনার অভাব দেখা যাচ্ছে, এটা

পর্যদের উদ্যোগে মাঠ

সংস্কার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের উদ্যোগে ভোলাগিরির মাঠ সংস্কারের কাজ চলছে। খুব দ্রুত যাতে মাঠকে খেলার উপযোগী করে তোলা যায় তার জন্য শুরু হয়েছে কাজ। আশা করা যাচ্ছে, কিছু দিনের মধ্যেই মাঠটি খেলোয়াড়দের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে। ক্রীড়া পর্যদের ক্রিকেট টিম এনএসআরসিসি এই বছর টিসিএ পরিচালিত অনৃধর্ব ১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যদিও তাদের অনুশীলনের জন্য মাঠের খুব সমস্যা। তাই ক্রিকেটার এবং অভিভাবকদের দাবি ছিল, তাদের সারা বছর অনুশীলনের জন্য একটি মাঠের ব্যবস্থা করা। সেই অনুযায়ী ক্রীড়া পর্ষদই ভোলাগিরি মাঠ সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। একটা সময় এই মাঠে গ্যালারি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। একটা অংশে গ্যালারি হয়েছে। পশ্চিম প্রান্তে গ্যালারি এবং ড্রেসিংরুম হওয়ার কথা ছিল। যদিও মাঝপথে। কাজ থমকে গিয়েছে। বৰ্তমানে পৰ্ষদ চাইছে, মাঠটিকে উপযোগী করে তুলতে। যাতে এনএসআরসিসি ক্রিকেট টিমের পাশাপাশি এলাকার যুব সম্প্রদায়ও এই মাঠকে ব্যবহার করতে পারে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পর্যদের উদ্যোগে মাঠ সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে

মহমেডানের

গোলকিপার কোচ হলেন সন্দীপ নন্দী

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি।। মহমেডানের গোলকিপিং কোচ হিসেবে ঘোষণা করা হল সন্দীপ নন্দীর নাম। শনিবার ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা করা হয়। দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও প্রাক্তন কোচ সুভাষ ভৌমিক প্রয়াত হওয়ার কারণে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়। ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস এবং ক্লাবের বাকি কর্তাদের উপস্থিতিতে সই করেন সন্দীপ।মহমেডানে যোগ দেওয়ার পর সন্দীপ বলেছেন, ''দুর্ভাগ্যবশত ফুটবলার জীবনে কখনও মহমেডানের হয়ে খেলা হয়নি। কিন্তু এ বার গোলকিপার কোচ হিসাবে সুযোগ পেলাম। বলা যায়, এটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।মহমেডান দিয়েই আমার কোচিং জীবন শুরু হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি। দুই প্রধানের সমর্থকদের আবেগ, ভালবাসা পেয়েছি। এ বার মহমেডান সমর্থকদের ভালবাসাও পাব। এই ক্লাবের অংশ হতে পেরে খুশি এবং গর্বিত। যে ভাবে ওঁরা শত বাধার মধ্যেও পেশাদারিত্ব নিয়ে আসতে পেরেছেন, সেটা আমিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।"মহমেডানের সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলেছেন, ''সন্দীপকে কোচ করাটা ক্লাবের পক্ষে ভাল হল। আমাদের গোলকি পার কোচ এখন আইএসএল-এ ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ হয়েছেন। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আইএসএল খেলা সন্দীপকে নিয়ে আসায় আমাদের ক্লাবের শক্তি বাড়ল।"

এক দিনের সিরিজ হার তাঁর দলের কাছে

শিক্ষাঃ কেএল রাহুল পানাজি, ২২ জানুয়ারি।। টেস্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এক দিনের সিরিজে হারতে হয়েছে ভারতকে। অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই হারের মুখ দেখেছেন কেএল রাহুল। তিনি মনে করছেন, এই হার ভারতের কাছে একটা বড় শিক্ষা। নিজেদের ভূল স্বীকার করেও রাহুল দাবি করেছেন, তাঁদের ঘুরে দাঁড়াতে খুব বেশি সময় লাগবে না।শুক্রবার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ৭ উইকেটে হারে ভারত।এক দিনের সিরিজও হাতছাডা হয়। প্রথম বার টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে হারের মুখ দেখেছেন রাহুল। ম্যাচের পর বলেছেন, "নিজেদের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা দারুণ ক্রিকেট খেলেছে। মাঝের দিকে আমরা প্রচুর ভুল করেছি। তবে এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁডাতে চাই। আমরা এমন একটা দল যারা জিততে ভালবাসে। আশা করি, এই হার থেকে পাওয়া শিক্ষা আমাদের ভূলত্রুটি শুধরে নিতে সাহায্য করবে।"বিরাট কোহলী অধিনায়ক না

লড়াই করে জিতলো বীরেন্দ্র ক্লাব



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে প্রথম জয় পেলো বীরেন্দ্র ক্লাব। শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা রীতিমতো লড়াই করে জিতলো। প্রতিপক্ষ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এবার সেরকম শক্তিশালী দল গঠন করতে পারেনি। বলা যায়, একঝাঁক নবীন ও প্রথম ডিভিশনের অনভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের মাঠে নামিয়েছে। কয়েক বছর আগের ময়দান কাঁপানো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এবার স্রেফ অংশগ্রহণ করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করেছে। স্বভাবতই কম বাজেটের দল নিয়ে মাঠে নেমেছে তারা।তবে এদিন তুলনায় শক্তিশালী বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করলো। পিছিয়ে

থেকেও ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়নি। এক দল নবীন ফুটবলার ময়দানে নিজেদের চেনানোর জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিলো। শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র ক্লাব ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে। তবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের লড়াই প্রশংসিত হয়েছে। প্রথম ম্যাচেই বীরেন্দ্র ক্লাবকে খেলতে হয়েছে আসরের দুই প্রবল শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ-র বিরুদ্ধে। দুইটি ম্যাচেই তারা পরাস্ত হয়েছে। এদিন তিন নম্বর ম্যাচে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে তারা মাঠে নামে। শেষ পর্যন্ত জয় এসেছে। তবে প্রতিপক্ষ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এত তীব্ৰ লড়াই ছুঁড়ে দেবে এটা সম্ভবত ভাবতে পারেনি তারা। ম্যাচের ৩ মিনিটে চুকতার জমাতিয়া-র গোলে

এগিয়ে যায় অ্যাসোসিয়েশন। এরপর আক্রমণে ঝাঁপায় বীরেন্দ্র ক্লাব। ৫ মিনিটে দলকে সমতায় নিয়ে আসে নিজম তামুলে। প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে সালকাহাম জমাতিয়া ফের জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের জন্য ঝাঁপায়। একের পর এক আক্রমণ শানায়। ৬৫ মিনিটে স্টিফেন পল ডার্লং সমতায় ফেরায় বীরেন্দ্র ক্লাবকে। ৭৬ মিনিটে লালনুন রোয়ালা ডার্লং বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে। রেফারি তাপস দেবনাথ বীরেন্দ্র ক্লাবের অ্যাডিসন দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আগামীকাল এগিয়ে চল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

াফকে হয়ে য

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ দুর্ভাগ্য, এই আমলে সেই সুযোগ হয়নি। এক জুনিয়র

<mark>জানুয়ারিঃ স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই। স্বপ্নহীন মানুষ একটা পিআই প্রথম দিকে বেশ জমিদারি সাজিয়ে বসেছিল।</mark> যান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বপ্নই মানুষকে - কিছু উপরি কামাইও হয়েছে। তবে সবাইকে তাদের অংশ নতুন পথের সন্ধান দেয়।২০১৮-তে রাজ্যে রাজনৈতিক দেওয়ার পর নিজের ভাগে বেশি জুটেনি। দুই পালাবদলের পর একঝাঁক মানুষ এই ধরনের অনেক 🛮 উপ-অধিকর্তা এবং এক সহ-অধিকর্তা তুলনায় লাভবান রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলেন। দীর্ঘদিন নিজেদের না পাওয়ার 🛾 হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্বশাসিত। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে মেতে উঠেছিল। সংস্থাগুলির দখল নেয় নব্য শাসকরা। তাদের হয়তো অনেক ক্রীড়াক্ষেত্রে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা কম । কিছু করার ইচ্ছা ছিল।ছিল একটা রঙিন স্বপ্ন।কিন্তু অচিরেই ছিল না। এক-এক করে সময় কেটে যাচ্ছে। সেই সব সেই স্বপ্নগুলি ভেঙে যায়।রাজ্য সরকার নিয়ে আসে ক্রীড়া মানুষের স্বপ্নগুলিও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ২৫ বছরে হয়নি। আইন। ফলে স্বশাসিত সংস্থাণ্ডলি এক প্রকার সাইনবোর্ড এবার নিজের সরকার।কত কিছু করার স্বপ্ন ছিল।তবে সর্বস্ব হয়ে পড়ে। আর সংস্থার কর্মকর্তারা চোখের জল তারা ভাবতেও পারেনি যে এভাবে তাদের স্বপ্নগুলি ফেলতে ফেলতে স্বপ্নগুলি নিজের হাতে ভেঙে ফেলে। ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। বাম আমলের ২৫ বছরে । এমনটা প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তাই হয়েছে। স্বপ্ন দেখা কয়েকটি গ্রুপ ক্রীড়া দফতর নিয়ন্ত্রণ করেছে। সমস্ত স্থার তাকে সাকার করে তোলার মধ্যে অনেক ফারাক। চাকুরি তাদের হাত দিয়েই হয়েছে। কয়েকজন জুনিয়র সেটাই এখন বুঝতে পারছে মানুষ।শখ করে আর কেউ পিআই রীতিমতো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। ক্রীড়া জগৎ-এ নেতা হতে চাইবে না।

ক্রকেটেও সম্ভাবন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হলো, যতটা না প্রশাসনিক দুর্বলতা পক্ষে অর্থ খরচ করে দল গঠন করা পরিস্থিতি বেশ অনুকৃল ছিল। টিএফএ-র মতো একটি দরিদ্র সংস্থা দলবদল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করে ঘরোয়া মরশুম শুরু করেছে। সাফল্যের সঙ্গে শেষও হতে চলেছে। অথচ বিশাল অর্থ ভান্ডার এবং লোকবল থাকা সত্ত্বেও টিসিএ সেটা পারলো না। অনেকে হয়তো মনে করছে যে, প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে এমনটা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ তার চেয়ে বেশি নেতিবাচক সম্ভব হবে না। এক সংগঠক সেপ্টেম্বর মাসে দলবদল হওয়ার মনোভাবের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। বলেছেন, এটাই তো চেয়েছিল কথা থাকলেও হয়নি। যদিও কেউ যদি আগে থেকেই মনে মনে টিসিএ।এমনএকটা পরিস্থিতি তৈরি ঠিক করে নেয় যে ক্লাব ক্রিকেট করবে না তবে সেটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে। বর্তমানে তাই হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে ক্লাব ক্রিকেটের সম্ভাবনা বিশেষ নেই। ক্লাব ক্রিকেট করতে হলে প্রথমে দলবদল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করতে হবে। আর ক্লাবগুলি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে অধিকাংশের

করা হবে যাতে ক্রিকেট নিয়ে কেউ চিন্তাও না করে। একে ক্লাবগুলির অবস্থা খারাপ তার উপর করোনা পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় ক্রিকেট নিয়ে কেউ কথা বলবে না। টিসিএ-র উদ্দেশ্যও পুরণ হবে। ক্রিকেট মহলের একটা বড় অংশ মনে করে ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ মোটেই উৎসাহী নয়। কারণটা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রিকেটে ফিরুক টিসিএ

সাতদিন সময় দিলেই দলবদলে অংশ নিতে পারবে ক্লাবগুলি

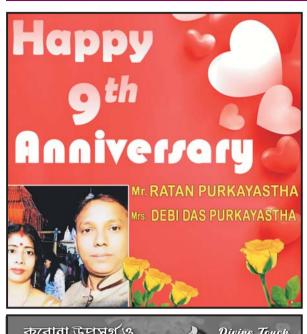
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, শেষ হওয়ার৭-৮ দিন পর থেকে শুরু হউক। জানা গেছে, ক্লাবগুলি আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ সাতদিন সময় পেলেই টিসিএ-র ক্রিকেট ক্লাবগুলি দলবদলে অংশ নিতে পারবে। সুতরাং টিসিএ যদি এখনই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ফেব্ৰুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই হতে পারে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল। টিসিএ-র কয়েকজন ক্লাব প্রতিনিধি আজ আমাদের একথা জানায়। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে টিসিএ-র ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল তেমন হয়নি তেমনি হয়নি কোন ক্লাব ক্রিকেট। ২০২১ ক্রিকেট সিজনের দলবদল এখনও হয়নি। ফলে দলবদল না হওয়ায় এখনও ২০২১ সিজনের ক্লাব ক্রিকেট হয়নি। তবে উচ্চ আদালতের রায়ে তিমির চন্দ ফের টিসিএ-র সচিব পদে ফিরে আসার পর ক্লাবগুলির দাবি এবার ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের উদ্যোগ নেওয়া হউক। যেহেতু আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করার আগে দলবদল করতে হবে তাই ক্লাবগুলি চাইছে, টিসিএ এখনই দলবদলের ঘোষণা দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দলবদল হউক। পাশাপাশি দলবদল

শুরু হউক ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট। ততদিনে সদর অনুধর্ব ১৫ এবং মহিলাদের একদিনের ক্লাব ক্রিকেট করা যেতে পারে। ক্রিকেট মহল চাইছে, আর দেরি না করে ২-১ দিনের মধ্যেই টিসিএ ঘরোয়া ক্রিকেটের উদ্যোগ নিক। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হউক দলবদল এবং দলবদলের সাতদিন পর শুরু হউক ক্লাব ক্রিকেট। একই সাথে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সদর অনুধৰ্ব ১৫ ক্ৰিকেট এবং মহিলাদের একদিনের ক্লাব ক্রিকেট শুরু হউক। কম্য়েকজন কুণাব প্রতিনিধি বলেন, তিন বছরের কমিটির ২৮ মাসে না হয়েছে কোন দলবদল না হয়েছে কোন ক্লাব ক্রিকেট। এখন যখন উচ্চ আদালদের নির্দেশে সচিব তিমির চন্দই তখন সব কিছু বাদ দিয়ে টিসিএ-র উচিত ক্রিকেটে নজর দেওয়া। বিশেষ করে ক্লাব ক্রিকেট। ওই ক্লাব প্রতিনিধিরা বলেন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ক্রিকেট আজ শেষ হতে চলছে। সুতরাং এখন সবকিছু বাদ দিয়ে ক্রিকেট

চাইছে টিসিএ যেন অবিলম্বে ক্লাবগুলির সাথে বৈঠকে বসে। ক্লাবগুলির সাথে বৈঠকে বসে অবিলম্বে ঘরোয়া দলবদল এবং ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাশাপাশি সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট এবং মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট। জানা গেছে, মহকুমাগুলিই চাইছে আগামী সপ্তাহেই তাদের ওখানে ক্লাব ক্রিকেট ও অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করতে। এই ব্যাপারে তারা তিমির চন্দ-র নির্দেশের অপেক্ষায়। ১৬টি কোচিং সেন্টার নাকি তৈরি সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটের জন্য। যদিও প্রথমে নাকি ঠিক ছিল যে, ২০ জানুয়ারি থেকে সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে। কিন্তু আপাতত তা ঝুলে আছে। তবে উচ্চ আদালতের রায়ে সচিব পদে তিমির চন্দ ফিরে আসার পর টিসিএ-র কাছে ক্রিকেট শুরু করার দাবি ক্রিকেট মহলের।ক্লাব প্রতিনিধিরা বলেন, যদি এবারও ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট না হয় তাহলে টিসিএ-র বর্তমান কমিটির উচিত ক্রিকেটের স্বার্থে অবিলম্বে পদত্যাগ করে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

অনেকেই মনে করছেন। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মূদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১











Walk in Interview for the position of



মেশিন বিক্রয়

অফসেট মেশিন 23x36 (হিচ.এম.টি) কমপ্লিট ইউনিট (অক্টোবর ২০১৮ ইং) হইতে মেশিন বন্ধ আছে) বিক্রি হবে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 9862650720 9774388879

JOB VACANCY

একটি Leading Insurance Company তে বিভিন্ন পদে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী, গৃহবধু, যুবক যুবতী নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগ্যতা H.S. +2

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 7005284688 9862396358

পদবী পরিবর্তন

আমি শ্রীমতি রত্না ভুঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রহণ পূর্বকরত্না ভৌমিক নামে পরিচিত হইলাম।

শ্রীমতি রত্না ভৌমিক

পদ্বী পরিবর্তন

আমি শ্রীমতি গীতা ভুঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক গীতা ভৌমিকনামে পরিচিত হইলাম

শ্রীমতি গীতা ভৌমিক

পদবী পরিবর্তন

আমি শ্রী রতন ভূঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রতন ভৌমিকনামে পরিচিত হইলাম ইতি

শ্রী রতন ভৌমিক

পদবী পরিবর্তন

আমি শ্রীমতিরুদ্রাক্ষী ভুঁইয়া গত ১৯/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রুদ্রাক্ষী ভৌমিকনামে পরিচিত হইলাম ইতি

শ্রীমতি রুদ্রাক্ষী ভৌমিক

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৪০০ ভরিঃ ৫৬,৪৬৬

পাত্র 45 (05-10-1976)। ক্লারিকেল জব (প্রাইভেট)। বিশ্বস্ত, সাব্যস্ত। M.A পাশ। কুম্ভরাশি, দেবারিগণ। 5 ফুট 10 — ঃ যোগাযোগ ঃ— ইঞ্চি। আগরতলায় বাড়ি। Mob - 9366815262 মাতা— পেনশনার। দুই ভাই।

পাত্রের সঙ্গে। নো কাস্ট বার। Mob: 9436485123

Admission open

(বেলা ১টার পর।)

বিবাহ সম্পৰ্কীয় যে কোনও

ধরনের বার্তালাপই সরাসরি

পাত্রী চাই

Admission open-2022 October seasion (NIOS) Open Schooling (MHRD)

Call-

8862709107 8794415227

গাডি বিক্ৰয়

উত্তম চালু অবস্থায় একটি মারুতি ৮০০ কার সাদা কালার ২০০৮-এর গাড়ি বিক্রয় হইবে

Polytechnic Entrance

অভিজ্ঞ Engineer দারা 100% Success guarantee সহকারে Tripura Diploma Engineering Entrance Exam এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোচিং দেওয়া হবে। Online কোচিং নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

Melarmath, Agt. Ask - 9089101390 9862231641

বাড়ি নিৰ্মাণ

আপনি কি একটি সুন্দর বাড়ি বানাবেন ভাবছেন ? তাহলে আর দেরি না করে যোগাযোগ করেন J.D. Construction -এর সাথে। এখানে সুদক্ষ Civil Engineer এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রির পরিচালনায় আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করার দায়িত্ব আমাদের।

যোগাযোগ ঃ J.D. Construction (Office Address) Dhaleswar, Jail Road, Agt., Ph: 9366039981

কর্মখালি

পাইকারী ওযুধ এর দোকান এর জন্য 2 জন Smart ছেলে কর্মী প্রয়োজন। Qualification-12th Pass বেতন সাক্ষাতে আলাপ হবে।

Agartala, West Tripura Mob - 8787626182

তৈরি বাড়ি বিক্রয়

রামনগর ৩ নং রোডের শেষ প্রান্তে তরুণ সংঘের নিকট ৩০ ফুট রাস্তার পাশে তিনতলা ভিতের উপর দোতালা বাড়ি (২১ গন্ডা) বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতা চাই। দালাল নহে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 8787361906

SPOKEN ENGLISH

ছোটদের (2021-2022) বড়দের (New Group) Spoken English এ ভৰ্তি চলছে, সঙ্গে Maths, English, School Subject- (VII to XII)

SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON T.K. SIL

9856128934

shortcut সাজেশান ও নোটস '২২

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক (Term-2) ও BA (প্রতি সেমিস্টারে ১টি ইউনিটে পাসে ২টি করে ও অনার্সে ৩টি করে বড় প্রশ্ন এবং উত্তর সহ ২০০/২৫০টি MCQ) পরীক্ষার জন্য ৬০% - ৯০% কমন গ্যারান্টিযুক্ত T&C Apply সাজেশান ও নোটস্ কোচিংয়ে ভর্তি না হয়েও Direct দেওয়া হচ্ছে। Bank, LD Asst. Panchayat, ICDS, CDPO, TCS, TET-1, 2 Exams Coaching or Direct Notes available here NOBEL COLLEGE (Coaching Centre), Near- ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকা, Women's College Road, Agartala. Mob: 8837086709, 9862160969 (WA).





এর ডাক্তারের কাছে

21-25 January 2022

Shivdata Homoeo Centre, 36, Office Lane +91 - 9206190329

DR. SAMIT GHOSH NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY

বিশেষ দ্রস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাস্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।























Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com





